শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম খণ্ড।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত।

অকিঞ্চন, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব দাস কৃত

ব্যাখ্যা সম্বলিত।

----:•:---

মূল্য ৪৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা।

কার্য্যালয়, গ্রাম চরহামুয়া পোঃ সাইস্তাগঞ্জ, শ্রীহট্ট

প্রকাশক— শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব
পোঃ সায়েস্তাগঞ্জ, গ্রাম চরহামুয়া,
(শ্রীহট্ট)

হবিগঞ্জ আর্ট প্রেসে—
প্রেণ্টার — শ্রীকামিনীমোহন ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ ১ ॥

১। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, শ্রীবাস প্রমুখ ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, অদ্বৈতাদি ঈশ্বরের অবতারগণকে, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রকাশ, গদাধর প্রভৃতি ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে গ্রন্থকার এই শ্লোকে সামান্য ভাবে ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরন করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার। বস্তু নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার। এখানে কেবল নমস্কার করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার গুরুবর্গ এবং ভক্ত, অবতার ও প্রকাশকে আবরণ স্বরূপ রাখিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বতঃ প্রকাশ না হইলেও গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া প্রকাশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গুরুদ্বয় (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু) ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে বিলাস করেন বলিয়াই এই খানে ছয়রূপের বর্ণনা দিয়াছেন।

এই শ্লোকে প্রথমে শ্রীগুরুবর্গের বন্দনা করা হইয়াছে। ইহার কারণ শ্রীগুরুই সাধকের প্রধান উপকারী। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান। "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

গুরু কৃপা ব্যতীত মনুষ্যের পশুত্ব যায় না। গুরু কৃপার প্রতিদান নাই। "একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোহনৃণী ভবেৎ॥" শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

গুরু বন্দনার পর ভক্তের বন্দনা করা হইয়াছে। ভক্ত কৃপা না পাইলে ভক্তি লাভ হয় না। ভক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা নাই।

ভক্ত বন্দনার পর অবতারের বন্দনা। অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় আমরা মহাপ্রভুকে পাইয়াছি। অবতারের পর প্রকাশ রূপ শ্রীনিত্যানন্দের নমস্কার। নিত্যানন্দ হইতেই সংসার নাশ এবং কৃষ্ণভক্তি।

"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
যে ভক্তি গোপিকাগণে কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে অমনি মহাপ্রভুর প্রাপ্তি। তদনন্তর ব্রজের নিকুঞ্জবনে প্রবেশ।

২। গৌড়দেশ রূপ উদয় পর্ব্বতে এক সময়ে আশ্চর্য্য সূর্য্য চন্দ্র তুল্য সমুদিত কল্যাণ সম্পাদক এবং অজ্ঞান-তমোনাশক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এবং নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

এই শ্লোকে বিশেষ রূপে বন্দনা করা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের জন্ম এক সময় হয় নাই। দুইজন সমকালে প্রকাশ পাইয়াছেন, ইহাই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

উদয়াচলে এক সময়ে সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায় না। কিন্তু চৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সূর্য্য ও চন্দ্র সমকালে উদিত হইয়াছেন, এই জন্য আশ্চর্য্য সূর্য্য চন্দ্র বলা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জ সেবার সন্ধান দেখাইয়াছেন বলিয়া তিনি কল্যাণদাতা। নিকুঞ্জ সেবা লাভই শ্রেষ্টতম কল্যাণ। শ্রীচৈতন্য অজ্ঞান তিমির নাশ করিয়াছেন, এই জন্য বলা হইয়াছে; তমোনাশক।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

৩। উপনিষদ সকল যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্র যাঁহাকে আত্মার অন্তর্যামী (পরমাত্মা) বলেন, তিনি ইঁহার অংশ; যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময় পূর্ণ ভগবান্ তিনিই স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; অতএব ইহজগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব নাই।

এই শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গ্রন্থের লক্ষ্য এই স্থানে ইহাই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং অংশ হওয়ায় তিনি আশ্রয়তত্ত্ব, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আশ্রিত তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয় ইহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার এই শ্লোকটী বিশেষ রূপে বলিয়াছেন :

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পরতত্ত্ব রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে তিনি পরতত্ত্ব হইলেন কি করিয়া? শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এই জন্যই শ্রীচৈতন্যকে পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

"সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে করিলা বিহার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা॥"

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য।

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥"

"নন্দের নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কাজেই শ্রীচৈতন্যও স্বয়ং ভগবান। যে সকল বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান। স্বয়ং ভগবানই পরতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যে তত্ত্বতঃ কিছুমাত্রও ভেদ নাই, এই জন্যই শ্লোকে বলা হইয়াছে "চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি।"

শ্রীকৃষ্ণের দুইটী লীলা। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা। নাম ও রূপ ভেদে-শ্রীবৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে অনাদি কাল হইতে এই দুটী লীলা হইতেছে।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

"নবদ্বীপবৃন্দাবন দুই ধাম হয়।
গৌর শ্যাম রূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥
ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষণে কৃষ্ণলীলা রাধারাস রঙ্গে ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা শ্রীকৃষ্ণ লীলার পরিশিষ্ট। দুই লীলা মিলিয়া এক লীলা। এখানেই লীলার মাধুর্য্য।

৪। চিরকাল যাহা কাহাকেও প্রদান করেন নাই, সেই সর্ব্বপ্রধান স্বীয় উন্নতোজ্জ্বল রস স্বরূপ ভক্তি সম্পত্তি প্রদানার্থ যিনি পরম কৃপায় কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ হইতেও রমণীয় কান্তি দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন হরি আপনাদের হৃদয় কন্দরে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউন।

এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। ব্রজ প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন। প্রেমদাতার কৃপা ব্যতীত এই প্রেম লাভ হইতে পারে না। তাই মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই শ্লোকটী শ্রীরূপগোস্বামী কৃত। গ্রন্থকার নিজে শ্লোক রচনা না করিয়া মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এখানে আশীর্ব্বাদ অর্থে প্রার্থনা। "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রসাদ।" এই আশীর্ব্বাদটী মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা রূপে প্রকটিত। শ্রীবৈষ্ণব স্বতন্ত্ররূপে আশীর্ব্বাদক হইলে দৈন্য রক্ষা পায় না, বরং অহঙ্কারই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিদগ্ধ মাধবে শ্রীরূপগোস্বামীর এই শ্লোকটী ভক্তমাত্রেরই আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাই পরবর্ত্তী ভক্তগণের আনন্দ বিধানার্থ গ্রন্থকার এই স্থানে সেই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে চৈতন্যাবতারের বাহ্য কারণ বলা হইয়াছে। মূল কারণ "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা" এই ষষ্ঠ শ্লোকে বলিবেন।

"হরিঃ" শব্দে নানা অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। সিংহ যেমন স্ববিক্রমে হস্তীকে বিনাশ করে, শচীনন্দন হরিও (সিংহ) তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া সেইরূপ কল্মষ রূপ হস্তী বিনাশ করুন। কল্মষ কি? ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে কল্মষ বলে।

"ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥"

"হরি" হরতীতি হরিঃ। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা। যিনি জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন, তিনিই হরি। যিনি প্রেম দানে মন হরণ করেন তিনি হরি। মহাপ্রভু নিজ মুখে "হরি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

"হরি শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥

প্রথম অর্থটীতে হরি শব্দের গৌণী বৃত্তি, দ্বিতীয়টীতে মুখ্যা বৃত্তি। "সর্ব্ব অমঙ্গল" শব্দে মুক্ত প্রগ্রহা বৃত্তিতে সর্ব্বপ্রকার পাপ, পুণ্য, বাসনা ও ভগবদ্ বৈমুখ্য। ভগবদ্ বৈমুখ্যের মতন এমন অমঙ্গল আর নাই। ভগবৎ উন্মুখ হইলে পাপাদি হইতে উদ্ধারের উপায় এবং ভরসা আছে।

সাধারণ তস্কর হইতে শচীনন্দন তস্করের (হরির) একটু বৈশিষ্ট্য আছে। চোর স্বকীয় ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গৃহীর ধন রত্নাদি চুরি করে, বিনিময়ে শাণিত তরবারি প্রভৃতি ফেলিয়া যায়, কিন্তু শচীনন্দন হরি জীবের আত্মবিনাশক যাবতীয় অমঙ্গল রাশিই হরণ করেন, তৎপরিবর্ত্তে চতুর্বর্গেরও শ্রেষ্ঠবস্তু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। এমন চোর আর দৃষ্ট হয় না। চোর কেবল লইয়া যায়। ইনি লইয়াও যান আবার দিয়াও গিয়া থাকেন।

নন্দনন্দন হরিই শচীনন্দন হইয়াছেন। চৌর্য্যবৃত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় অবশেষে তিনি স্বীয় নিত্যকান্তার ধন ও অপহরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীর কষিত কাঞ্চন দ্যুতি এবং মাদনাখ্য মহাভাবও হরণ করিয়াছেন। এই রূপেই "হরি" শব্দের সম্পূর্ণ সফলতা সম্পাদিত হইয়াছে।

চোর আপনাকে গোপন রাখে। শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমার কাঞ্চন দ্যুতি এবং ভাবের মধ্যে আপনার ইন্দ্রনীলমণি বিনিন্দিত তরুণ তমাল দ্যুতি এবং নিজ (কৃষ্ণ) ভাব গোপনে রাখিয়াছেন। এইবার তিনি বর্ণে ও ভাবে (স্বভাবে)

রাধা হইয়া গিয়াছেন। এইরূপেই তিনি সোণার গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। শ্রীরাধিকা কটীর রক্তবস্ত্র অষ্ট সাত্ত্বিক ও কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব ভূষণ, মুখে হরে কৃষ্ণ নাম বামপদে অগ্রে গমন প্রভৃতি তাই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে প্রকট পাইয়াছে।

"হরি" শব্দে রূপকালঙ্কারও প্রকাশিত হইয়াছে। হরি শব্দের শ্লিষ্টার্থ সিংহ। সিংহ যেমন গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আহার্য্যদানে শাবককে রক্ষা করে, শ্রীচৈতন্য সিংহও তেমনই ভক্তের হৃদয় কন্দরে বাস করিয়া তাহাদিগকে পুত্র সম স্নেহে প্রতিপালন করেন। সিংহ যেমন শাবকের বিপক্ষ হস্তীকে বিনাশ করে, শ্রীচৈতন্য সিংহও ভক্ত বিরোধিকে বিনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার লীলাবতার নৃসিংহাদিরূপে এই ভাবটী দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যরূপে অস্ত্রধারণ করিয়া প্রতিপক্ষকে বিনাশ করিতে হয় নাই। তাঁহার দর্শনেই প্রতিপক্ষ নিজ্জিত হইয়া থাকে। আর মনুষ্য প্রভৃতি বাহিরের প্রতিপক্ষ হইতে অন্তরের কাম ক্রোধাদি এবং অজ্ঞানতা আরও ভয়ানক। ইহারা আমার শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারেই বিনষ্ট হয়।

" সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ দ্বিরদ নাশ যাহার হুঙ্কারে॥ "

" অনর্পিতচরীং " অর্থ পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণরূপে এই প্রেমদান দেখা যায় না। সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন, আর সেই পরিমাণে রাত্রি। ইহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মাত্র একবার অবতীর্ণ হন। অন্য অবতারও প্রেমদান করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজপ্রেম কোন অবতারই দিতে পারেন না। "আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে "।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিতে পারিলে প্রেমের জাতি দিতে পারেন না। তিনি প্রেমের বিষয়রূপে আশ্রয়, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয় নহে। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয় জাতীয় শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে দাস্যাদি জাতি সম্বলিত প্রেম প্রদান করিয়াছেন।

"স্বভক্তি শ্রিয়ং" ইহার অর্থ নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি ব্রজ পরিকরের প্রেমভক্তি রূপ সম্পত্তি। নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তি সম্পত্তি এইরূপ অর্থ হইবে না। ভক্তির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় ভক্ত। সুতরাং ভক্তেরই ভক্তি। ভক্তভাব গ্রহণ করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে প্রেমদান করিয়াছেন। "শ্রিয়ং" শব্দে সর্ব্বোত্তম ব্রজপ্রেম বুঝাইতেছে।

"স্বভক্তি শ্রিয়ং" বলিতে স্বস্যভক্তিশ্রিয়ং অর্থাৎ যে ভক্তের আশ্রয় আপনি এবং স্বস্মিন্ ভক্তি শ্রিয়ং অর্থাৎ যে ভক্তির বিষয় আপনি এই দুই অর্থই হইতে পারে। শ্রীরাধার ভাব গ্রহণে শ্রীগৌরাঙ্গ এইবার প্রেমের বিষয় হইয়াও আশ্রয় হইয়াছেন। এখানে ভক্তি শব্দে রাগানুগীয় সাধনভক্তি। এই ভক্তি প্রচারের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

"উন্নতোজ্জ্বলরসাং" উন্নত শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্চ। উজ্জ্বল বলিতে নির্ম্মল। ব্রজ-জাতীয় অর্থাৎ রাগানুগীয় ভক্তি। রস অর্থে আস্বাদন। এখানে রাগানুগীয় ভক্তি ব্যতীত অন্য ভক্তিকে নিরাকৃত করা হইয়াছে। মহাপ্রভু কেবল মধুর রসই দান করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি ব্রজ জাতীয় দাস্যাদি চারিবিধ ভক্তিই দিয়াছেন।

"শচীনন্দন" শব্দে মাতৃসম স্নেহের অভিব্যক্তি। পিতা হইতেও মাতার স্নেহাধিক্য। পুত্র কর্দ্দমাক্ত হইলে দেহ ধৌত করিয়া পিতা তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। কিন্তু মল মূত্র লিপ্ত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বাৎসল্যরসময়ী জননী তাহাকে স্তন্য প্রদানে অপার আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পাপ পঙ্কিল জীবকেও ব্রজপ্রেমদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মাতৃ সম করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য অবতারে এইরূপ করুণা দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন :—

"সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণানিধি কেহ নাহি আর॥
করুণা কিরণে কলিযুগ হৈল আলা।
ঘুচিল সকল জীবের পাপ মহাজ্বালা॥"

অপার করুণা রসের খনি সর্ব্ব অবতারের মুকুটমণি শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইলে নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের সেবা লাভ হইয়া থাকে, তাই কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোক দ্বারা জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা লাভের আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। নিকুঞ্জ সেবা প্রাপ্তিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপার পূর্ণতম সফলতা। "গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী।"

"অনর্পিতচরীং" শব্দে যাহা অদত্ত তাহাই দিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতিতে কি এই

প্রেম দৃষ্ট হয় নাই ? প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা বলেন, "মহাজনের যেই মত, তাতে হবে অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার" পূর্ব্ব বলিতে জয়দেবাদি। অপর বলিতে শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভৃতি। জয়দেব এই প্রেম কি করিয়া পাইলেন ? মহাপ্রভুর দ্বারা এই প্রেম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে রায় রামানন্দেও এই জাতীয় প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—"রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।"

ইহার উত্তর—চিরাৎ অর্থে বহুকাল। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখা যায় "অহমেব ক্বচিৎ ব্রহ্মণ কলৌ প্রচ্ছন্ন বিগ্রহেত্যাদি। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি প্রচারের জন্য আসিয়া থাকেন ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ বর্ত্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইলেও অনাদি কাল হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতেছে। ইহা না হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার অনাদিত্ব এবং নিত্যত্ব থাকে না। তিনি পূর্ব্বেও এই প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। লীলা অপ্রকটে ব্রজরস বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় আবার বর্ত্তমান কলিতে প্রকটিত হইয়া তিনি ব্রজ প্রেম প্রদান করিয়াছেন।

যদি মাত্র এই কলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকটিত হন, তবে সত্যাদি যুগে শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন চারি যুগে উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গও তেমনই চারিযুগেই উপাস্য বটেন। একই পরতত্ত্ব চারিযুগে উপাসিত হন, মাত্র উপাসনা প্রণালীর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। "কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণোঃ" এই শ্লোকটীই এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্বে "যৎ" এবং পরে "তৎ" শব্দে পরতত্ত্ব যে একবস্তু ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য কলিতে আবির্ভূত হইলেও সত্যাদি যুগে তাঁহার লীলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎ লীলাকে কাল বাধা দিতে পারে না। শ্রীভগবৎ লীলা কালের অতীত। কাল শ্রীভগবানের সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। কাল যেমন অনাদি, শ্রীভগবৎ লীলাও তেমনই অনাদি।

মহারাজ যখন রাজবেশে সিংহাসনে উপবেশন করেন তখন তিনি প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ; তাঁহার মধ্যে তখন দৈন্য দেখা যায় না। কিন্তু সেই মহারাজই কর্ম্ম বিশেষে দীন হীনের বেশ গ্রহণ করেন। বিনয় নম্র বচনে সকলকে ধনাদি দান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবেই দ্বাপর যুগে নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে সকলের নিকট হইতে প্রেম গ্রহণ

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণমহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

করিয়াছেন। তখন তিনি ছিলেন প্রেমের বিষয়। এক্ষণে কলিযুগে সেই তিনিই আশ্রয়রূপে সকলকে অবিচারে প্রেমধন বিলাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম বস্তুর আশ্রয় বলিয়াই তাহার মধ্যে করুণার আধিক্য। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে বৈশিষ্ট্য।

৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন তত্ত্ব ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন:—শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের বিলাসরূপ মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী নামক বিলাস শক্তি। এই হেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ একআত্মা হইলেও অনাদি কাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে দেহভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন অধুনা সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব কান্তি দ্বারা সুবলিত চৈতন্য নামক শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে আমি স্তুতি করি।

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া শ্রীরাধার ভাব কান্তি গ্রহণ করিলেন ?. রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব কান্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"একাত্মানৌ" অর্থে শক্তি ও শক্তিমান (রাধাকৃষ্ণ)অভেদ। এখানে প্রকাশ পাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি যোগে শ্রীচৈতন্য রূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব কান্তি গ্রহণেই শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত মূর্ত্তি বলা হইয়াছে।

৬। শ্রীরাধিকার প্রেম মহিমা কি প্রকার এবং সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা যে আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, আমার সেই মাধুর্য্যই বা কেমন এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় তাহাই বা

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা
নন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোস্তাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

কীদৃশ এই তিনটী বিষয় অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণে শ্রীশচী গর্ভ রূপ দুগ্ধ সমুদ্রে হরি রূপ ইন্দু (শ্রীগৌরাঙ্গ) আবির্ভূত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে। মূল প্রয়োজন অর্থাৎ অবতারের শ্রেষ্ঠতম কারণ। এই শ্লোকটা ভিত্তি করিয়া সমগ্র চরিতামৃত গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে। শ্লোকটীর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলে আর শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিতেপারে না। এই শ্লোকের ভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা আস্বাদন করিতে হইবে। আশ্রয় জাতীয় ভাব অঙ্গীকার না করিলে বিষয়ের মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। এই শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পরব্যোমে চতুর্ব্যূহস্থিত মহাসঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টির অন্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষ এবং অনন্ত, যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরাম আমার আশ্রয় হউন।

কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং গৌর তত্ত্ব যেমন অভিন্ন, বলরাম ও নিত্যানন্দ তত্ত্বও তেমনই অভিন্ন। "নন্দের নন্দন যেই, শচী সুত হল সেই, বলরাম হইল নিতাই।" বলরাম মূল সঙ্কর্ষণ। বহু রূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করার নিমিত্ত তিনি সঙ্কর্ষণাদি মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। নিজ (বলরাম) দেহে তিনি মাত্র কৃষ্ণ লীলার সহায়। কলা শব্দের অর্থ অংশের অংশ।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎ কলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

৮। এই শ্লোক এবং পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে সপ্তম শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। "সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করি চারি শ্লোকে।"

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠলোকে চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ) মধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণ নামে রূপ প্রকাশিত, সেই নিত্যানন্দাখ্য বলরামের শরণাগত হইলাম।

সঙ্কর্ষণ বলরামের একটী রূপ। এই দেহে তিনি বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধাম প্রকাশ করেন।

৯। যিনি মায়ার অধীশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড সমূহের উদ্ভব স্থান, আদিদেব মহাবিষ্ণু নামে যাঁহার এক অংশ কারণার্ণবে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ নামক রামের শরণাগত হইলাম।

কারণতোয়শায়ী মহাসঙ্কর্ষণের অংশ। ইনি প্রথম পুরুষাবতার, মৎস্য কূর্ম্মাদি লীলা অবতারের মূল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। ইনি মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত।

১০। যাঁহার নাভিপদ্ম লোক সকলের আশ্রয় স্বরূপ এবং ব্রহ্মার উদ্ভব স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দাখ্য রামের আমি শরণাগত হইলাম।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ১২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ১৩॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং॥ ১৪॥

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ গর্ভোদশায়ী। উহার নাভিপদ্মই ব্রহ্মার জন্ম স্থান,-ইনি দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

১১। ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী পালন কর্ত্তা ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ, ধরণীধর অনন্ত যাঁহার কলা, সেই নিত্যানন্দাখ্য রামের আমি শরণ লইলাম।

বলরামের অংশ সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণুর অংশ গর্ভোদশায়ী। তাঁহার অংশ ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণু। ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার।

১২। যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার।

সাত হইতে দশ শ্লোকে নিত্যানন্দের তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে ও পর শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

নিত্যানন্দাখ্য বলরামের অংশ মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণুর একটী রূপ অদ্বৈতাচার্য্য।

১৩। যিনি হরির (মহাপ্রভুর) সহিত দ্বৈত ভাব রহিত বলিয়া অদ্বৈত, যিনি ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া আচার্য্য এবং যিনি ভক্ত-রূপে অবতীর্ণ, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

এই স্থানে অদ্বৈত নামের কারণ বলিয়াছেন।

১৪। যিনি প্রথম ভক্ত রূপ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) দ্বিতীয় ভক্ত স্বরূপ (নিত্যানন্দ) তৃতীয় ভক্তাবতার (অদ্বৈতাচার্য্য) চতুর্থ ভক্তাখ্য (শ্রীবাসাদি) এবং পঞ্চম ভক্তশক্তি (গদাধরাদি) এই সেই পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

এই শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্ব সম্বলিত রাধা-ভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গই (ভক্তরূপ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য। চারি তত্ত্ব বাদ দিয়া একক শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন শাস্ত্র সম্মত নহে।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎ সর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ ১৫॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ১৬॥

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চতত্ত্বের অর্চনা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ পূজা হইতে পারে না।

প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ছয়রূপে বিলাস করেন বলিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্ব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই বলা হইল।

১৫। যাহারা জ্ঞানাদি সাধনে অসমর্থ (প্রবৃত্তি রহিত) এই মন্দমতির গতি, আর যাহাদের শ্রীপাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব সেই পরম কৃপালু শ্রীরাধ মদন মোহন জয়যুক্ত হউন।

১৬। পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ মূলে রত্নময় মন্দির মধ্যস্থ রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত এবং সখীগণ দ্বারা পরিসেবিত শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীমান গোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি।

১৭। যিনি সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ রাসরস প্রবর্ত্তক এবং বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত এবং যিনি বেণুনাদে গোপিকাগণের আকর্ষক সেই গোপীনাথ আমাদের মঙ্গল করুন।

চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে যথাক্রমে ইষ্টদেবের প্রণাম, স্মরণ ও নিজের প্রেম সম্পত্তি রূপ কুশল প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে
করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দ
তিন মোর নাথ॥ ১॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরুবৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তু-নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য বিশেষ রূপে দুইত প্রকার॥২।
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ॥৩॥

১। "এই" অর্থ পূর্ব্ব বর্ণিত। তিন ঠাকুর অর্থে মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। "গৌড়িয়াকে" মাধ্বগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণকে। কেবল গৌড়েশ্বর বলিলে মদনমোহন প্রভৃতির নাম থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর মতাবলম্বীগণকে গৌড়ীয়া বলে। ভারতের সর্ব্বত্র এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আছেন।

মদনমোহন এবং মদনগোপাল বহু স্থানে এক অর্থে বলা হইয়াছে। মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবই এই তিন ঠাকুরের অর্চা সেবা করিতেছেন। আত্মসাথ, নিজত্বে অঙ্গীকার। শ্রীসনাতন গোস্বামী মথুরার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের গৃহে মদনমোহন শ্রীরূপগোস্বামী গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীগোবিন্দ এবং মধুপণ্ডিত বংশীবটের সমীপস্থ যোগপীঠে শ্রীগোপীনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবই এই তিন ঠাকুরের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

২। প্রথম শ্লোকে সামান্য দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ। সামান্যের লক্ষণ—"যৎ প্রতিযোগি বিষয়মভিব্যাপ্যাপরবিষয়মভিব্যাপ্নোতি তৎ সামান্যং।" যাহা প্রতিযোগী অর্থাৎ স্ববিষয়কে অধিকার করিয়া অপর বিষয়কেও অধিকার করে, তাহার নাম সামান্য।
"যঃ স্ববিষয়মভিব্যাপ্য তদিতর ন ব্যাপ্নোতি সঃ বিশেষ।" যাহা নিজ বিষয় ব্যাপিয়া অন্য বিষয় অধিকার করে না, তাহার নাম বিশেষ।

৩। চতুর্থ শ্লোকেতে জগতে আশীর্ব্বাদ করি। সর্ব্বত্র কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ মাগিয়ে। এখানে আশীর্ব্বাদ অর্থে প্রার্থনা। কি প্রার্থনা? সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। দ্বিতীয় চরণে প্রার্থনাটী প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই শ্লোকে কহি বাহ্য
অবতার কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি
মূল প্রয়োজন ॥ ৪ ॥

এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে কহি
নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে
পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তু নিরূপণ ॥৫॥

সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র মতে নিরূপণ ॥৬॥
কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয় রূপে
করেন বিলাস ॥ ৭ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥৮॥
* ইহার ব্যাখ্যা ১ম শ্লোকে আছে।
মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁ সবার চরণ আগে
করিয়ে বন্দন ॥ ৯ ॥

৪। সেই শ্লোকে, চতুর্থ শ্লোকে। চতুর্থ শ্লোকে জগতে আশীর্ব্বাদ এবং অবতারের বাহ্য কারণ বলা হইয়াছে। বাহ্য কারণ নাম প্রেম দানাদি। পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, ইহাই মূল কারণ অর্থাৎ অবতারের শ্রেষ্ঠ কথা।

৫। এই চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া তঁহি (তাব) মধ্যেই সমস্ত বস্তু নিরূপণ করিয়াছি। বস্তু নিরূপণ, তত্ত্ব অবধারণ।

৬। শাস্ত্রমতে চৈতন্য কৃষ্ণের নিরূপণ শুন। শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণই ইহা শাস্ত্রেই নিরূপিত হইবে। শাস্ত্র সম্মত মতই গ্রাহ্য। বেদান্তদর্শন বলেন— "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন— "সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য।"

৭। শ্রীকৃষ্ণ গুরুদ্বয় (দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু) ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে বিলাস করেন। ৮। সামান্যে, সাধারণ ভাবে।

৯। মন্ত্র গুরু, দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একাধিক নহে। শিক্ষাগুরুগণ, যাঁহাদের নিকট তত্ত্বাদি শিক্ষা পাওয়া যায়। শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। মধুকর যেমন ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া মধুপান করে, ভক্তও তেমনই নানাভক্তের নিকট ভক্তি তত্ত্বাদি শিক্ষা করেন।

গুরুতে জাতির অপেক্ষা নাই। মাত্র তত্ত্ববিদ কি না ইহাই দেখিতে হইবে।

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসি কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

অবৈষ্ণব গুরু হইতে পারেন না। দৈবাৎ অবৈষ্ণবকে গুরুত্বে বরণ করিয়া থাকিলে আবার বৈষ্ণব গুরু করিতে হইবে।

"অবৈষ্ণব গুরু কভো না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়ে ভজ বৈষ্ণব গোসাঞি॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামি ভক্তি সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"যঃ প্রথমং শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতমিত্যাদ্যুক্ত লক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্ তাদৃশ গুরোশ্চ মৎসরাদিতঃ মহাভাগবত সৎকারোদৌ অনুমতিং ন লভেৎ। স প্রথমতঃ এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয় সঙ্কটাপাতো হি তস্মিন ভবত্যেব। এবমাদিকাভিপ্রায়েণৈব "যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরক ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়মিতি নারদপঞ্চরাত্রে। অতএব দূরতঃ এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরু। বৈষ্ণববিদ্বেষীচেৎ পরিত্যাজ্য এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ইতি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি বচনবিষয়ত্বাৎ।"

যে ব্যক্তি শাস্ত্রদর্শী ভগবদ্ভজনশীল শ্রীগুরুদেব আশ্রয় করে নাই এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞ গুরুদেবের নিকট হইতেও মাৎসর্য্যাদিবশতঃ পরম ভাগবত সেবাদিতে আদেশ প্রাপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রোপদেশের বাহিরে। এই প্রকার জনগণকে লক্ষ্য করিয়া নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত হইয়াছে— যে ন্যায়রহিত বলে এবং যে ন্যায়রহিত বাক্য শ্রবণ করে, সেই গুরুশিষ্য উভয়েই অনন্তকাল নরক ভোগ করে। অতএব এতাদৃশ গুরুকে দূর হইতে সেবা করিবে। বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অপকর্ম্মে নিরত, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান শূন্য উৎপথগামী গুরুর পরিত্যাগ শাস্ত্র-সম্মত। বৈষ্ণবভাব রহিত ব্যক্তি অবৈষ্ণব। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয় ব্রজেৎ" এই প্রমাণ বাক্যই অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁহার নিকট ভক্তি পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করা কর্ত্তব্য। এখানে কুলের বিচার করিলে চলিবে না।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার।
ইহা সবার পদে আগে, করি নমস্কার ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥১০॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যার
মুঞি দাস ॥ ১১ ॥

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥
সাবরণ মহাপ্রভুকে করি নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে
করি সে বিচার ॥১২॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি
তাঁহার প্রকাশ ॥১৩॥

"মহাকুল প্রসূতোপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥"

১০। শ্রীবাস প্রধান ভগবানের যত ভক্ত তাঁহাদিগকে প্রণাম। এখানে প্রধান অর্থে প্রমুখ, প্রভৃতি। অথবা প্রধান অর্থে ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস।

১১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকর্ত্তার দীক্ষাগুরু। এইজন্য তত্ত্বতঃ তিনি বিলাস হইলেও স্বরূপ প্রকাশ বলিয়াছেন।

১২। এই ছয়, প্রথম শ্লোকোক্ত গুর্ব্বাদি ছয়। যৈছে, যেরূপে। অর্থাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই ছয়রূপে বিহার করেন না। যেরূপে বিহার করেন, তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণ গুরু দ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥"

গুরুদ্বয় অর্থে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু অনেককেই করা যায়, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্র বলিয়া কোন মন্ত্র শাস্ত্রে নাই।

১৩। গুরু তত্ত্বতঃ শ্রীচৈতন্যের দাস। কিন্তু দাস হইলেও গুরু বলিয়া আমি তাঁহাকে প্রকাশ রূপে মান্য করি।

শ্রীচৈতন্য ছয় রূপের মধ্যে কি কি রূপে বিলাস করেন তাহাই বলিতেছেন এই পয়ারে গুরু অর্থ দীক্ষাগুরু। শ্রীচৈতন্য প্রকাশ রূপে গুরু হয়েন।

গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোক।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুরিতি ॥১৮॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥১৪॥

১৪। শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। শিক্ষাগুরু দুই প্রকার, অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। উত্তম ভক্তগণই শিক্ষা গুরু।

* "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি চারিটী শ্লোককে চতুঃশ্লোকী বলে। শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তাহার অঙ্গ এই চারিটী পরম তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। এই তত্ত্ব শ্রীভগবান ব্যতীত অন্যের বলিবার ক্ষমতা নাই। ভগবৎ কৃপায় ব্রহ্মা এই সমস্ত জানিয়াছিলেন তৎপর শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে জ্ঞান অর্থে অন্য জ্ঞান (জ্ঞানযোগাদি) নহে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান। বিজ্ঞান সমন্বিত অর্থাৎ অনুভব যুক্ত। রহস্য অর্থ প্রেমভক্তি। অঙ্গ অর্থ সাধন ভক্তি। এই সাধন ভক্তিটী প্রেম ভক্তি রূপা।

প্রেম ভক্তি ব্যতীত স্বরূপতঃ ভগবৎ দর্শন হয় না। ব্রহ্ম-সংহিতায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন— "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি" ভক্তগণ প্রেমনেত্রেই ভগবৎ দর্শন করেন। প্রেম হ্লাদিনীরও সারবস্তু, সুতরাং অতি রহস্য বস্তু সন্দেহ নাই।

ভগবান কহিলেন হে উদ্ধব! আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। আমার হইতে অভিন্ন ইনি আমারই স্বরূপ। অতএব মনুষ্য বুদ্ধিতে কদাচ তাঁহাকে অসূয়া করিবে না, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়। ক

শ্রীগুরুতত্ত্বসম্বন্ধে গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যগণের শাস্ত্রবিচারসিদ্ধ মত এই—গুরু সাক্ষাৎ শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রকাশ, অতএব সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে গুরু কোন অংশেই ভিন্ন নহেন, কিন্তু শাস্ত্র এবং সদাচার মতে শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে কোন অংশে ভিন্ন না হইলেও রাগানুগীয় সাধকবৃন্দ তদীয় জ্ঞানে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দ ॥'

শ্রীভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২৯অ,
৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

গীতা ১০ম অ, ১০ম শ্লোকঃ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥

* যথা ব্রহ্মাণং ভগবান স্বয়মুপদিশ্যানু-
ভাবিতবান।

শ্রীভাগবতে ২য় স্কন্ধে, ৯ম অ
৩০।৩১ শ্লোকৌ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্
যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত
সোহস্ম্যহম্॥

উদ্ধব শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

হে ঈশ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার প্রত্যুপকাররূপ আনৃণ্য লাভ করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা আপনার কৃত উপকারকে স্মরণ করিয়া পরমানন্দে বিভোর হয়েন। উপকার এই—আপনি বাহিরে গুরুরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে (সৎ প্রবৃত্তি দ্বারা) দেহধারীদিগের বিষয়বাসনা নিরাস করিয়া নিজরূপকে প্রকট করেন।

আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া যাহারা প্রীতির সহিত আমার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ (উপায়) প্রদান করি, যে উপায় দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

১। ভক্তশ্রেষ্ঠ—বিবিধ শাস্ত্র এবং যুক্তিতে নিপুণ এতাদৃশ ভক্তিমান্ জনই ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভক্ত পদবাচ্য।

* যথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করিয়া অনুভব করাইয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরম গুহ্য শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, অনুভব, যুক্তি, এবং ভক্তির সাধন তোমাকে বলিতেছি তুমি গ্রহণ কর।

স্বরূপতঃ আমার যে পরিমাণ আকৃতি এবং আমি যে পরিমাণ সত্ত্বাবিশিষ্ট আর আমার গুণকর্ম্ম যেরূপ; আমার অনুগ্রহে এ সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান তোমার হউক।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে
গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥১৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কঃ ২৬অঃ ২৬ শ্লোক

ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কঃ, ২৫অঃ ২২শ্লোক

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদোভবন্তি
হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

১৫। কৃষ্ণ চৈত্ত্য গুরু রূপে জীবে সাক্ষাৎ নাহি। তাতে (সেই জন্য) তিনি মহান্ত স্বরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন। অন্তর্যামীরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা তিনি জীবের উপকার করেন। অন্তর্য্যামী গুরু হইতে হরি কথা প্রভৃতি শ্রবণ করা যায় না, এইজন্য ভক্ত শ্রেষ্ঠ গুরু প্রয়োজন। মহান্ত স্বরূপে, মহৎ বৈষ্ণব রূপে। মহৎ বৈষ্ণবের লক্ষণ—

"শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢনিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ" ॥

চরিতামৃত ইহারই অর্থ করিয়াছেন—

"শাস্ত্র যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম ভক্ত সেই তারয়ে সংসার" ॥

অন্তর্যামী এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ উভয় স্বরূপে জীবের কল্যাণ করেন। মূল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি নবধা ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই মহান্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

"নবধা ভক্তি যুক্তাশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
এতে মহান্তো ধর্ম্মিষ্ঠা ভক্তানাং প্রবরাস্তথা ॥"

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥১৬॥
এই শ্লোক নবম স্কন্ধের, ৪র্থ অঃ ৫১
শ্লোকঃ।
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি ॥

শ্রীভাগবতে ১স্কঃ ১৩ অঃ ৮ শ্লোকঃ।
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং
প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন
গদাভৃতা ॥
সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥১৭॥

১৬। ভক্ত ঈশ্বর স্বরূপ এবং তাঁর (ভগবানের) অধিষ্ঠান। কৃষ্ণের ভক্তের হৃদয়ে সতত বিশ্রাম। সতত বিশ্রাম, শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তও ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ করেন না। অধিষ্ঠান অর্থ অবস্থিতি স্থান। শ্রীভগবান সকলের আশ্রয়, আর ভগবানের আশ্রয় ভক্ত। এখানে ভক্ত মহিমা বলা হইল। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য ভক্তকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণ ভক্তে সঞ্চারিত হয় বলিয়া ভক্তকে ঈশ্বর স্বরূপ বলা হইয়াছে।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন, যেহেতু সাধুরাই উপদেশ দ্বারা মনের ভক্তি প্রতিবন্ধকরী-বাসনা নষ্ট করিয়া দেন।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই:—কেবলমাত্র অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলে কিছু হয় না, কিন্তু সৎসঙ্গেই সকল শুভ লাভ হয়। ইহাই ক্রমসন্দর্ভের ব্যাখ্যা।

কপিলদেব কহিলেন মা! সাধুজনের সহিত সম্মিলন হইলে আমার প্রভাব প্রকাশক যে সকল কথা উত্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন, সেই সকল সেবনে আমাতে আশু অপবর্গানিবর্ত্তক-শ্রদ্ধা, রতি এবং প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য্য এই:—শ্রীভগবৎ কথা স্বভাবতই সুখদায়িকা, তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ পতিতোদ্ধারণাদি চরিত্র শ্রবণ দ্বারা আমিও উদ্ধার পাইব" বলিয়া উহাতে জীবের বিশ্বাস হয়, তাহার পর রতি অর্থাৎ ভাব-ভক্তি এবং পরে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। ইহাই ক্রমসন্দর্ভের ব্যাখ্যা।

১৭। ভগবানের পরিকর ভক্ত—যেমন বৈকুণ্ঠে বিশ্বক্সেন গরুড় প্রভৃতি, ব্রজে পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি।

* ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ অবতার এক গুণাবতার আর ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ১৮
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেত প্রকাশ হয় আরত বিলাস ॥১৯॥

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেহ ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ২০

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্ক: ৬৯ অ: ২য় শ্লোক।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥

১৮। স্বয়ং রূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও বিলাসশক্তি অপেক্ষাও যিনি ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে অংশাবতার কহে। (শ্রীলঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্ব খণ্ডে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং ইত্যাদি" শ্লোক হইতে)।

১৯। প্রকাশ, আবির্ভাব। প্রকাশ ও বিলাস দুইরূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়

২০। মুখ্য প্রকাশ, প্রকাশ কথাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা হইয়াছে। গৌণ প্রকাশের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মুখ্য অর্থ শ্রেষ্ঠ। প্রকাশককে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্য প্রকারের আবির্ভাবকে (বিলাসকে) গৌণ বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান দুর্ব্বাসাকে কহিলেন --সাধুগণ আমার হৃদয়, অর্থাৎ প্রাণতুল্য প্রিয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, আমা ভিন্ন তাঁহারা কিছু জানেন না এবং আমিও তাঁহারা ব্যতিত কিছু জানি না।

বিদুরকে যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার সদৃশ তীর্থস্বরূপ ভাগবত গণের তীর্থপর্য্যটনে কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু তীর্থসকল, পাপীদিগের পাপক্ষালনে মলিন হইলে, হৃদয়স্থ গদাধর ভগবানের দ্বারা ঐ সকল তীর্থ আপনারা পবিত্র করিয়া থাকেন।

ইহাই বড় আশ্চর্য্য যে, ভগবান্ এক শরীরের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক সময়ে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে, ১৮ শ্লোক।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ
ইতীর্য্যত ইতি॥

তথাহি রাসপঞ্চাধ্যায্যাঞ্চ॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো
গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং
মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে
স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি
বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো
নিগদ্যতে॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের নিজ শক্তি হয় এ
তিন প্রকার।
লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥২১॥
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান॥২২॥
স্বয়ং রূপ কৃষ্ণ কায়ব্যূহ তাঁর সম।
ভক্ত সহিত সব তয় আবরণ॥২৩॥

অনেকস্থানে একরূপের যুগপৎ প্রাকট্যকে প্রকাশ বলে, ঐ প্রকাশ সর্ব্বাংশে তাঁহার স্বরূপ, কোন অংশেই তাঁহা হইতে ন্যূন নহেন।

স্বয়ং রূপের যে স্বরূপ, লীলা বিশেষের জন্য ভিন্নাকারে প্রকাশ হয়েন, কিন্তু শক্তি দ্বারা যিনি প্রায়ই মূলরূপের তুল্য, তাঁহাকে বিলাস বলে।

গোপীমণ্ডলে-শোভিত রাসোৎসব প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দুই দুই জনের মধ্যে এরূপভাবে প্রবিষ্ট হইলেন, যে গোপীগণ কৃষ্ণকে স্ব স্ব নিকটস্থ বলিয়া বোধ করিলেন।

২১। পুরে, বৈকুণ্ঠ পুরে এবং দ্বারকাপুরে। আর সভাতে ব্রজে গোপীগণ প্রধান। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ এবং দ্বারকার মহিষীগণ হইতে গোপীগণ শ্রেষ্ঠ।

২২। যাতে (ব্রজে) ব্রজেন্দ্র নন্দন স্বয়ং ভগবান। গোপ মূর্ত্তিই স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ। "স্বয়ং রূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপ মূর্ত্তি।

২৩। কায়ব্যূহ—বলরাম। "একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য-কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়।"

ভক্ত সহিত, শ্রীবাসাদি। সব অদ্বৈতাদি। শ্রীকৃষ্ণের আবরণ নারদাদির ন্যায় শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর আবরণ।

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন॥
এসবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ॥
এক শ্লোকে কহিল সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ
বন্দন॥২৩॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ
সহৃদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার
নিজ কান্তি॥২৪॥

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য-চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মতে দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ কৈল করি
বস্তু-তত্ত্ব দান॥২৫॥

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
বাঞ্ছা এই সব॥২৬॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি
হয় অন্তর্দ্ধান॥২৭॥

২৪। ধাম, কান্তি, তেজ বা প্রভাব।

২৫। যৈছে চন্দ্র সূর্য্য সব অন্ধকার হরিয়া বস্তু প্রকাশিয়া ধর্ম্মের প্রচার করে, এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান তম নাশ করিয়া তত্ত্ব বস্তু দান কৈল।

যেমন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার দূর হয়, ঘট ও পটাদি বস্তু প্রকাশ পায়, স্থাবর জঙ্গম স্ব স্ব স্বভাবানুসারে কার্য্য করে, তেমনই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইয়া জীবের অজ্ঞান তমঃ নাশ করিয়াছেন। তাহাদের কৃপায় জীব তত্ত্ববস্তু পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

২৬। অজ্ঞানান্ধকারকেই কৈতব বলা হইয়াছে। তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাসনা।

২৭। মোক্ষ, সাযুজ্য মুক্তিকে কৈতব শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাহাতে সেব্য সেবকত্ব বুদ্ধি থাকে না। যেখানে সেব্য সেবকত্ব বুদ্ধি নাই, সেখানে কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি থাকিতে পারে না। কৈতব, কপটতা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কঃ ২য় শ্লোকঃ

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধর স্বামি চরণৈঃ।
প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি
কৈতবমিতি চ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥২৮
যাহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥২৯
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ॥৩০॥

[শ্লোক] মহামুনি শ্রীনারায়ণ-বিরচিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে ফলাভিসন্ধি-লক্ষণ কপটতা বর্জ্জিত এবং নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের আচরিত ঈশ্বরারাধনারূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শাস্ত্র পাঠে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী, পরম সুখদ পরমার্থভূত-বস্তু অনায়াসে জানিতে পারা যায়। অন্য শাস্ত্র বা তদুক্ত সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে সত্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায় না। সুকৃতিশালী মানবগণ এই ভাগবত শাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণের ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন।

[শ্লোক] প্র শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিকেও কৈতব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

[শ্লোক] স্বল্পাক্ষরে সারগর্ভ বচনের নাম বাগ্মিতা।

২৮। যত শুভাশুভ কর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির বাধক, সেই জীবের এক অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম। শুভ এবং অশুভ কর্ম্ম মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বাধক অর্থাৎ বিঘ্ন-উৎপাদক। ইহা অজ্ঞানতা।

২৯। এই তমো, ভক্তি বাধক শুভাশুভ কর্ম্ম। তত্ত্বের, শ্রীভগবানের ও তৎ প্রেমাদির।

৩০। প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ নাম সংকীর্ত্তন তত্ত্ববস্তু প্রেমরূপ কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ এবং নাম সংকীর্ত্তন তত্ত্ববস্তু। প্রেমভক্তি প্রয়োজন তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব, এবং নাম সংকীর্ত্তন অভিধেয় তত্ত্ব। তত্ত্ব বস্তু এই তিনটী সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥৩১॥

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥৩২॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥৩৩॥

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তম করে নাশ
এই দুই সূর্য্য-চন্দ্র পরম সদয়।

জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

উক্তঞ্চ।

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞান হবে পাইবে সন্তোষ ॥৩৪॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরস-তত্ত্ব॥

৩১। দুই ভাই গৌর নিত্যানন্দ। গৌর নিত্যানন্দ হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়া দুই ভাগবত (গ্রন্থ ভাগবত এবং ভক্ত ভাগবত) সঙ্গে সাক্ষাৎকার (দেখা) করান। [illegible] ভক্ত দর্শন শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপাসাপেক্ষ। [illegible] যাহাতে যত অধিক আছে, গৌর নিত্যানন্দের কৃপা সেখানেই তত অধিক।

৩২। বড়, শ্রেষ্ঠ। ভাগবত শাস্ত্রকে ভক্ত অপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভাগবত শাস্ত্রে ভ্রম, প্রমাদ ও কপটাদি নাই। ভাগবত শাস্ত্র এবং ভগবান অভিন্ন। ভক্ত এবং ভগবান অভিন্ন হইলেও কনিষ্ঠ ভক্তে কপটতাদি থাকিতে পারে, এই জন্যই ভক্ত হইতে শাস্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

৩৩। দুই ভাগবত দ্বারা ভক্তি রস দিয়া তার প্রেমে তাহার হৃদয়ে বশ হয়। তার অর্থ ভক্তের। তাহার অর্থও ভক্তের। এখানে "তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ" "এবং প্রেমে হয় বশ" এই পর্য্যন্ত পয়ারের অর্থ এই—

গৌর নিত্যানন্দ সাধকের অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব (সাধ্যতত্ত্ব) এবং ভক্তিদান করেন। ভক্তিশাস্ত্র এবং ভক্তের প্রতি প্রীতি শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপায়ই হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্ব-সার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
গুর্ব্বাদি বন্দন মঙ্গলাচরণং নাম
প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

৩৪। অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় এবং শোক, এই পাঁচটীর নাম অজ্ঞানাদি দোষ। স্বরূপের অপ্রকাশের নাম অজ্ঞান, দেহে অহংবুদ্ধির নাম বিপর্য্যাস, ভোগেচ্ছার নাম ভেদ, ভোগ প্রতিঘাতে ভয় এবং ভোগ নাশে 'আমি মরিলাম' এইরূপ বুদ্ধির নাম শোক।

—————:০:—————

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।
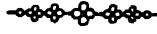
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥১॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণী বিলাসাস্পদং।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধা-স্বর্ধুনী ॥২॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥১॥

তথাহি।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
য আত্মান্তর্যামীপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

প্রঃ পঃ ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। [শ্লোক] অজ্ঞ ব্যক্তিও যাঁহার অনুগ্রহে নানামতরূপ কুম্ভীরাচ্ছন্ন সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্রের পর পারে গমন করে, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি।

২। [শ্লোক] হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা কৃষ্ণ নামের উচ্চ সংকীর্ত্তন, গান এবং নৃত্য ভঙ্গীরূপ পদ্ম রাজিতে পরিশোভিত, যাহা সদ্ভক্ত মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরশ্রেণীর ক্রীড়া স্থান, যাহা শ্রবণ মনোহর অস্ফুট মধুর শব্দে শব্দায়মান, তোমার সেই লীলারূপ অমৃত মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রাঙ্গনে প্রবাহিত হউন।

৩। [শ্লোক] এই শ্লোকের অনুবাদ প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয়শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১। এক্ষণে তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বলিতেছি। এই শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন
বিধেয় চিহ্ন ॥২॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥৩॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥৪॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥
প্রকাশ বিশেষে তেহোঁ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে প্রঃ স্কঃ ১ম অঃ
১১ শ্লোকঃ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে ॥৪॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে
কৃষ্ণের বিশেষ ॥৫॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ
৪৬ শ্লোকঃ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৫॥

অস্যার্থ :—

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি ॥৬
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ
মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥৭॥

২। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিনটী অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী বিধেয়। অনুবাদ এবং বিধেয় কি পরে বলিবেন।

৩। আগে অনুবাদ পরে বিধেয় বলিতে হয়।

৪। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনিই পরতত্ত্ব। তিনি পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ এবং পরম বস্তু।

৫। নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, কেবল জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

৬। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি।

৪। [শ্লোক] পণ্ডিতগণ অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন; সেই তত্ত্বকেই উপনিষদ্‌বেত্তারা ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভেরা পরমাত্মা এবং ভক্তেরা ভগবান্ কহেন। একই পরতত্ত্ব সাধকের সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন।

৫। [শ্লোক] অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বসুধাদি বিভূতির দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অর্থাৎ পূর্ণ অনন্ত এবং অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীভাগবতে ১১ স্কঃ ৬৯ অঃ ৩১ শ্লোক

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ
সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

আত্মা অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ
বিভূতি যে হয় ॥৮॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ
পরকাশে ॥৯॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০অঃ ৪২ শ্লোক

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন
তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন
স্থিতো জগৎ ॥৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্কঃ ১৪অঃ ২৫ শ্লোক

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥৮॥

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ
চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥১০॥

৭। পতি—পালক। ইহা ব্রহ্মার বাক্য।

৮। আত্মা অন্তর্যামী অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

৯। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিত্ব [illegible] প্রকারে অবস্থান সম্ভব হয়? যেমন গগনস্থ এক সূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জীবে পরমাত্মারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

১০। দেবগণ সূর্য্যকে যেমন সাকার রূপে দর্শন করেন, ভক্তিযোগে ভক্তগণ ভগবানকেও তেমনই দর্শন করিয়া থাকেন।

৬। [শ্লোক] উদ্ধব কহিলেন হে ভগবন্! দিগম্বর, ব্রহ্মাভ্যাস শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, শান্ত সন্ন্যাসী এবং নির্ম্মলচেতা মুনিগণ তোমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করেন।

৭। [শ্লোক] হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি এক অংশ দ্বারা পরমাত্মারূপে এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছি।

৮। [শ্লোক] সূর্য্য যেমন নানাদিক্-দেশস্থিত-লোকের চক্ষে বৃক্ষাদির উপরিস্থিত হইয়া নানারূপে প্রতীয়মান হন, সেইরূপ যিনি স্বনির্ম্মিত শরীরিগণের হৃদয়ে নানারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আজ মোহমুক্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম।

জ্ঞান যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব ॥১১॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তার দিয়েত উপমা ॥১২॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ মাত্র আকার বিভেদ ॥
ইঁহোত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্কঃ ১৪অঃ ১৪শ

শ্লোকঃ।

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মা-
স্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি
সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৯॥

অস্যার্থঃ।

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥
ব্রহ্মা বলেন তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥১৩॥
প্রাকৃতা প্রাকৃত সৃষ্টে যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥১৪॥

১১। জ্ঞান ও যোগমার্গে ভজনের ফলে শ্রীভগবৎ দর্শন হয় না। জ্ঞানী ও যোগিগণ শ্রীভগবানকে ব্রহ্ম এবং আত্মারূপে মাত্র অনুভব করেন। দর্শন এবং অনুভবে বিস্তর ভেদ আছে।

১২। শ্রীভগবানের মহিমা জ্ঞান উপাসনা ভেদে হইয়া থাকে। সূর্য্য দূর হইতে নিরাকার রূপে দৃষ্ট হন, কিন্তু নিকটস্থ হইলে সাকার রূপে দেখা যায়। জ্ঞানী এবং যোগী দূরে থাকায় শ্রীভগবানকে নিরাকার রূপে দর্শন করেন। ভক্ত নিকটে থাকায় শ্রীভগবানের অনন্ত মাধুর্য্য পূর্ণ সাকার রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

১৩। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কি নারায়ণ নহ? তুমি দেহধারীগণের আত্মা এবং সাক্ষী।

১৪। প্রাকৃতাপ্রাকৃত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত এবং বৈকুণ্ঠাদি ধাম অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সৃষ্টির কারণ। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্তের মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও মূল। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আত্মা কাজেই তিনি মূল স্বরূপ।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥১৫॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয়-কারণ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥১৬॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম ॥১৭॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
১ মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥১৮॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
২ ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥১৯॥
৩ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টি-জীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥
ইহা সভার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥২০॥

১৫। মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘটের কারণ ও আশ্রয় যেমন পৃথিবী, জীব মাত্রের নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয়ও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ।

১৬। নারের, জীব সমূহের। অয়ন, আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পালন করেন, এইজন্য তিনি আশ্রয়।

১৭। ত্রৈকালিক, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান, মর্ম্ম অভিপ্রায়।

১৮। মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া মায়ী, তত্ত্বতঃ নহে।

১৯। আত্মা, অন্তর্য্যামী, কারণার্ণবশায়ী।

২০। দর্শনাদ্যে, মায়ার প্রতি দৃষ্টি হেতু। কারণাব্ধিশায়ী, গর্ব্ভোদকশায়ী এবং ক্ষিরোদকশায়ী ইঁহাদের সৃষ্টি স্থিতি বিষয়ে সম্বন্ধ ও থাকায় মায়াগন্ধ আছে।

তথাহি। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ১৫শ অঃ ১৬ শ্লোকঃ

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপ্রচক্ষতে ॥১০॥

যদ্যপি এ তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। প্রঃ স্কঃ ১১ অঃ ৩৪ শ্লোক

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥১১॥

সেই তিনের তুমি হও পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয় ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস + তুমি মূল কারণ ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস + এই তত্ত্ব বিবরণ ॥
এই শ্লোকতত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥১২॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইহ মনুষ্য আকার ॥

আছে। এখানে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যোগ থাকাতেই মায়া বলা হইয়াছে। তুরীয়, মায়াতীত, বিশুদ্ধ।

১১। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে পরিভাষার অর্থ করিয়াছেন। "অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষেতি। অথ পরিভাষাচ সকৃদেব পঠ্যতে শাস্ত্রেন ত্বভ্যাসেন।"

পরিভাষা; অনিয়মে, নিয়মকারিণী। নানা প্রকার সন্দেহাকার সমাধানকে পরিভাষা বলে। উহা একবারেই পঠিত হয়, বারম্বার নহে; কিন্তু এই একটি বাক্যে কোটি বাক্য দ্বারা শাসিত হয়। সমস্ত বাক্যের উপরে পরিভাষার অধিকার।

১০। [শ্লোক] বিরাট অর্থাৎ স্থূলদেহ, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ এবং অবিদ্যারূপ কারণদেহ, এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি। এই তিন উপাধি রহিত বস্তুকে তুরীয় বলে।

১১। [শ্লোক] যেমন আত্মাশ্রয়বুদ্ধি আত্মার আনন্দাদি গুণে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হয়েন না, ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

এই মতে নানা রূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে২ ভাগবত পদ্য দক্ষ।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে ॥১২॥

৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রকার॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ॥২২॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা
নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রঃ স্কঃ ৩য় অঃ
২৮ শ্লোক।

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্
স্বয়ং
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃডয়ন্তি
যুগে যুগে ॥১৩॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড়
ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥২৩॥

২২। তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে —"স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ" স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশ অর্থাৎ জীবচৈতন্য অতাদৃশ অর্থাৎ প্রকৃতি লক্ষণজাত।
জড়বস্তু তত্ত্বান্তরের অভাব হেতু শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব। জীব ও জড় বস্তুর স্বয়ং সিদ্ধতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদ রহিত। সর্ব্বাংশে দ্বিতীয় রহিত বলিয়া তিনি অদ্বয়তত্ত্ব। সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ রহিত যে জ্ঞানরূপ তত্ত্ব বস্তু তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

একটি আম্র বৃক্ষের সহিত অন্য আম্র বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা সজাতীয়। আম্র বৃক্ষ এবং কদম্ব বৃক্ষে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়। বৃক্ষের সহিত শাখা প্রশাখাদির যে ভেদ তাহা স্বগত।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান (নারায়ণ) এই তিন রূপে বিহার করেন।

১৩। [শ্লোক] সূত ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহাদের কথা বলা হয় নাই তাঁহারা কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য কৃত ভীত লোক সকলকে যুগে সুখী করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত
ব্যাখ্যান ।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার ।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর
বিচার ॥
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান১ ।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ।

তথাহি শাস্ত্রে ।

অনুবাদমনুক্ত্বাতু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ ।
॥১৪॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ।
আগে অনুবাদ কহি পাছেত বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত ।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যেছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য
পশ্চাত ॥

তৈছে ইহা অবতার সব হৈল জ্ঞাত ।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে
হৈল জ্ঞাত ।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
॥২৪॥

অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য ।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥২৫॥

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈতে অংশী নারায়ণ ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥২৬॥

নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং ভগবান ।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব ।
আর্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
॥২৭॥

২৩। অবতংশ, আদি ।

২৪। তাহার, শ্রীকৃষ্ণের । শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান তাহা অজ্ঞাত ।

২৫। সাধ্য, প্রমাণিত । বাধ্য, অপ্রমাণিত । শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান । ভগবান (নারায়ণ) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ নহে ।

২৬। অংশী, পূর্ণ । যাহা হইতে অংশের প্রকাশ ।

২৭। ভ্রম, অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান । যেমন রজ্জুতে সর্প ও শুক্তিতে রজত । প্রমাদ, অনবধানতা । বিপ্রলিপ্সা, বঞ্চনেচ্ছা । করণাপটিত, ইন্দ্রিয়ের অপুটতা । এই চারিটী দোষ মনুষ্যের আছে কিন্তু বিজ্ঞ ঋষিগণের বাক্যে তাদৃশ দোষ নাই ।

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ ॥২৮॥
যাঁর ভগবত্ত্ব হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥২৯॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥৩০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কঃ
১ম অঃ ২য় শ্লোক।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥১৫॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৩১॥

২৮। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ, প্রাথমিকরূপে বিধেয়াংশ অকথন। অগ্রে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় কথন। বিধেয় বস্তুর উপাদেয়ত্ব বর্ণনা না করিয়া অনুবাদ বিষয়ের বর্ণনা।

২৯। সত্তা, স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই নারায়ণাদি ভগবত্তা।

৩০। সব ভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের, নারায়ণাদির। নারায়ণ কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা কুব্যাখ্যা।

৩১। আশ্রয় বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তই সর্গাদি নব অর্থাৎ নয়টী পদার্থের কথা বলিয়াছেন। যিনি এই নয়টীর উৎপত্তির হেতু তিনিই আশ্রয় বস্তু।

১৫। যেখানে প্রকৃতির গুণপরিণামহেতু পরমেশ্বর কর্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব এবং অহংকারের সৃষ্টির নাম সর্গ। ব্রহ্মাকর্তৃক স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির নাম বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুর সেই সেই মর্যাদা পালনে উৎকর্ষের নাম স্থান। ভক্তানুগ্রহের নাম পোষণ। কর্ম্মবাসনার নাম ঊতি। মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর। হরির অবতার-চরিত এবং তাঁহার ভক্তের কথা আলোচনার নাম ঈশানুকথা। জীব শ্রীভগবানে লয় হওয়ার নাম নিরোধ। জীবের স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে যিনি প্রসিদ্ধ তিনিই আশ্রয় তত্ত্ব এই দশটী পদার্থে ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। এই আশ্রয়তত্ত্ব জ্ঞানার্থে সর্গাদি নয়টীর লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থানে স্তুতির দ্বারা, কোন স্থানে সাক্ষাৎ এবং কোন স্থানে তাৎপর্য্যের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥৩২॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিনোক্তং—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥১৬॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান ।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৩৩॥

"কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ষড়্বিধ বিলাস ।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার ।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার ॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্বভরি ॥৩৪॥

৩২ । স্বর্গাদি নব পদার্থ ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধাম অর্থাৎ সকলের আশ্রয় । প্রলয় কালে সর্গাদি শ্রীকৃষ্ণেতেই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি সকলের বিশ্রাম স্থান ।

৩৩ । কৃষ্ণের স্বরূপ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব । তিনি নারায়ণেরও মূল এই জ্ঞান । শক্তিত্রয়, অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি) বহিরঙ্গা (মায়া) ও তটস্থা (জীবশক্তি) শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে আর তাহাতে অজ্ঞানতা থাকে না ।

৩৪ । ষড়্বিধ বিলাস, প্রাভব ও বৈভব এই দ্বিবিধ প্রকাশ । অংশ ও শক্ত্যাবেশ দ্বিবিধ অবতার এবং বাল্য ও পৌগণ্ড এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম ।

পরাবস্থ হইতে ন্যূন শক্তি প্রকাশের নাম প্রাভব ও বৈভব । প্রাভবে অল্পশক্তি বৈভবে প্রাভব অপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ । অল্প শক্তির বিকাশে অংশ । মহত্তম জীবে যে ভগবানের আবেশ তাহাকে শক্ত্যাবেশ বলে । পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড । পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কিশোর । শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সেই সর্ব্বদা আছেন । অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যেমন অন্যরূপে অবতার করেন, তেমনই মূল কিশোর স্বরূপ হইতে ভাব বিশেষে বাল্য ও পৌগণ্ড রূপের প্রকাশ হয় ।

১৬ । [শ্লোক] যাঁহার শ্রীবিগ্রহ আশ্রিত গণেরও পরম আশ্রয়, এবং যিনি জগতের আশ্রয়, সেই পরমধাম শ্রীকৃষ্ণ দশমস্কন্ধের লক্ষ্য । এই দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ।

এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ ॥৩৫॥

"চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৩৬॥

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ ॥৩৭॥

জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত"।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥৩৮॥

এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥৩৯॥

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥
স্বয় ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥১৭॥

৩৫। এই ছয় রূপে, পূর্ব্বোক্ত প্রাভব ও বৈভবাদি। ইহাতেও অনন্ত ভেদ আছে। যেমন, হংস ও শুক্লাদি প্রভাবের ভেদ। কূর্ম্ম ও হয়গ্রীবাদি বৈভবের ভেদ। মৎস্যাদি অবতারের ভেদ। বাল্য ও পৌগণ্ড প্রভৃতি বয়সের ভেদ। এই অনন্ত ভেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ একরূপ অর্থাৎ মূল শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরই এই সমস্ত ভেদ।

৩৬। চিচ্ছক্তির অন্য দুইটী নাম স্বরূপশক্তি ও অন্তরঙ্গাশক্তি। অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি চিচ্ছক্তি হইতেই প্রকাশিত।

৩৭। মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়াশক্তি হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৮। জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা। জীবশক্তি মূলে এক হইলেও অবস্থা ভেদে অনন্ত। এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য শক্তি

৩৯। এইত স্বরূপগণ, প্রাভবাদির এবং তিন শক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ।

৪০। চালাইতে বলিত অর্থাৎ বিচলিত করিতে।

১৭। [শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ অনাদি এবং সকলের (নারায়ণাদির) আদি। তিনি সর্ব্বকারণেরও কারণ এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥৪০॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা।
সেহোত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী ॥৪১॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥
"কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার" ॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥৪২॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে ॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিচারে ॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥৪৩॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

৪১। অবতারী যাহা হইতে অবতার হয়। অবতারের মূল।

৪২। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একান্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই পয়ারের তাৎপর্য্য।

এই সকল পয়ারের দ্বারা 'লীলাবিষ্ট ভক্তগণেরও এসব সিদ্ধান্ত, অতি মনোভিনিবেশের সহিত শ্রবণাদি করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

৪৩। এখানে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে
যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত
সন্মণীন্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌড়ভক্ত বৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥
তথাহি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ
শচীনন্দনঃ ॥২॥

প্রঃ পরিঃ ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।১

১। পূর্ণ ভগবান ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ও ব্রজের সহিত নিত্য বিহার করেন। গোলোক ও ব্রজে যুগপৎ কৃষ্ণ লীলা করেন ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ রূপ গোলোক। এখানে অপ্রকট লীলার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ রূপ গোলোক ধামে প্রকাশ রূপে আর ব্রজে স্বয়ং রূপে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন।

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য লীলা। চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে গোলোক এবং ব্রজের সমতা। ব্রজধাম পরিপূর্ণ মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত। মাধুর্য্য স্বর্ণমুদ্রা সদৃশ, ঐশ্বর্য্য রজতমুদ্রা সদৃশ। গোলোক ধামে শ্রীকৃষ্ণের কেবল কৈশোর রূপে একবিধ লীলা। আর ব্রজধামের শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা।

যে ক্রীড়া আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না, তাহাকে নিত্য লীলা বলে। অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা হইতেছে, ইহার সমাপ্তি নাই। "এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ"।

১। [শ্লোক] যাঁহার চরণাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকার সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ সন্মণি সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥২॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥

অপ্রকট এবং প্রকটভেদে শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বিবিধ। অপ্রকট লীলা যেমন অনাদি ও নিত্য, প্রকট লীলাও তেমনই বটে। অপ্রকট লীলার মত প্রকট লীলা এক ব্রহ্মাণ্ডে না, এক ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই হইতেছে। তাহা না হইলে প্রকট লীলাকে নিত্য লীলা বলা যাইত না।

২। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে মাত্র একবার অবতীর্ণ হইয়া প্রকট রূপে বিহার করেন। এখানে একটী সুন্দর সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে। এক কল্পে দুইবার প্রকট লীলা হয় না। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন লীলা নহে। ভিন্ন হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা সিদ্ধ হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট লীলা। শ্রীকৃষ্ণ লীলার উৎকর্ষ শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রকটিত। লীলা মাধুর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায়। শ্রীভগবানের প্রধান লক্ষণ দুইটী। তিনি রসিকশেখর এবং পরম করুণ। ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনে তাঁহার রসিকশেখরতা এবং কলিতে প্রেমপ্রদানে তাঁহার করুণা পূর্ণ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবের পরম ভরসা ও আশা শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে কলিহত জীবের উদ্ধারের উপায় ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের যে লীলা তাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাই। এবং শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাহাও শ্রীগৌরাঙ্গলীলাই। দুইলীলার মিলনেই লীলার পরিপূর্ণ মধুরতা।

আর একটী কথাও বুঝিতে হইবে। আমাদের প্রাপ্তি অপ্রকট ধাম। প্রকট লীলার যোগে অপ্রকট লীলায় যাইতে হইবে। গোস্বামী গ্রন্থে ধামের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রীনবদ্বীপ ধামের পৃথক বর্ণনা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনবদ্বীপ ধামও তেমনই অভিন্ন ব্রজমণ্ডল। কাজেই শ্রীনবদ্বীপ ধামকে ব্রজমণ্ডল হইতে ভিন্ন ধাম বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

৩। যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিব এবং চারিভাব ভক্তি দিয়া ভুবন নাচাইব।

নাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। কলিযুগে কোন্ নাম সংকীর্ত্তন করিতে

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইস চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজ ভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি মার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥

হইবে? চারিযুগে শ্রীভগবানের তারকব্রহ্ম নাম চারিটি। কলির তারকব্রহ্ম নাম ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর হরিনাম মহামন্ত্র। অথর্ব্ব বেদান্তর্গত "কলিসন্তারণ উপনিষদে" এই বিষয় মীমাংসা করা হইয়াছে।

নারদ ঋষি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলির জীব কিরূপে উদ্ধার পাইবে? ব্রহ্মা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ মাত্রেই জীবগণ কলিপাপ হইতে মুক্ত হইবে। নারদ বলিলেন সেই নামটী কি? "তন্নাম কিমিতি"।

ব্রহ্মা বলিলেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই কলির পাপ হরণ করে। ইহা হইতে পরতর উপায় আর নাই।

"ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

পুনরায় নারদ বলিলেন, ইহার বিধি কি? কোহস্য বিধিরিতি?
ব্রহ্মা বলিলেন, ইহার কোনই বিধি নাই। "নাস্য বিধিরিতি"।
সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সাযুজ্যতামেতি"।
এই শ্লোকটীর অনুরূপ বাক্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর বাক্য "সর্ব্বকাল বোল ইথে বিধি নাহি আর"।

আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৪র্থ অং ৮ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৩॥

৩য় অঃ ২৪ শ্লোকে ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং
কর্ম্ম চেদহং ।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ
প্রজাঃ ॥৪॥

তত্রৈব ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে
॥৫॥

যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম
দিতে ॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুও মহারাজ বীরহাম্বিরকে অনুরূপ আদেশই দিয়াছেন ।

"আপনাকে সাপরাধ মানি সর্ব্বক্ষণ ।
নিরন্তর করিবে এ নাম সংকীর্ত্তন ॥
এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ ।
হরিনাম মহামন্ত্র কৈলা উপদেশ ॥
পুন রাজা প্রতি কহে মধুর বচনে ।
সদা সাবধান হবে শ্রবণ কীর্ত্তনে " ॥

এই হরিনাম হইতেই দাস্যাদি চারিরসের আস্বাদন হইয়া থাকে। হাট পত্তনে ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন —

"চারি দিকে চারি রস কুটরী ভরিয়া ।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥ "

৩। [শ্লোক] সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, পাপীগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

৪। [শ্লোক] যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে আমাকে আদর্শ করিয়া এই সমস্ত লোক বিনষ্ট হইবে। আর আমিও বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা এবং এই সমস্ত প্রজা নাশের কারণ হইব।

৫। [শ্লোক] শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, কনিষ্ঠ জনও তাহাই

তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে ২৩ অঙ্কে

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৬॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে ॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥৪॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি-রসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥৫॥
ডুভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নাম করণে করিয়াছে নির্ণয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮ অঃ ৯ম শ্লোক।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৭॥

৪। সিংহগ্রীব, শ্রীগৌরাঙ্গের গ্রীবাটী সিংহের ন্যায়।

৫। ভূতগ্রাম, প্রাণীসমূহ। বিশ্ব শব্দ পূর্ব্বক ভৃ ধাতু হইতে বিশ্বম্ভর। ভৃ ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। ভূতগণকে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া নাম বিশ্বম্ভর।

করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া নিরূপণ করেন, কনিষ্ঠ জনও তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

৬। [শ্লোক] পঙ্কজনাভ ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অবতার থাকুন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য এমন কে আছেন, যিনি লতাকেও প্রেমদান করিতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে বৃক্ষ লতাও রোদন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে রোদন, শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ জনিত। শ্রীকৃষ্ণের সংযোগেও বৃক্ষের লতা প্রভৃতি রোদন করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদ গুণের আধিক্য দর্শিত হইল।

৭। [শ্লোক] হে নন্দ! তোমার এই পুত্র প্রতি যুগেই শরীর ধারণ করেন। ইহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটী বর্ণ গত হইয়াছে। ইদানী (দ্বাপর যুগে) ইনি কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা
নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ
রুপলক্ষিতঃ॥৮॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥৬॥

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥৭॥

ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥৮॥

৬। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ। তিনি এই কলিযুগে পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার করিয়াছেন। পীতবর্ণ যুগাবতারের রূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ যুগাবতার নহে, রাধার অঙ্গকান্তিতে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন। যুগাবতার অন্তর্নিহিত আছেন।

৭। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে আপন হস্তে চারি হস্ত হইলে তিনি মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত হন। শ্রীগৌরাঙ্গ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে চারিহস্ত ছিলেন।

৮। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে চারি হাত হইলে ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল বলা হয়। সাড়ে তিন হস্ত হইলেই মহাপুরুষ বলে। মহাপ্রভু আকারে সাড়ে তিন হস্ত হইতেও অধিক। আজানুলম্বিত বাহু বলিয়া মহাপ্রভু চারি হস্ত। ইহা দ্বারা তিনি অলৌকিক মহাপুরুষ ইহাই প্রকাশ হইয়াছে। চারি হস্ত পরিমিত ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল আর দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরুষের যে বর্ণনা আছে, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গে পর্য্যবসিত। রঘুনন্দনের স্মৃতিতেও মহাপুরুষের স্তব দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আকারগত মহাপুরুষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ মাত্র মহাপুরুষ ইহাই তাঁহার তত্ত্ব নহে। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

৮। [শ্লোক] দ্বাপরযুগে ভগবান্ অতসী পুষ্পবৎ শ্যামবর্ণ, পীতবসন, এবং চক্রাদি আয়ুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও কৌস্তুভাদি অলঙ্কারের সহিত অবতীর্ণ হয়েন।

আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল সম নাসা সুধাংশু বদন ॥
শান্ত দান্ত কৃষ্ণ-ভক্তি নিষ্ঠা পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্ব ভূতে সম ॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥৯॥

তথাহি মহাভারতের দানধর্ম্ম সহস্রনামস্তোত্রে।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ ॥৯॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কঃ ৫ম অঃ ২৯ শ্লোক।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০॥

শুন ভাই এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥

৯। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী নাম আদি লীলার। সন্ন্যাসকৃৎ, শমঃ, শান্ত, ও নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণ, এই চারিটী নাম শেষ লীলার।

৯। [শ্লোক] সুন্দর অক্ষর আছে বলিয়া তাহার নাম সুবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন, তাঁহার নাম সুবর্ণবর্ণ। হেমাঙ্গ, যিনি বেদোক্ত হিরণ্ময় পুরুষ। বরাঙ্গ, শ্রেষ্ঠঅঙ্গ। তিনি চন্দনাঙ্গদী ও আহ্লাদজনক কেয়ূরযুক্ত। সন্ন্যাসকৃৎ—যিনি চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন! শম, যাঁহার ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি। শান্ত, কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং তিনি নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ।

১০। [শ্লোক] যিনি অন্তরে উজ্জল নীলমণির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কান্তিতে পীতবর্ণ তাঁহাকে কলিযুগে সুবুদ্ধিগণ, অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত) উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি) এবং পার্ষদের অস্ত্র (হরিনাম) (গদাধরাদির) সহিত সঙ্কীর্ত্তন বহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥
অতএব শ্রীরূপ গোস্বামিনা স্তবমালায়াং
নির্ণীতমস্তি, যথা :—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে
দ্যুতিভরা
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎ
কীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রমজুষাং।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং
নঃ কৃপয়তু॥১১॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি
॥১০॥

জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

তথাহি দ্বিতীয়াষ্টকে ৮ম শ্লোক।

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং
যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি ন হি
প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ
কৃপয়তু॥১২॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

১০। অজ্ঞান তমস্ততি, অজ্ঞান রাশি।

১১। [শ্লোক] কলিযুগে বিদ্বানগণ সংকীর্ত্তনপ্রধান-যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্চ্চনা করেন, যিনি ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামলাঙ্গ হইলেও কান্তিদ্বারা গৌরবর্ণ, এবং পণ্ডিতগণ যাঁহাকে নিখিল পরিব্রাজকদিগেরও উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

১২। [শ্লোক] যাঁহার মন্দহাস্যযুক্ত কৃপাকটাক্ষ সর্ব্ব জগতের শোক হরণ করে, যাঁহার বাক্য আরম্ভেই কুশল পল্লবিত হয়, এবং যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে সকলেই কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত না হইয়া পারে না, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

তথাহি প্রথমাষ্টকে ১ম শ্লোক।
সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রা-মুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥১৩॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব তার উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥

তথাহি শ্রীভাগবতে
"নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্য- ন তবৈব মায়া।" ১৪

অস্যার্থঃ—
জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অঙ্গ তুমি মূল নারায়ণ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দ ময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
শ্রীবাসাদি ভক্ত যত কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥১১॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥১২

১১। বানা, বেশ। শ্রীনিত্যানন্দ-রূপ দর্শনেই পাষণ্ড সকল দলিত হয়। বানা হিন্দি শব্দ। অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারেই পাপ দূরীভূত হয়। বানা শব্দের অর্থ কেহ২ বলেন, চূড়া অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ পাষণ্ড দলনে অগ্রগণ্য। কেহ বানা শব্দের অর্থ করা বলেন।

১২। মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্ত্তন (তারকব্রহ্ম হরিনাম) প্রবর্ত্তক। এই

১৩। [শ্লোক] শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ (শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাসাদি) মনুষ্য দেহ ধারণে পরম প্রীতির সহিত যাঁহার উপাসনা করেন, এবং যিনি স্বরূপ দামোদরাদি নিজভক্তবৃন্দকে বিশুদ্ধ নিজ ভক্তি-পরিপাটী উপদেশ দিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নেত্রপথের পথিক হইবেন?

১৪। [শ্লোক] দ্বিতীয় পঃ ৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্ম সেতু॥১৩॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ৩য় স্কঃ ৯অং
১১শ শ্লোকঃ।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥২১॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
"ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥"
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার সামান্য কারণং নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

—— ··:০: ——

১৩। ধর্ম্মসেতু, ধর্ম্মরক্ষক।

২০। (শ্লোক) ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ মাত্র এক দল তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জলের দ্বারা ভক্তের নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন।

২১। (শ্লোক) হে নাথ! তোমার পথ শাস্ত্রাদি শ্রবণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। তুমি ভক্তিযোগপরিভাবিত ভক্তের হৃদয়পদ্মে বাস করিয়া থাক। ভক্তগণ পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে তোমার যে যে রূপ ধ্যান করেন, তুমি তোমার সেই বপু সদনুগ্রহের নিমিত্ত প্রকাশিত করিয়া থাক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ঃ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা
ব্রজবিলাসিনঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥১॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে
আভাস ॥২॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
"প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥"
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥৩॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥৪॥

১। চতুর্থ শ্লোকের অর্থ তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বলিতেছি।

২। মূল শ্লোকের, পঞ্চম শ্লোকের। আভাস, অভিপ্রায়। পরবর্ত্তী বাক্যের মধ্যগত ভাবকে আভাস বলে।

৩। চতুর্ব্যূহ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চারি ভগবৎ স্বরূপ লইয়া চতুর্ব্যূহ।

৪। লোকেই বৃক্ষ ছেদন করে, কিন্তু যেমন কুঠারকে কর্ত্তা না বলিয়া ব্যক্তিকে বলা যায় তেমন বিষ্ণু অসুর সংহার করিলেও শ্রীকৃষ্ণকেই বলা হয়। পূর্ণাবতার বিষ্ণু দ্বারায়ই কৃষ্ণ অসুর সংহার করেন।

১। বালক অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে শাস্ত্র দেখিয়া ব্রজবিলাসি তদ্রূপের (শ্রীকৃষ্ণের) বিনির্ণয় করিতে পারে।

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥৫॥

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥৬॥

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥৭॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥৮॥

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥" ॥৯॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥১০॥

৫। আনুষঙ্গ, অপ্রধান। মূল, প্রধান। অসুর বধ এবং প্রেমদান গৌণ কারণ, মুখ্য কারণ বলিতেছি।

৬। প্রেম রসের নির্য্যাস অর্থাৎ সার আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি প্রচারই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কারণ।

৭। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম করুণ, এই দুই হেতু [illegible] প্রেমরস আস্বাদন এবং রাগভক্তি প্রচার এই দুইটী ইচ্ছার উদ্গম হয়। তিনি রসিকশেখর এইজন্য প্রেমরস আস্বাদন এবং পরমকরুণ হেতু রাগভক্তি প্রচার করেন।

৮। শিথিল, ক্ষীণ। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভগবৎ বক্ষিতে ভীতি জন্মে। এই সকল কথা অপ্রকট ধামে শ্রীকৃষ্ণের স্বগত চিন্তা।

৯। যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, নিজকে হীন মনে করে, প্রেমবশে আমি তাহার অধীন হই না।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমেরই বশ। "জ্ঞানে, যোগে, কর্ম্মে কভু নহে কৃষ্ণ বশ। [illegible] হেতু এক নাম প্রেমবশ।" শ্রীকৃষ্ণকে বড় এবং নিজকে ছোট মনে করিলে ভীতি আসে। ভীতিতে প্রীতি থাকিতে পারে না। [illegible] হীন ব্যক্তির আমি বশীভূত হই না।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভক্ত আমরাই অধীন। আমার অধীন ব্যক্তির আবার আমি কি করিয়া অধীন হইব?

১০। যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজন করে, আমি তাহাকে ঈশ্বর-রূপেই অনুগ্রহ করি। আর যে ভক্ত আমাকে নিজাধীন জ্ঞানে ভজন করে,

তথাহি শ্রীগীতায়াং ৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥২॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥১১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৮১ অঃ ৩১ শ্লোকঃ—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥৩॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥১২

আমি অধীন ভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সাধকের ভজনানুরূপ [illegible] স্বভাব। এখানে ঐশ্বর্য্যভক্ত এবং মাধুর্য্যভক্তের কথা বলা [illegible]। মাধুর্য্যভক্ত [illegible]। এই রসের ভক্ত একমাত্র [illegible]।

১১। কাহার অধীন হন, তাহাই বলিতেছেন। শুদ্ধরতি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-বিহীন রতি। [illegible] ভাব। যাহারা নিজকে বড় মনে করে, আমাকে সমান ও হীন (ছোট) মনে করিয়া ভাবে, আমি তাহাদের ভাবানুযায়ী অধীন হই। এখানে মাধুর্য্যভক্তের কথা বলিতেছেন। মাধুর্য্যভক্তিই কৃষ্ণ অবতারের সার কথা। বহু জন্মের ভাগ্যেই মাধুর্য্যভক্তিতে মন লাগে।

১২। প্রিয়ার ভর্ৎসন নিয়ত নহে, এইজন্যই বলিয়াছেন "যদি"। ঐশ্বর্য্যের বেদস্তুতিতে শুদ্ধ প্রীতির অভাব। গোপীদের প্রিয়ার ভর্ৎসন বড়ই মধুর। গোবিন্দলীলামৃত বলিতেছেন- "ন তথা [illegible] বেদঃপুরাণাদ্যা-

---

২। [শ্লোক] যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার ভজন মার্গের অনুসরণ করে।

৩। [শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে গোপীগণ! আমার প্রতি নবধা সাধন ভক্তির কোন একটী ভক্তিই সকল ভূতগণের মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়; অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ তাহা অতিশয় কল্যাণকর। উহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥১৩॥

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥১৪॥

স্তথেতরাঃ। যথা তাসাস্তু গোপীনাং ভর্ৎসনং গর্ব্বিতং বচঃ ॥" বেদ পুরাণাদির স্তুতিবাক্য আমার তেমন সুখময় নহে, গোপীগণের ভর্ৎসনা ও গর্ব্বযুক্ত বাক্য যেমন সুখপূর্ণ।

প্রীতির সহিত যাহা করা যায়, তাহাতেই আনন্দ। ঠাকুরদাদা যদি শালা বলেন, কিম্বা কাণ মলিয়া দেন, তাহাতেও আনন্দ। কিন্তু অপ্রীতির সহিত সম্ভ্রম করিলে আনন্দ হয় না। প্রীতিতে পরকে শালা বলিলেও আনন্দ, কিন্তু অপ্রীতিতে শালাকে শালা বলিলেও তাহাতে কষ্টই হয়।

প্রীতির পরিপাকে মানের উদয়। মান-হেতু শ্রীরাধার ভর্ৎসনা বড়ই মধুর। শ্রীরাধা মান করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—

"বের করে দেলো সই শ্যামল সুন্দরে।
আমি হেরব না, হেরব না সই তারে ॥"

শ্রীরাধার এই ভর্ৎসনাটী, "বন্ধু হে কি আর বলিব আমি। জীবনে মরণে জনমে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি।" এই প্রসিদ্ধ অনুরাগগর্ভ প্রার্থনা হইতেও কোটি গুণ মধুর।

১৩। শুদ্ধভক্ত, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীন ভক্ত।

ভাতি, দীপ্তি। বিবিধ ভাতি, নানাবিধ দীপ্তিময়, উজ্জ্বল। আমি শুদ্ধ (মাধুর্য্য) ভক্তগণকে লইয়া অদ্ভুত বিহার করিব।

১৪। বৈকুণ্ঠাদ্যে, বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরি গোলোকে। যে যে লীলা, গোপীগণের শুদ্ধ মাধুর্য্য লীলা। বৈকুণ্ঠাদিতে শুদ্ধ মাধুর্য্য লীলা না থাকিলেও অপ্রকট ব্রজধামে ত এই সমস্ত লীলা আছে! অপ্রকট ব্রজধামে এই সমস্ত লীলা থাকিলেও নাই। প্রকট ব্রজধামে মাধুর্য্যাধিক্য। যুগপৎ মুগ্ধতা এবং সর্ব্বজ্ঞতাই শ্রীভগবৎ চরিত্রে মধুরতা। অপ্রকট লীলায় সর্ব্বজ্ঞতা আছে, মুগ্ধতা নাই। একাধারে যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞতা এবং মুগ্ধতা শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতার, শ্রীনারায়ণ এমন কি অপ্রকট ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। ইহা মাত্র প্রকট ব্রজলীলায়ই দেখা যায়। এইটী যোগমায়ার কার্য্য। যোগমায়ার

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥১৫॥

লোপেও প্রকট লীলার সর্ব্বাধিক মধুরতা। স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রকট লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে। যোগমায়া কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি।

১৫। 'মো বিষয়ে গোপীগণের' এই পয়ার শ্রবণ করিবামাত্রেই বোধ হয় যে অপ্রকট-প্রকাশে গোপীগণের পতিভাব, আর প্রকট প্রকাশে উপপতি ভাব। কিন্তু তাহা নহে। এ বিষয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন— "নম্বু শক্তিশক্তিমদ্ভাবেন বস্তোঃক্ষ্যবন্নিত্যসিদ্ধয়োরনয়োর্নিত্য-দাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বর্য্যাদিতি গৃহাণ। নহ্যেতয়োর্নিয়ামকঃ কোপ্যস্তি, যদ্ভীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ং। ন বা কর্ম্মপারতন্ত্র্যাদৌপপত্যং অকর্ম্মতন্ত্রত্বাভিধানাৎ। ন চ জনমনোনিবেশায়ৈতৎ, 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং' ইত্যাদি বাক্যাৎ তস্মিন্ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াৎ, তন্নিবেশস্য সৌন্দর্য্য-হেতুক এব। নাপ্যুৎকণ্ঠায়াঃ পরিপোষায়ৈতৎ তস্যা নিত্যপুষ্টত্বাৎ, তস্মাৎ পারমৈশ্বর্য্যাদেব তচ্ছক্তিশক্তিমতোঃ দম্পত্যোর্নিগূঢ়ং দাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধী-ভিরবধেয়ম্।"

'অর্থাৎ উভয়ে শক্তি শক্তিমদ্ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য দাম্পত্য পরিত্যাগ করিয়া উপপতি ভাবে আবার কি লীলা?' শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপপতি ভাবে যে লীলা, তাহা পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেহ নিয়ামক নাই, যাহার ভয়ে ইহারা দাম্পত্যে অবস্থান করিবেন। এই ঔপপত্যলীলা কর্ম্মপরতন্ত্রও নহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সকল শাস্ত্রে কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জন-মনোভিনিবেশের নিমিত্তও এই লীলা নহে। তাঁহাদের অপার সৌন্দর্য্যই জন-মনোভিনিবেশের হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠা পোষণের নিমিত্তও এ লীলা নহে, তাঁহাদের উৎকণ্ঠা নিত্যই পুষ্ট আছে। এই সকল কারণে এবং পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন শক্তি ও শক্তিমান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য ও ঔপপত্যভাব সুধীগণ সাবধান হইয়া বিবেচনা করিবেন।

"যত্র কশ্চিত্তাদৃশস্য হরেস্তাভিঃ সহ শৃঙ্গারলীলা তৎপতিভাবেনাস্তু নতূপপতিভাবেন। তেন তস্মিংস্তাসু চ সৌশীল্যপ্রতীপস্য কৌশীল্যস্য প্রসঙ্গাদিত্যাহ, ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসো-ঘাস-গ্রাস-পুষ্টস্তদসৎ। সর্ব্বেশস্যাত্মারামস্য

হরেঃ শৃঙ্গারোৎকর্ষ রসিকস্য সত্যসঙ্কল্পত্বানাদি তৎ সম্পাদনাদিতস্তথাবির্ভূ-তাভিস্তদাত্মভূতাভিস্তদন্যাস্পৃষ্টাভিঃ স্বকান্তি সমাপ্তিঃ সহ লীলায়াং স্বাত্মারাম-ত্বানপায়াৎ।

কেহ বলিয়া থাকেন গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলা পতিভাবেই হইয়া থাকে, উপপতিভাবে নহে। উপপতি ভাবে শৃঙ্গার লীলা হইলে, দুশ্চরিত্রতার প্রসঙ্গ হয়। ইহা সত্য নহে। সর্বেশ্বর, [illegible] শৃঙ্গারোৎ-কর্ষ রসিক, সত্য-সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতে [illegible] সহিত উপপতিভাবে লীলা-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। [illegible] কর্তৃক পরকীয়াভাবে আবির্ভাবিত, নিজস্বরূপভূত, স্বকান্তিময়া এবং পরপুরুষ কর্তৃক অস্পৃষ্ট গোপীগণের সহিত উপপত্য লীলায় কৃষ্ণের আত্মা-রামত্বের হানি হয় না।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রকট লীলায় পরকীয়া আভাস মাত্র বলিয়া, যে স্বকীয়া ভাবে শ্রীরাধামাধবের রস পুষ্টি দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার হার্দ্দা নহে। যেহেতু উজ্জ্বলনীলমণির টিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।" এই সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ব্রজগোপিকাগণের স্বকীয়াভাব শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিপ্রেত নহে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মন রক্ষার্থই তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থেও গোস্বামিপাদ সর্ব্বসম্মতরূপে স্বকীয়ার কথা বলিয়াছেন। ভিতরের উদ্দেশ্য পরকীয়াই। কর্ণানন্দ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। রাধাকুণ্ড তীরে বৈষ্ণবগণ—

* * গ্রন্থ গোপালচম্পু নাম।
সবে মিলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥
আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উচ্ছ্বাস।
অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের আভাস॥
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া।
ভিতরের অর্থ মাত্র কেবল পরকীয়া॥
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া।
বহির্লোকে বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥১৬॥

গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া।
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥
কর্ণানন্দ ৪র্থ নির্য্যাস।

শ্রীরূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পতি ও উপপতি, স্বকীয়া এবং পরকীয়াব কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি উপপতি এবং গোপীগণ যদি পরকীয়া না হন তবে তাঁহার গ্রন্থই ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্রজবধূগণের শ্রীকৃষ্ণ- ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ আর উপপতির কথা নাই। আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী শাস্ত্র এবং শ্রীরূপাদি গুরুবর্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই লিখেন নাই। পরকীয়াবাদ মিথ্যা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অষ্টকালীন স্মরণ মননও ব্যর্থ হইয়া যায়। পরকীয়াবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী বিশেষ কথা। এখানেই সাধন আরম্ভ আর এখানেই শেষ। "করিবেন" ইহা ভবিষ্যৎ বাক্য হইলেও ভগবৎ লীলাকে কাল বাধা দিতে পারে না বলিয়া উপপতি ভাবটী নিত্যই আছে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবৎ লীলাকে কাল বাধা দিতে পারেনা, এই কথাটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

১৬। আমি ব্রজগোপীর প্রেমরস আস্বাদন এবং এই উপায়েই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিব। ভক্তগণই মাত্র ঐই অনুগ্রহ পাইবেন, অভক্তেরা তাহা পাইবেন না।

কল্পবৃক্ষ যেমন তদাশ্রিত জনেরই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও রাগমার্গে ভজনপরায়ণ ভক্তকেই কৃপা করিয়া থাকেন। ইহাতে বৈষম্য হয় না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপার মধ্যে একটু ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র ভক্তকেই কৃপা করেন; অভক্তকে নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত এবং অভক্ত সকলকেই কৃপা করিয়াছেন। ভক্ত হইতেও অভক্তের প্রতি তাঁহার সমধিক কৃপা দৃষ্ট হয়।

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥১৭॥

"অধমেরে যাচিয়াঁ দিলতারে পরমার্থ।
পতিতপাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
এ হেন করুণা বল কোন যুগে আর।
না যাচিতে প্রেম যাচে কোন অবতার॥
এ হেন দয়াল আর নাহি প্রেমদাতা।
কহয়ে লোচন ভজ নবীন বিধাতা॥
যাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥"

"নরোত্তম দাস কহে, গোরা সম কেহ নহে
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥"
"রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল কারে প্রাণে না মারিল
চিত্ত শুদ্ধি করিলা সবার॥"

অপার করুণাময়ী শ্রীরাধারাণীর করুণা মাধুরী শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রে পূর্ণ প্রকটিত। তাই শ্রীগৌরাঙ্গই আমার মত পতিতের প্রধান আশা এবং পরম ভরসা।

১৭। ব্রজবাসীর নির্ম্মল (কামনাহীন) অনুরাগ শ্রবণে ভক্তগণ যেন ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িয়া রাগমার্গে আমাকে ভজনা করে।

এখানে রাগমার্গের ভজনের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ ভজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধর্ম্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত সন্ধ্যা বন্দনাদি। সন্ধ্যা বন্দনাদি যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এমন নহে। শাস্ত্র শাসন ভয়ে এই গুলি আচরণ না করিয়া প্রেমের সহিত এই গুলির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। রাগভক্তিতে বিধি ভক্তির সমস্ত অঙ্গই পালনীয়।

কর্ম্ম বলিতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম। স্বর্গ প্রাপ্তি নিমিত্ত যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ৩৩অঃ ৩৬ শ্লোকঃ

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৪॥

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥১৮॥

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন ॥১৯॥

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥২০॥

১৮। ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ ইত্যাদি—যাহার অকরণে প্রত্যবায় তাহার নাম বিধি। 'ভবেৎ' এই যে ক্রিয়া, ইহার 'বিধি' অর্থে 'লিঙ্' হওয়ায় গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে একাদশ্যাদি ভগবৎব্রত অকরণের ন্যায় প্রত্যবায় ইহাই বুঝাই-তেছে। শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসের লীলা, যাহার তাহার শ্রবণ করা ভাল নহে এইরূপ সিদ্ধান্ত এই পয়ারে নিরাকৃত হইয়াছে। লীলা স্মরণে অধিকারীর বিচার নাই। সকলেরই লীলা স্মরণের সমান অধিকার আছে। এই লীলা শ্রবণই করিবে, আচরণ করিবে না। জীব শ্রীকৃষ্ণ লীলা অনুকরণ করিলে নরকগামী হইবে।

১৯। 'এই বাঞ্ছা'—পূর্ব্বোক্ত রসনির্যাস আস্বাদন। কৃষ্ণ-প্রাকট্যকারণ—কৃষ্ণপ্রাকট্যের মুখ্যকারণ। আনুসঙ্গ, গৌণ।

২০। 'কোন কারণে'—পূর্ব্বোক্ত বাঞ্ছাত্রয় আস্বাদনের নিমিত্ত।

৪। [শ্লোক] শ্রীরাসলীলা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণ রূপ কর্ম কেন করিলেন? তৎশ্রবণে শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবানের ইহা নিন্দিত কর্ম নহে, 'ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই এই প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। এই লীলা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী মাত্রই শ্রীভগবানে শ্রদ্ধান্বিত হন। তাহাতে উজ্জ্বল রসময়ী ভগবল্লীলা সমূহের, মণিমন্ত্রমহৌষধির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি রহিয়াছে। মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুকরণ করিবে না। "ভক্তবৎ নতু কৃষ্ণবদিতি।"

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম স কীর্ত্তন ॥২১॥

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চার।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল স সারে ॥২২॥

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম চারিবিধ ভক্তই আধার ॥২৩॥

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥২৪॥

২১। দুই হেতু, স্বমাধুর্য্যাস্বাদনাদি একটী এবং যুগধর্ম্মকালের মিলন অন্যটী। স্বমাধুর্য্যাস্বাদনাদি অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, শ্রীরাধা-আস্বাদিত স্বমাধুর্য্য এবং এই মাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীরাধার সুখের প্রকার।

২২। সেই দ্বারে, পূর্ব্বোক্ত স্বমাধুর্য্যাস্বাদনাদি এবং যুগধর্ম্ম প্রচার দ্বারা। স্বমাধুর্য্য আস্বাদন স্বয়ং রূপের কার্য্য। যুগধর্ম্ম প্রচার স্বদেহস্থিত বিষ্ণুর কার্য্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেমের সূত্রে হরিনামের হার গাঁথিয়া জগৎবাসীকে পরাইয়াছেন।

"শ্রীগৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজ গুণে গাঁথি নাম চিন্তামণি
জগজ্জনে পরাওল হার ॥"

২৩। ব্রজে শান্ত ভক্তি নাই, সেইজন্য দাস্যাদি ভক্তির কথা বলিয়াছেন। চারিবিধ ভক্ত, দাস, সখা, পিতামাতা এবং প্রেয়সী। চতুর্ব্বিধ ভক্তি আস্বাদনের এই চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার অর্থাৎ পাত্র।

২৪। তটস্থ, তটে থাকার নাম তটস্থ। তটস্থ হইয়া অর্থাৎ কোন রসে মগ্ন না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে শৃঙ্গার (মধুর) রসে মাধুর্য্যাতিশয় ইহা বুঝা যায়। রসমাত্রেই অনন্ত মাধুর্য্য থাকায় ইহার অল্পতা অনুভব হয় না।

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে স্থায়ীভাব লহর্য্যাং ২২ শ্লোক।
যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৫॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥২৫॥

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥২৬॥

২৫। পূর্ব্ব প্লয়ারোক্ত অধিক্ক মধুরতা এবং শ্লোকোক্ত উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষ হেতু শৃঙ্গাররসকে মধুর রস বলা হইল। এই মধুর রসটী স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ। যাঁহারা বিপ্র ও অগ্নি সাক্ষাৎ করিয়া শাস্ত্র বিধানে বিবাহিতা, স্বকীয় পতির আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিতা, তাঁহারা, রুক্মিনী ও সত্যভামা প্রভৃতি, স্বকীয়া নায়িকা। যাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহিতা নহেন এবং ইহলোক পরলোকের অপেক্ষা করেন না, মাত্র অনুরাগে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরকীয়া। শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ পরকীয়া বলিয়া অভিহিত।

অধুনা কেহ কেহ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণকে পরকীয়া বলিয়া স্বীকার করেন না। নায়িকা যখন দুই প্রকার, তখন শ্রীরাধা প্রভৃতিকে পরকীয়া স্বীকার না করিলে পরকীয়াবাদটী একবারেই উঠিয়া যায়। এই পয়ারে দুই প্রকার নায়িকার কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। পরকীয়া না থাকিলে পরকীয়ার কথা বলাও বিড়ম্বনা হইত।

২৬। পরকীয়াভাবে রসের অতিশয় বৃদ্ধি। ব্রজ ভিন্ন ইহার অন্যত্র বসতি নাই। সমগ্র গোস্বামীগ্রন্থ মন্থন করিয়া এই পয়ারটী লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখানে তত্ত্বে পরকীয়া নহে, ভাবে পরকীয়া। এই সমস্ত দুষ্ট কল্পনার কোন কারণ নাই। নিজের ভ্রান্তবুদ্ধির প্রভাবে পয়ার বাক্যের বিরুদ্ধার্থ কখনই সমীচীন নহে।

পরকীয়াভাব সর্ব্বত্রই দূষনীয়; কিন্তু ব্রজে নহে। শ্রীকৃষ্ণ রস বিশেষ আস্বাদনের জন্যই অবতীর্ণ, তাই তাঁহার পক্ষে ইহা নিন্দিত নহে।

৫। [শ্লোক] স্বাভাবিক উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষে উল্লাসময়ী এই দাস্যাদি পঞ্চবিধ রতি, বাসনাভেদে কখনও কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীভগবান দোষ গুণ এবং পাপ পুণ্যের অতীত। তাঁহার কেহ নিয়ন্তা নাই। তিনি সকলের নিয়ামক। সুতরাং পরকীয়ারস আস্বাদন তাঁহার পক্ষে দোষের বিষয় হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণে যদি দোষের আশঙ্কাই করিতে হয়, তবে বৃষাসুর ও তৃণাবর্ত্তাদি বধেও ত তাঁহার দোষ হইয়াছে। কুব্জার সঙ্গে রসবিলাসেও তাঁহার পাপের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কুব্জাতে ত স্বকীয়ার উপরে পরকীয়া ইহা বলা যায় না। আর গোপীগণে স্বকীয়ার উপরে পরকীয়া স্বীকারেও দোষের নিবৃত্তি হয় না। স্বকীয়ার সঙ্গেও ঋতুরক্ষা এবং পুত্রোৎপাদন ব্যতীত বিলাসাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রোৎপাদনের জন্য রাসাদি লীলা করেন নাই। আর এই সমস্ত লীলায় স্পষ্টভাবে কামক্রীড়াই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের স্তনে 'মকরী' প্রভৃতি চিহ্ন অঙ্কনে কৈশোর বয়স এবং কাম সূচনা করিয়াছেন। প্রভাতকালে নন্দীশ্বরে, মধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডে গোপীগণের সঙ্গে রতি বিলাসের কথা শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। আর একটী কথাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণের পাপের আশঙ্কা থাকে, তবে এই পাপের দণ্ডদাতা কেহ আছেন কি না এবং ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মব্যতিক্রম" শ্লোকে স্পষ্টই তাহা বুঝা যায়। আর শুকদেব গোস্বামীও ইহা স্বীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের দোষ ক্ষালন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীতত্ত্বে পূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমরা পরকীয়াভাবে দোষ দর্শন করি। শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীগণের দেহ জড় নহে। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং গোপীগণের দেহও সচ্চিদানন্দময়। কাজেই গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস প্রাকৃত রূপে নহে। তাঁহাদের দেহই যখন প্রাকৃত নহে (অপ্রাকৃত) তখন প্রাকৃত বিলাস হইতে পারে না। উহা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেম বিলাস। শ্রীরাধার দেহ প্রেম দ্বারাই গঠিত। "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত" এই প্রেমময় দেহের সঙ্গে কখনই কামক্রীড়া হইতে পারে না। গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি প্রেমভাবাত্মক ইহা ভাবিলেই আর দোষ দর্শনের অবসর থাকে না।

পরমাত্মারূপে তিনি জীবমাত্রকেই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥২৭॥

যেমন কোন দোষের আশঙ্কা নাই স্বরূপশক্তি গোপীগণের সঙ্গে স্বয়ং রূপে ক্রীড়া করায় তেমনই কোন দোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নায়িকার সঙ্গে বিহার করিলেও তাহা দোষের বিষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রাকৃত নায়িকার দেহও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। কুব্জাই এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত রমণীর সঙ্গে বিহার করিলেও দোষ হয় না। সেই রমণীও পতির পতিকে পাইয়া কৃতার্থা হইয়া থাকেন। শঙ্খচূড় পত্নী তুলসী এই রূপে কৃতার্থা হইয়াছেন।

ব্রজের পরকীয়ার অনন্ত এবং অসাধারণ গুণ। এইজন্যই মাত্র ব্রজে এই রসের উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ অন্যত্র নাই। ব্রজে মাত্র প্রেমেরই লীলা। কামের খেলা সেই চিদানন্দ ধামে থাকিতে পারে না।

এই পয়ারে ব্রজধামে পরকীয়ার কথাই বলিয়াছেন, কাজেই প্রকট লীলায় প্রাতীতিক পরকীয়া অপ্রকটে স্বকীয়া এইরূপও বলা যায় না। ব্রজ বলিতে এখানে প্রকট ও অপ্রকট উভয় স্থানই বুঝাইতেছে।

শ্রীচরিতামৃত সিদ্ধান্ত শাস্ত্র, ইহার উপর পাণ্ডিত্য প্রকাশে হাস্যাস্পদই হইতে হয়। যদি পরকীয়া ভাব নাই থাকে, তবে "পরকীয়া ভাবে" এই বাক্যের কোনই সঙ্গতি থাকে না। ভাবে পরকীয়া, তত্ত্বতঃ পরকীয়া নহে ইহা বলিলে ভাবটা মায়িক হইয়া যায়। ব্রজে মায়ার স্থান নাই। সেখানে যোগমায়ার খেলা। যোগমায়ার ক্রীড়া কখনই মায়িক হইতে পারে না।

২৭। নিরবধি, অবধি রহিত, অসীম, সতত। ব্রজবধূগণের এই পরকীয়া ভাবটা সততই আছে। ইহা মাত্র প্রকট লীলায় নহে। প্রকট এবং অপ্রকট লীলায় অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ব্রজবধূগণের এই পরকীয়া ভাব। যদি এই ভাবটী মাত্র প্রকট লীলায় হয়, তবে এই ভাবের নিত্যত্ব থাকে না।

তার মধ্যে, ব্রজবধূগণের মধ্যে। অবধি সীমা। ব্রজবধূগণের মধ্যে

প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥২৮॥

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২৯॥

চরমসীমাপ্রাপ্ত। সর্ব্বোত্তম মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধায়ই দৃষ্ট হয়।

ভাব অর্থ স্থিতি, ও স্বভাব। ব্রজবধূগণের নিরবধি (প্রকট ও অপ্রকট লীলায়) এই পরকীয়া ভাবেই স্থিতি। ব্রজবধূগণের এই পরকীয়াই স্বভাব অর্থাৎ তাঁহারা নিত্যপরকীয়া। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ আছে। "পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্যাঃপ্রিয়া জনাঃ। প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ং॥"

২৮। প্রৌঢ়—পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত। নির্ম্মল—কামাদি দোষ ও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান বিহীন। ভাব—পরকীয়াভাব। প্রৌঢ় নির্ম্মল পরকীয়া ভাবেই সর্ব্বোত্তম প্রেম। স্বকীয়া অর্থাৎ পরিণীতা রমণী পতিকে প্রীতি করিতে বাধ্য। কাজেই পত্নীর পতি সেবায় প্রেমের পরিচয় পাইবার যায় না। উপপত্নীর যে পরপুরুষে রতি উহা শাস্ত্র শাসনে নহে। ইহার নিয়োজক প্রীতি। এই প্রীতিটাই গোপীগণের মধ্যে দেখা যায়।

এই সর্ব্বোত্তম প্রেমময় পরকীয়া ভাবই কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ। ইহা পরকীয়া হইলেও নির্ম্মল। স্বকীয়ায় কামভাবও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রজগোপীগণের এই পরকীয়াভাবে কামাদি মালিন্য নাই।

২৯। সেই ভাব—শ্রীরাধিকার পরকীয়াভাব। নিজ বাঞ্ছা—স্বমাধুর্য্যা-স্বাদনাদি। গৌরাঙ্গ শ্রীহরি—গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। হরি বলিতে শ্রীকৃষ্ণ। গৌরাঙ্গ শ্রীহরি বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন ইহাই বলা হইল। শ্রীরাধার পরকীয়া ভাবটী মিথ্যা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গেরও রাধাভাবে পরকীয়া ভাবের আস্বাদন মিথ্যা হইয়া যায়।

শ্রীরাধার পরকীয়াভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। যদি শ্রীরাধার এই পরকীয়া ভাবটী মাত্র প্রাতীতিক হইত, তবে শ্রীগৌরাঙ্গ এই মিথ্যা ভাব কখনই গ্রহণ করিতেন না। আর এই ভাবটী মাত্র প্রাতীতিক শাস্ত্রেও এইরূপ প্রমাণ নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যেও শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা এই কথা সমর্থিত হয় নাই।

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্য দেবস্য ১ম স্তবে ২য় শ্লোকঃ—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনো-
পনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশু-
পালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদং ॥৬॥

তথাহি ২য় স্তবে ৩য় শ্লোকঃ

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং
কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং
প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ
কৃপয়তু ॥৭॥

ভাব গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম সংস্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করিব বিবরণ
॥৩০॥

এই পরকীয়া ভাবটী মিথ্যা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজনও মিথ্যা হইয়া [illegible] মহাপ্রভুর আনুগত্যে এই পরকীয়া ভাবেই বৈষ্ণবের ভজন। শ্রীগোবিন্দ [illegible] এবং শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি লীলা গ্রন্থ পরকীয়া ভাবেই বর্ণন [illegible] ছেন। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই সমস্ত লীলা গ্রন্থের অষ্টকালীন [illegible]সারেই ভজন করিয়া থাকেন। সম্প্রদায় গুরু শ্রীরূপ গোস্বামী [illegible] তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আক্ষেপ প্রকাশ [illegible] য়াছেন।

৩০। কৈল—কহিল। শ্রীরাধার পরকীয়াভাব সর্ব্বোত্তম বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। নাম সংকীর্ত্তন প্রচারে কলিযুগের ধর্ম্ম [illegible]ন হইয়াছে। মূলহেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত শ্রীরাধাভাব গ্রহণ [illegible] য়াছেন তাহা আগে—"শ্রীরাধায়া" এই শ্লোকে বিবৃত করিব।

৬। যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা, উপনিষদের একমাত্র গতি [illegible] লক্ষ্য, যিনি মুনিগণের সর্ব্বস্ব ভক্তবৃন্দের ভক্তিমাধুর্য্যস্বরূপ এবং যিনি [illegible] পশুপালিকা পদ্মনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্য-[illegible]ব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?

৭। [শ্লোক] যিনি প্রেমিকা ব্রজাঙ্গনাগণের কোন অনির্ব্বচনীয় মধুররস [illegible]রণ করিয়া, সেই রস আস্বাদনার্থ তদীয় কান্তি বাহিরে প্রকাশ করতঃ স্বীয় [illegible] আবরণ করিয়াছেন, পরমকুতুকী সেই শ্রীচৈতন্যাকৃতি ভগবান আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকারণ।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥৩৪॥

ইহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। এই পয়ারে বুঝা যাইতেছে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব না বুঝিলে শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝা যাইবে না। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্র (শাস্ত্রছাড়া) রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত মহিমা অবগতির উপায় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা কহিবার জন্য পরে শ্রীরাধিকার মহিমা বিশেষ রূপে বর্ণনা করিবেন। শ্রীরাধাতত্ত্ব না বুঝিলে শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বুঝা যাইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত মাধুর্য্য শ্রীরাধাভাব গ্রহণে। শ্রীরাধাভাবাঢ্য (ভক্তরূপ) শ্রীগৌরাঙ্গই বৈষ্ণবের উপাস্য। শ্রীকৃষ্ণ তখনই মদনমোহন, যখন রাধা সঙ্গে থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গও তখনই সুন্দর, যখন, রাধাভাবে তিনি বিভাবিত। এই রাধাভাবটী শ্রীগৌরাঙ্গে নিত্যই লাগিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার সঙ্গে যাহার যে পরিমাণে প্রীতি, তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ।

৩৪। প্রণয় বিকার—প্রীতির বিলাস। ইক্ষুর বিকার চিনি, তাহা হইতে মিশ্রি। ইহা যেমন উত্তরোত্তর স্বাদবিশিষ্ট তেমনই প্রেমোৎকর্ষের চরমাবস্থাকে বিকার বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি এবং হ্লাদিনী শক্তি।

তর্ক হইতে পারে শক্তি অমূর্ত্ত। শ্রীরাধা যখন শক্তি, তখন তাঁহার মূর্ত্তি কি করিয়া স্বীকার করা যায়? শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন থাকিলে সেই শক্তির মূর্ত্তি থাকে না, ইহা সত্যই। কিন্তু শ্রীরাধিকা স্বরূপশক্তি, তাঁহার মূর্ত্তি আছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নিত্য আছেন। আর এইজন্যই (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তাহা না হইলে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। একে অন্যের ভাব গ্রহণ সম্ভাবিত হইতে পারে না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হওয়ায় কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্বতা অনুভবে শ্রীকৃষ্ণ বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের পক্ষপাতী। কিন্তু এই পয়ারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই ছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিয়া

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ
আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের
পোষণ ॥৩৫॥

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি
মানি ॥৩৬॥

ভজনে অধিক হন নাই। তবে শ্রীরাধাভাব গ্রহণে শ্রীগৌরাঙ্গের বিচিত্র চমৎকারাতিশয় অবশ্যই আছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। যাহারা শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করেন না, তাহারা এই মাধুর্য্য আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

ভগবৎ সন্দর্ভে শক্তি সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা দেখা যায়। "তত্র তাসাং কেবল শক্তি মাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্মেন স্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপিজ্ঞেয়মিতি ॥"

কেবল শক্তি মাত্রে অমূর্ত্ত। সেই হ্লাদিনী প্রভৃতি রূপে শক্তির ঐক্যরূপে স্থিতি। আর অধিষ্ঠাত্রী রূপে তাঁহারা মূর্ত্তিমতী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আবরণ স্বরূপ। এইরূপে তাঁহাদের দুইরূপে (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) স্থিতি।

শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন।

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা আহ্লাদিত হয়েন এবং ভক্তগণকে আহ্লাদিত করেন, তাঁহার নাম হ্লাদিনী। "কৃষ্ণেরে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।

৩৬। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ যে জড় নহে, সচ্চিদানন্দময় তাহাই বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের হস্ত, পদ, নখ প্রভৃতি সমস্তই আনন্দময়। "আনন্দ মাত্র করপাদ নখোদরাদি সর্ব্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা।"

চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তি। জড়রূপা মায়াশক্তি, চিৎ ও জড় সম্মিলিত জীবশক্তি। এই দুইয়ের অতিরিক্ত যে চৈতন্যরূপিনী শক্তি তিনিই চিচ্ছক্তি।

'সন্ধিনী' ভগবান্ সত্বা রূপ হইয়াও, যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং সত্তা ধারণ করেন এবং পরকে ধারণ করান, তাহার নাম সন্ধিনী।

'সম্বিৎ' ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়া, যে শক্তিদ্বারা আপনি জানেন এবং পরকে জানান, তাহার নাম সম্বিৎ।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে
১২ অঃ ৬৯ শ্লোকঃ—

দিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা
সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে ॥৯॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে
তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ-
ধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥১০॥

কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥৩৮॥

৩৭। শুদ্ধ সত্ত্ব — জড়াংশ বর্জিত, চেতন স্বরূপ। যে চিচ্ছক্তি বৃত্তি বিশেষ দ্বারায় স্বরূপ এবং স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবৎ সত্ত্বে অন্য কোন গুণ মিশ্রিত না থাকায় তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা স্থান প্রভৃতি সন্ধিনী শক্তি হইতে প্রকাশিত হয়েন।

৩৮। 'কৃষ্ণ ভগবত্তা' — কৃষ্ণের ভগবত্তা — ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতা। 'জ্ঞান'—অনুভূতি। 'সম্বিতের'—সম্বিৎ শক্তির। কৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান সম্বিত শক্তিতেই হয়।

যেমন শত মুদ্রার মধ্যে একটি বা দুইটি মুদ্রা থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণের

৯। [শ্লোক] হে ভগবান্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ, এই তিন মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপভূত শক্তি, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত শক্তি তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তদুভয় মিশ্রা রাজসী, এই ত্রিগুণা প্রকৃতি প্রাকৃত গুণ বিহীন তোমার মধ্যে নাই। মায়িক সত্ত্বাদির মধ্যে সত্ত্বগুণে অর্দ্ধেক সত্ত্ব, একপাদ রজ ও একপাদ তম থাকে। রজ ও তমগুণে ও এইরূপ অর্দ্ধেক রজ ও তম আর অর্দ্ধেক অন্য দুই গুণ। ইহাকে গুণত্রয়ের ত্রৈগুণীকরণ বলে।

১০। [শ্লোক] বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। উহা অনাবৃত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন মানসে বাসুদেবকে চিন্তা করিতেছি।

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব। [illegible] চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥৩৯॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥৪০॥
কৃষ্ণের নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥৪১॥

তথাহি-উজ্জ্বলনীলমণৌ

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥১১॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
[illegible] নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥১২॥

ভগবত্তা জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানাদি সমস্তই অন্তর্ভূত আছে। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বলিতে পরমাত্মাকেও বুঝাইতেছে। পরিবার পোষ্য, অন্তর্গত।

৩৯। প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকারে সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন যে ভক্তি, তাঁহার নবম ভূমিকা প্রেম, প্রেমের পরমোৎকর্ষ অবস্থার নাম ভাব অর্থাৎ সেই প্রেমের সপ্তম ভূমিকা।

অনুরাগের পরকাষ্ঠার নাম ভাব। ভাবের [illegible] চরম সীমা) 'মহাভাব'। এই মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণেরও [illegible] দুর্ল্লভ। ইহা একমাত্র শ্রীব্রজদেবী [illegible]

৪০। মহাভাব [illegible] মূর্ত্তিটী মহাভাব স্বরূপিণী। গোপীগণের মধ্যে [illegible]

৪১। শ্রী[illegible] পরিপূরিত। প্রেমই [illegible] ইহাই পয়ারের তাৎপর্য্য। শ্রী[illegible]

১১। [শ্লোক] [illegible] মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠ। ইঁনি মহাভাব [illegible] স্বরূপা। মাদনাখ্য ভাব শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যত্র নাই। অন্যান্য ব্রজ[illegible]গণ মোহনাখ্য ভাব স্বরূপিনী।

১২। [শ্লোক] পরম প্রেমময় উজ্জ্বল রসে প্রতিভাবিত, সেই হ্লাদিনী-শক্তি রূপা প্রিয়াগণের সহিত নিখিল গোলোকবাসীগণের এবং অন্যের আত্মস্বরূপ যিনি গোলোকে বাস করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের
বিস্তার॥৪২॥
লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশ বিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর তভি॥৪৩॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ॥৪৪॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা স্বাদে
॥৪৫॥

তাঁহার দেহ এবং প্রেম একবস্তু। তাই দেহের সহিত যে রমণ তাহা প্রেমের সহিতই রমণ ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি।

৪২। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন মৎস্যাদি অবতার হয়েন, তেমনই শ্রীরাধিকা হইতেও মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ এবং ব্রজদেবীগণ (তিনগণ) আবির্ভূত হন। অবতারের মূল শ্রীকৃষ্ণ। আর কান্তাগণের মূল শ্রীরাধিকা।

৪৩। অংশ বিভূতি,—বৈভবাংশ অর্থাৎ বিলাস।

'বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ' —'বিম্ব'—দেহ। 'প্রতিবিম্ব'—প্রতিচ্ছবি।

লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব বিলাসের অংশ আর মহিষীগণ বৈভব বিলাস স্বরূপ।

৪৪। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমনাথ নারায়ণ ; সেইরূপ নারায়ণের কান্তা শ্রীলক্ষ্মীও শ্রীরাধিকার বিলাস। অন্যত্রের লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকারবিলাস লক্ষ্মীর অংশ।

৪৫। 'কায়ব্যূহ'--একশরীরির বহুতর শরীর প্রকট করার নাম কায়ব্যূহ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রূপ। কায়ব্যূহের দেহ একরূপ থাকে কিন্তু রস বৃদ্ধির কারণ, ব্রজদেবীগণের আকার ও স্বভাবের ভেদ আছে।

'তার মধ্যে'—বহুকান্তার মধ্যে 'নানাভাব রস ভেদে'—স্বপক্ষ বিপক্ষ সুহৃদপক্ষ ও তটস্থ পক্ষ প্রভৃতি ভাব ভেদে ও রসভেদে।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা শিরোমণি ॥

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥১৩॥

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজার বসতি নগরী ॥৪৬॥

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥৪৭॥

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

(তথাহি শ্রীদশমে ৩০ অঃ ২৪ শ্লোকঃ—)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো
যামনয়দ্রহঃ ॥১৪॥

শ্রীরাধিকা নানা ভাবেই কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিয়া হ্লাদিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

৪৬। এই পয়ারে শ্লোকের অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া ও আরাধনার নগরী স্বরূপ, বাস স্থান। নানা প্রকার লোক যেখানে বাস করে, তাহাকে নগরী বলে। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্বভাবাদি বিশিষ্ট শ্রীরাধার কায়ব্যূহ সদৃশ গোপীগণের সঙ্গে বিলাসাদি করেন, ইহাই পয়ারের ভাবার্থ। দিব্ ধাতু হইতে দেবী। দিব ধাতুর অর্থ দ্যুতি। এইজন্যই বলিয়াছেন— "দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।"

৪৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যেমন প্রেমরসময়, তাঁহার শক্তিও তেমনই প্রেমরসময়ী। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে জড়ভাব নাই।

১৩। [শ্লোক] শ্রীরাধিকা দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীগণের মূল, সর্ব্বকান্তি এবং সকলের মোহনকারিণী।

১৪। [শ্লোক] রাস লীলায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া বলিলেন; 'ইনি নিশ্চয় সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বাভিষ্টপ্রদানসমর্থ হরিকে আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। এইজন্যই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীগোবিন্দ ইঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছেন। 'অনয়ারাধিতঃ' এই বাক্যের অর্থ হরিকে যিনি আরাধনা করেন, তাঁহার নাম রাধিকা।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

সোঽপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্মধু-
সূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ
॥১৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ
বিভাগে বিভাব লহর্য্যাং ১১৫ শ্লোকঃ

বাচা সূচিত শর্ব্বরী রতিকলা
প্রাগল্ভয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে
সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্য
পারংগতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জেবিহারং হরিঃ॥১৬॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ৭ম অঙ্কে
৫ম শ্লোকঃ।

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং
মধুরাক্ষিরাধিকাচ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্ত
বিশেষতস্তদাত্র॥১৭॥

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্ব্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে "আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল

১৫। [শ্লোক] জগতের অমঙ্গলহারী শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়স সফল করিবার নিমিত্ত স্ত্রীরত্ন সমূহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া শরৎকালীন যামিনীতে বিহার করিয়াছিলেন।

১৬। [শ্লোক] দূতী কহিতেছেন,—অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদি সখীগণের অগ্রে শ্রীরাধিকাকে উপবেশন করাইয়া যখন বেশ বিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়, বক্রোক্তিযোগে রতি-বৈদগ্ধী বিষয়ে শ্রীরাধিকা যে প্রগলভতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করায় শ্রীরাধিকা লজ্জায় নয়ন কুঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ না মানিয়া তাঁহার বক্ষোরুহ যুগলে মকরী-চিত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারা কৈশোর বয়সকে সফল করিলেন।

১৭। [শ্লোক] বৃন্দার মুখে শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জকেলিমাধুরী শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন, হে মধুবনয়নি বৃন্দে! এই মথুরামণ্ডলে যদি [illegible] অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সমগ্র [illegible] বিফল হইত।

যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭৭ শ্লোকঃ—

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥১৮॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ।
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥৫৭॥
রাধা প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥৫৮॥
যাহা হইতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥৫৯॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥৬০॥

৫৭। 'বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়'—সর্ব্বব্যাপী হইয়াও মাতৃক্রোড়স্থিত, আপ্তকাম হইয়াও, স্তন্যার্থে রোদন। স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমপরতন্ত্র ইত্যাদি। শ্রীরাধিকার প্রেমও বিরুদ্ধধর্ম্মময়। ইহা বিভু হইয়াও নিয়ত বৃদ্ধি পায়।

৫৮। 'বিভু'—ব্যাপক। বিভু বস্তু বাড়িতে পারে না; কিন্তু শ্রীরাধা-প্রেম বিভু হইয়াও নিত্যই বৃদ্ধি পায়। ইহা রাধা প্রেমের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

৫৯। শ্রীরাধা প্রেম সর্ব্বোত্তম হইয়াও গৌরব বর্জ্জিত, ইহাও বিরুদ্ধধর্ম্ম।

৬০। শ্রীরাধাপ্রেম সুনির্ম্মল হইয়াও বাম্য এবং বক্র ব্যবহারে পরিপূর্ণ। এই সমস্তই প্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বের প্রমাণ।

১৮। [শ্লোক] শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সখি বৃন্দে! কোথা হইতে আসিলে? বৃন্দা কহিলেন, কৃষ্ণের পাদমূল হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধা কহিলেন, তিনি কোথায়? বৃন্দা কহিলেন, রাধাকুণ্ডারণ্যে। শ্রীরাধিকা কহিলেন সেখানে; তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন, নৃত্যশিক্ষা। শ্রীরাধা কহিলেন, তাঁহার গুরু কে? বৃন্দা কহিলেন, প্রতি তরুলতা, এবং দিগ্‌বিদিক স্ফুরিত প্রতি তরুলতায় তোমার মূর্ত্তি প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় গুরু হইয়া কৃষ্ণকে নাচাইয়া ভ্রমণ করাইতেছে।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং ২য় শ্লোকঃ—
বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং গুরুরপি
গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ॥
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি
মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥১২॥

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়
॥৬১॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের
আহ্লাদ ॥৬২॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥৬৩॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম-কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধকধকি॥

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
"অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণেক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে
অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি
হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি

৬১। যিনি প্রেম করেন, তিনি প্রেমের আশ্রয়। যাহাকে প্রেম করা হয়, তিনি প্রেমের বিষয়।

৬২। আশ্রয়ের—শ্রীরাধিকার।
'আশ্রয় জাতীয় সুখ'—শ্রীরাধিকার যে জাতীয় সুখ।

৬৩। এই পয়ারে শ্রীভগবান হইতেও ভক্তের [illegible] অভিব্যক্ত হইয়াছে।

১২। [শ্লোক] যাহা সর্ব্বব্যাপক হইয়াও [illegible] বর্দ্ধনশীল, গুরু অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট হইয়াও গৌরবচর্য্যা বিহীন, এবং মুহুর্মুহুঃ বক্রভাব ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা সরল, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনুরাগ জয়যুক্ত হউন।

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"

তথাহি ললিতমাধবে ৮ম অঙ্কে
৩২ শ্লোকঃ।

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥
॥২০॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥৬৪॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
৮২ অঃ ১০ শ্লোকঃ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥২১॥

৬৪। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের সর্বাতিশয়ত্ব এবং চমৎকারিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য যাবদীয় নরনারীকে ত চঞ্চল করেই, নিজেকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া থাকে। এই চঞ্চলতা কামভাবে নহে, প্রেমভাবে। কামভাবে হইলে পুরুষ চঞ্চল হইতেন না। গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণেই এই মাধুর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

২০। [শ্লোক] নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে কহিলেন, আমার চমৎকারকারী অনির্বচনীয় মাধুর্য্যপূর স্ফুরিত হইতেছে। যাহা দেখিয়া লুব্ধহৃদয়ে শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি নিজকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

২১। [শ্লোক] গোপিকাগণ যাহার দর্শনকালে দর্শনবিঘ্নকারী নিমেষ সৃষ্টিকারী বিধাতাকে অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল পরে কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া, নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়া, আলিঙ্গন পূর্বক নিত্য সংযোগবতী শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্য ভাব (কৃষ্ণতাদাত্ম্য) লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অঃ
১৫ শ্লোকঃ—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং
কুটিলকুন্তল শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২২॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥২৩॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০ম স্কঃ ৪৪ অঃ
১৩ শ্লোকঃ—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥২৪॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥৬৫॥

৬৫। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্যের কথা শ্রবণ করিলে চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হইয়া থাকে। শুনিলেই হয়।

২২। [শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্তর্হিত হইলে গোপিকাগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যখন দিবাভাগে কাননে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে এক ত্রুটীমাত্র কাল এক যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তোমার কুটিল কুন্তল শোভিত শ্রীমুখ দর্শনকারিদিগের নয়নের নিমেষ ব্যবধানকারক পক্ষ্ম নির্ম্মাতা বিধাতা নিশ্চয়ই জড়।

২৩। [শ্লোক] শ্রীব্রজদেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে কেহ কহিলেন, হে সখীগণ! ব্রজেন্দ্রনন্দন যুগল অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বয়স্যগণের সহিত পশু চারণ করিতে বনে প্রবেশ করেন, সেই সময় যাহারা তাহাদের বেণু সেবিত স্নিগ্ধ কটাক্ষযুক্ত বদন, নিরীক্ষণ করেন, তাহারাই চক্ষু ধারণের ফল লাভ করিয়াছেন।

২৪। [শ্লোক] রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরানাগরীগণ পরস্পর কহিলেন, গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যা করিয়াছিল, তাঁহারা লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ, অনন্য সিদ্ধ, অভিনব এবং মহৈশ্বর্য্য ও যশের একান্ত আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ নিরন্তর নয়নের দ্বারা পান করিয়া থাকে।

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে লোভ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কহে অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥
গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥৬৬॥

তথাহি গৌতমীয় তন্ত্রে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥২৫॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য এ প্রেম মহাবল॥
'লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥'
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥

৬৬। রূঢ় ভাব হইতেও অনির্ব্বচনীয় অনুভব প্রাপ্ত ভাবকে অধিরূঢ় ভাব বলে। গোপীগণের কৃষ্ণ প্রীতি কাম নহে। কাম হইলে ইহা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইত না।

অধিরূঢ়ভাব শ্রীগোপীগণ ব্যতীত অন্যত্র নাই। এমন কি মহিষী শ্রীরুক্মিণ্যাদিতেও ইহা দুর্ল্লভ। গোপীগণের কায়িক চেষ্টাদি কামের আকারে প্রকাশিত হইলেও কাম নহে। ফলতঃ তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম।

'স্বরূপে বিলক্ষণ'—আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপ। লোহা এবং সোনা আকৃতি এবং স্বভাবে একরূপ নহে। দুইটির দুইরূপ ধর্ম্ম।

[শ্লোক] শ্রীব্রজবধূগণের প্রেমই কামনামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা কাম নহে। এই নিমিত্ত উদ্ধবাদি ভগবৎপরায়ণ মহানুভবগণ এতাদৃশ কাম (প্রেম) প্রার্থনা করেন। ॥২৫॥

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥৬৭॥

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কঃ ৩১ অঃ
১৯ শ্লোকঃ

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২৬॥

আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥৬৮॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥৬৯॥

তথাহি দশম স্কন্ধে ৩২ অঃ ২০ শ্লোকঃ
এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদ

৬৭। বহুত অন্তর—অনেক ব্যবধান। কাম অত্যন্ত অন্ধকার সদৃশ। আর প্রেম সূর্য্যতুল্য। যেখানে অন্ধকার সেখানে আলোর অভাব। আর যেখানে নির্ম্মল সূর্য্য সেখানে অন্ধকার নাই। এইরূপ যেখানে কাম (অন্ধকার) সেখানে প্রেম (সূর্য্য) নাই। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকে না, প্রেমোদয়েও তেমন কাম থাকিতে পারে না। কামুক ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমের অভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে। প্রেমিকের হৃদয়ে কামের প্রভাব নাই। যে হৃদয়ে কামের যতটুকু প্রভাব, সে হৃদয়ে প্রেমের ততটুকু অভাব বুঝিতে হইবে। ভক্তি অঙ্গ যাজন আছে, কিন্তু কাম যাইতেছেনা, এমন স্থলে বুঝিতে হইবে ভজনের মধ্যে কোন ত্রুটী আছে। নিরন্তর ভক্ত সঙ্গ এবং ভক্তি গ্রন্থের অনুশীলনই কাম দমনের শ্রেষ্ঠতম উপায়। শ্রী[illegible] এ ক্ষেত্রে পরম ভরসা।

৬৮। চেষ্টা—কায়িক ব্যাপার। মনোব্যবহার, মানসিক চিন্তা।

৬৯। শুদ্ধ—স্বসুখ বিহীন। গোপীগণের নিজ সুখ চিন্তা নাই।

[শ্লোক] রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপিকাগণ কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়! আমরা তোমার যে সুকোমল চরণারবিন্দ ব্যথা লাগিবে বলিয়া আমাদের কঠিন স্তনযুগলে ধীরে ধীরে ধারণ করি, তুমি সেই চরণদ্বারা অটবী ভ্রমণ করিতেছ। তোমার চরণ কঙ্করাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে, ইহা ভাবিয়া আমরা দুঃখ পাইতেছি। ॥২৬॥

স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২৭॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহং ॥২৮॥

এই পরিচ্ছেদের ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০ম স্কঃ ৩২ অঃ
২২ শ্লোকঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥২৯॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ
প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥

এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি
সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়
প্রেমভাজনং ॥৩০॥

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অবলাগণ! তোমরা আমার জন্য লোক ও বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি তোমাদিগের নিরন্তর ধ্যান প্রবাহ সম্পাদন ও প্রেমালাপ শ্রবণের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অতএব আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। ॥২৭॥

[শ্লোক] হে গোপিকাগণ! তোমাদিগের সংযোগ নির্দ্দোষ। তোমার দুশ্ছেদ্য গৃহ-শৃঙ্খল সম্যক ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। তোমাদিগের সাধুকৃত্য দেব-পরিমাণে আয়ু লাভ করিয়াও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদিগের সৌশীলোই তাহার প্রতিদান সাধক। ॥২৯॥

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! যে গোপীকাগণ আপন অঙ্গ আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, সেই অঙ্গ আভরণাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, সেই গোপিকাগণ ভিন্ন আমার আর নিগূঢ় প্রেম ভাজন নাই। ॥৩০॥

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা
বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা
বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥

যথোক্তং শ্রীরূপ গোস্বামিনা
স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে ৮ম শ্লোকঃ—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিব-
ভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ
স্তনস্তবক সঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ
কেশবম্॥৩১॥

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন।
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥৭০॥

৭০। যে প্রকারে গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন, তাহার আর একটী স্বাভাবিক চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষণ আছে। গোপীপ্রেম কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি সাধন করে। আবার কৃষ্ণ মাধুর্য্যও গোপীগণের প্রেমকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। শ্রীরাধিকার প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উভয়ই পূর্ণ। ইহা বাড়িবার অবকাশ নাই। তথাপি বৃদ্ধিরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। ইহজগতেও রূপগুণবতী নায়িকার রূপগুণবান নায়কে প্রীতি, নায়কের মাধুরী বৃদ্ধি করে এবং নায়কের মাধুরীও নায়িকার প্রীতি বাড়াইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা কামের ক্রীড়ামাত্র। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও পূর্ণানন্দময় তথাপি ইহা গোপীপ্রেমে নিত্য বৃদ্ধিশীল।

[শ্লোক] বিপিন হইতে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া মৃদুহাস্যাঙ্কুরযুক্ত শত শত কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা যাঁহার পূজা করিতেছেন, এবং যাঁহার নয়নভৃঙ্গ সেই ব্রজসুন্দরীগণের স্তনস্তবক সেবন করিতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি। ॥৩১॥

প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥৭১
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥৭২॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়
মহাক্রোধে ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম বিভাগে ২য় লহরীর ১৩শ শ্লোকঃ—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং, প্রেমানন্দং
দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতে বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষো-
দীয়ানন্তরায়ো বাধায়ি ॥৩২॥

তত্রৈব দঃ বিভাগে ৩য় লঃ
৩২শ শ্লোকঃ—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভি-
বর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥৩৩

প্রেমের প্রভাবেই কৃষ্ণ মাধুর্য্য নিত্য নবনবায়মান বোধ হয়। গোপীপ্রেম যখন কৃষ্ণ মাধুর্য্য বৃদ্ধি করেন, তখন তাহা যে কমেগন্ধ হীন, সন্দেহ নাই। প্রেমেই কৃষ্ণ মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়, কাম শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতেই পারে না।

৭১। প্রীতি বিষয়ানন্দে—প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। প্রীতির আশ্রয় শ্রীরাধিকা। প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে তদাশ্রয় শ্রীরাধার আনন্দ হয়। যেখানে বিষয়ের (যাঁহাকে প্রীতি করা যায়) আনন্দে আশ্রয়ের (যিনি প্রীতি করেন, নিজের) আনন্দ হয়, সেখানে নিজ সুখ বাঞ্ছার (কামের) সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দেই যখন গোপীগণের আনন্দ, তখন গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

৭২। নিরুপাধি—স্ব সুখবাঞ্ছা বিহীন। প্রীতির ধর্ম্মই এই যে তাহাতে বিষয়ের সুখেই আশ্রয়ের সুখ হয়। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দেই গোপীগণ সুখী হন তাঁহাদের স্ব সুখ বাসনা নাই। কাজেই তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধ থাকিতে পারে না।

[শ্লোক] একদিন শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক নিজ প্রভু দ্বারকানাথকে ব্যজন করিতেছিলেন। সেই সময় প্রেমানন্দে তাঁহার অঙ্গস্তম্ভিত হইল। তিনি আর ব্যজন করিতে পারিলেন না। দারুক সেবাবিঘ্নকরী বলিয়া সেই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই ॥৩২॥

[শ্লোক] চন্দ্রকান্তি নাম্না গন্ধর্ব্বকন্যার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কমলনয়না চন্দ্রকান্তির তৎকালে পরমানন্দে নয়ন

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৯ অঃ, ১০ শ্লোকঃ—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥৩৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কঃ ২৯অঃ ১১ শ্লোকঃ—

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৩৫॥

তত্রৈব ৯ম স্কঃ ৪র্থ অঃ ৪৯ শ্লোকঃ—

মৎসেবা প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কাল বিপ্লুতং ॥৩৬॥

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥১৩॥

১৩। শুদ্ধ দগ্ধ হেম যেমন নির্মল ও উজ্জ্বল, গোপীপ্রেমও তেমনই স্বাভাবিক কামগন্ধবিহীন। স্বাভাবিক বলিতে সাধনা নহে। গোপীর প্রেম অনাদিকাল হইতেই আছে।

ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নকরী বলিয়া তিনি তাহার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন ॥৩৩॥

[শ্লোক] কপিলদেব দেবহূতিকে কহিলেন, মা! আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের গতির ন্যায় যে অবিচ্ছিন্না, ফলানুসন্ধানরহিতা, জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধানশূন্যা মনের গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তির স্বরূপ ॥৩৪॥

[শ্লোক] কপিলদেব কহিলেন, মা! ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিলেও তাহারা গ্রহণ করেন না ॥৩৫॥

[শ্লোক] বৈকুণ্ঠনাথ দুর্বাসাকে কহিলেন, যখন আমার সেবাদ্বারা পূর্ণ ভক্তগণ প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও গ্রহণ করেন না, তখন কাল-কবলিত যে স্বর্গাদি কেন গ্রহণ করিবেন? ॥৩৬॥

কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥৭৪॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ৩২ শ্লোকঃ—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥৩৭॥

তত্রৈব পঞ্চত্রিংশ শ্লোকঃ—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥৩৮॥

সেই গোপিগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে পদ্মপুরাণ বাক্যম্—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥৩৯॥

তত্রৈব গোপীপ্রেমামৃতে চ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥৪০॥

৭৪। বাঞ্ছিত অভিলষিত, ইচ্ছা। ইষ্টসমীহিত কৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন সেইরূপ ব্যবহার।

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, গোপিকাগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভুজিষ্যা, বান্ধব, এবং প্রেয়সী। অতএব গোপিকাগণ আমার কি না হয়? অর্থাৎ তাহারা আমার সকলই॥৩৭॥

[শ্লোক] হে পার্থ! গোপিকাগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব সর্ব্বতোভাবে জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না।॥৩৮॥

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রেমপাত্র যেমন শ্রীরাধা, তৎকুণ্ডও তাহার সেইরূপ প্রিয়।॥৩৯॥

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা, যে স্থানে আমার বৃন্দাবন পুরী। সেই বৃন্দাবনের গোপীগণ ধন্যা, এই গোপিকাগণের মধ্যে আমার রাধিকা নামী বল্লভা আছেন।॥৪০॥

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥৭৫॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সর্গে
১ম শ্লোক—

কংসারিরপি স সারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥৪১॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥৭৭॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥৭৮॥

৭৫। রসোপকরণ—রসের সাহায্যকারিণী।

৭৬। সেই ভাবে—রাধা ভাবে। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবেই নিজ বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের ইহাই মূল কারণ। এই পয়ারের অর্থে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীরাধাভাবে বিভোর, তখন তাঁহার মধ্যে কখনই নাগর ভাব থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ভাব হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত ভাবই মধুর। ভক্ত ভাবের ওর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভক্তভাবে ভগবানের খেলাই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা। তাই এই লীলা সমস্ত শ্রীভগবৎ লীলা হইতেও মনোহর।

৭৭। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য গোঁসাই। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুও বলেন, শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণেই শৃঙ্গাররসের পূর্ণ আস্বাদন হয়।

৭৮। সেই রস—শৃঙ্গার মধুর রস। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর রস আস্বাদনের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন। আনুসঙ্গে দাস্যাদি রসও প্রচার করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মাধুর্য্য।

[শ্লোক] কংসারী শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌সারভূত-রাসলীলা-বাসনায় বদ্ধশৃঙ্খলা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজসুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ॥৪১॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীজয়দেব-
চরণৈঃ—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈর-
নঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ
প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃসখিমূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো
হরিঃ ক্রীড়তি ॥৪২॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম
॥৭১॥

ব্রজজনই শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত রূপে আগমন করিয়াছেন। ব্রজরস আস্বাদনের মত বস্তু আর নাই।

৭১। রসের সদন—রসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে রসের বিষয় না বলিয়া রসের আশ্রয় বলা হইয়াছে। রাধাভাব গ্রহণেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয় হইয়াও আশ্রয়। আশ্রয় জাতীয় সুখ অনুভবের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। আশঙ্কা হইতে পারে তবে বিষয়রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করা যায় না। ইহা ঠিক নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে রাধা। তাই অভিন্ন নন্দনন্দনজ্ঞানে বিষয় রূপেও তাঁহার আরাধনা সঙ্গত। আর আশ্রয় রূপেও তিনি আরাধ্য—রাধাভাবাঢ্য বলিয়া। বিষয় তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমাদের যেমন আরাধনার বস্তু, আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীরাধিকাও তেমনই আরাধ্যা। তাই বিষয় ও আশ্রয় উভয় স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের উপাস্য। রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনায়ই তাহা সিদ্ধ হয়। ইহা এক অপূর্ব্ব এবং অভিনব আস্বাদন। এইরূপ আরাধনাই অপূর্ব্ব চমৎকারিতা এবং মাধুর্য্যাতিশয্যের অভিব্যক্তি। মাত্র তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণই এই রস আস্বাদনে কৃতার্থ হন।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররসটী আস্বাদন করিয়াছেন। আর "সেই দ্বারে" অর্থাৎ এইরূপ আস্বাদনের দ্বারাই কলিযুগের ধর্ম্ম প্রচার

[শ্লোক] হে সখি। অনুরঞ্জনের দ্বারা সর্ব্বগোপীগণের অশেষ আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলকমলশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমলাঙ্গের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রজসুন্দরীগণের দ্বারা স্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রসস্বরূপ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৪২॥

অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥
তথাহি।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবা-
নয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা
মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-
সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৪৩॥

পূঃ পঃ ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥৮০॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ৮১

করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের দাস তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবগত।

যে শ্রীগৌরাঙ্গ-আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররস আস্বাদনই কলিযুগের ধর্ম্ম এই পয়ারে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

৮০। নিগূঢ়—আবৃত। কিছু—কিঞ্চিৎ। কিঞ্চিৎ আবরণ দিয়া বলিলাম। রসিক ভক্তই ইহা বুঝিবেন, মূঢ় বুঝিতে পারিবে না। ইহার পূর্ব্বে গ্রন্থকার অদ্বৈতাচার্য্যাদির বন্দনা করিয়াছেন। "অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস। গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস। আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ। ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ॥" পঞ্চতত্ত্বের এবং ভক্তগণের কৃপায়ই শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজনের মধুরতা বোধ হইবে। যদি কেহ পঞ্চতত্ত্ব এবং ভক্তগণের অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজনপথে অগ্রসর হন, তবে তিনি এই সমস্ত কথা বুঝিবেন না।

৮১। এ সব সিদ্ধান্তে—উপরে যাহা বলা হইয়াছে। ভক্তরূপ কোকিলই শ্রীগৌরাঙ্গ আস্বাদিত ব্রজের মধুররস বুঝিবেন। অভক্তরূপ উষ্ট্র ব্রজের মধুররসের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশী গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে মোর হরয়ে শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥৮২॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যবে সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥৮৩॥

৮২। 'এই মত'—পূর্ব্বোক্ত রূপ দর্শন, বংশীগান, অঙ্গগন্ধ, ভুক্তাবশেষ অন্নপানে ও কোটীন্দু শীতল স্পর্শ দ্বারা জগতের সুখের হেতু আমি।

'জীবাতু'—জীবনোপায়। জগতের সুখের হেতু শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু শ্রীরাধিকা।

৮৩। ট্রী আমি যে বেণুবাদ্য করি, সেইজাতি অর্থাৎ বেড়বাঁশের ঝাড়ে পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে যে শব্দ হয়, তৎশ্রবণে শ্রীরাধার চৈতন্যলোপ হয়। বেণু-রব শ্রবণে তাহার যে অবস্থা হয় তাহা আর কি বলিব? শ্রীরাধিকা তমাল বৃক্ষের স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ দর্শনে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। ইহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রীতির লক্ষণ যদিও স্তোক কৃষ্ণাদি সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসদৃশ বর্ণ বা আকৃতির সাদৃশ্য আছে, তবু সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হেতু ইহাদের প্রতি

'কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সকলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে বলি যদি নাহি পাই অন্ত॥'
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥

তথাহি ললিতমাধবে ৯ম অঙ্কে ৫ম শ্লোকঃ—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং স তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে॥৪৪॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলামিতি॥৪৫॥

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণভ্রম হয় না। ইহা যোগমায়ার কার্য্য। যোগমায়া অঘটন ঘটন পটিয়সী এবং কৃষ্ণলীলার সহায়িণী।

[শ্লোক] নবরন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিতে লাগিলেন, হে আনন্দদায়িনী শ্রীরাধে! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়কুল মুহুর্মুহু হর্ষযুক্ত হইতেছে। হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে ধিক্কৃত করিতেছে। তোমার বদন পদ্মগন্ধ হইতেও মধুর। তোমার বাণি কোকিলরবেরও তিরস্কারিণী। তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল। আর তোমার এই তনু সৌন্দর্য্যের সার॥৪৪॥

[শ্লোক] শ্রীরূপমঞ্জরী কহিলেন, অদ্য সম্মিলনকালে শ্রীরাধার নয়নযুগল শ্রীকৃষ্ণরূপে লুব্ধ, অঙ্গ স্পর্শে পুলকিত, কর্ণ বাক্য শ্রবণার্থ উৎকণ্ঠিত, নাসাপুট

তাতে জানি মোতে আছে কোন
　　　　এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে
　　　　বশ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয়
　　　　সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি
　　　　আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে
　　　　চিত্তে ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে
　　　　প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥৮৪॥

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন
　　　　॥৮৫॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধা ভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময় ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু
　　　　॥৮৬॥

৮৪। ইষ্ট বস্তুতে (কৃষ্ণে) স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। এই রাগ ব্রজপরিকরগণে নিত্য অভিব্যক্ত এখানে ভক্ত শব্দে নিত্য ব্রজ পরিকর। লীলা আচরণ দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি লোকদিগকে শিখাইয়াছি।

৮৫। 'তিন তৃষ্ণা', পূর্ব্বোক্ত তিন বাঞ্ছা।

'বিজাতীয় ভাব',—শ্রীরাধা ভাব ব্যতীত অন্য জাতীয় ভাব।

৮৬। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও বর্ণ ধারণে শচীগর্ভে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গই ভজন করিব, শ্রীকৃষ্ণ নহে এইরূপ বলা মাত্র অজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণকে

পরিমলে সংহৃষ্ট; আর অধরপুটে রসনা অনুরাগিণী হইল। শ্রীরাধা কপটতাপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অবলম্বনে অধোবদনে থাকিলেও বাহিরে বিকার দ্বারা আকুল্য হইয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি ॥৪৫॥

এইত কহিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
রূপ গোঁসাঞির শ্লোক তাহে প্রমাণ সমর্থ॥৮৭॥

তথাহি স্তবমালায়াং—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ [illegible]

এই পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোক [illegible]।

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব লক্ষণং।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোক ষট্কৈর্নিরূপিতঃ॥৪৭॥

বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিলে গৌরতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা হেতু গৌরধাম (শ্রীনবদ্বীপ) পাওয়া যাইবে না। যদিই বা শ্রীগৌরাঙ্গের পরম করুণায় গৌরধাম লাভ হয় তবেও বিপদে পড়িতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিবেন, তখন তাঁহাকে নিষেধ করা যাইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে কৃষ্ণ নাম বলেও যদি আনন্দ না হয়, তবে উপায় নাই।

৮৭। ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়াই বলিয়াছি। ইহা আমার স্বকল্পিত মত নহে। এই দুই শ্লোক বলিতে ১ম পরিচ্ছেদোক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক। এই বিষয় প্রমাণ পরশ্লোকে দিয়াছেন।

এই পয়ারে স্বরূপ এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপায় শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব বলিয়াছেন ইহাই বলা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকরের মধ্যে এই দুইটী শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। স্বরূপ গোস্বামী ললিতা সখী আর শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরূপমঞ্জরী। ইঁহারা [illegible] তত্ত্ব সিদ্ধান্ত যেরূপ করিয়াছেন, আমি তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। স্বরূপ গোস্বামী সূত্র করিয়াছেন, আর শ্রীরূপগোস্বামী [illegible] লিখিয়াছেন। শ্রীরূপের প্রতিই মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার দ্বারা [illegible] উপদেশ দিয়াছেন, সুতরাং শ্রীরূপের অনুবর্ত্তীতায়ই আমি [illegible] বলিয়াছি। গোস্বামী শাস্ত্র প্রমাণেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিতে [illegible], এই পয়ারের ইঙ্গিতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

[শ্লোক] মঙ্গলাচরণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতত্ত্ব লক্ষণ ও অবতারের মূল প্রয়োজন, এই ছয়টী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইল॥৪৭॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
২৩০॥৮৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার মূল-
প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাদপদ্ম লাভই ... । উপলক্ষণে এখানে ছয় গোস্বামীর কথাই বলা হইয়াছে। ... কৃপা ব্যতীত শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ তত্ত্ব অনুভব হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দ-
মীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি
নিরূপ্যতে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ।
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ ... তাঁর সহায়।

সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ
শ্লোকঃ

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী
চ পয়োহব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য
রামঃশরণংমমাস্তু ॥২॥

প্রঃ পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥

[শ্লোক] অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বরকে বন্দনা করি; যাঁহার ইচ্ছায় অজ্ঞজনও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে ॥১॥

আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥১॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা-তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥২॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই বলরাম চৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ কৈল চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৩॥

পূঃ ৮ঃ দ্রষ্টব্য

প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান ॥৩॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥৪॥

১। পঞ্চরূপ, সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ি, গর্ভোদশায়ি, ক্ষীরোদশায়ি, শেষ। সঙ্কর্ষণ রূপে কৃষ্ণলীলায় সাহায্য। কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি চারি রূপে সৃষ্টি-কার্য্যাদি করেন।

২। সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের দ্বারা আজ্ঞা প্রতিপালন করাই সেবা।

নিবাসশয্যাসন পাদুকা শুকোপধানবর্ষাতপ বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তবশেষতাং গতৈর্যথোচিতঃ শেষ ইতীরিতো জনৈ"

বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপধান, ছত্র প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া শেষ রূপে বিবিধ সেবা করেন। এতদ্রূপে কৃষ্ণ সেবা করিয়াও অনন্ত কৃষ্ণ মহিমার অন্ত অবগত হইতে পারেন না। কৃষ্ণ মহিমা নিত্য বর্দ্ধনশীল। "আগবলী যায় বেগে সিন্ধু ধরিবারে। যশের সিন্ধু না দেয় কৌল অধিক অধিক বাড়ে"।

৩। প্রকৃতির পার, মায়াতীত। পরব্যোম, মহাবৈকুণ্ঠ।

৪। এখানে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ। অবতার, মৎস্যাদি। মৎস্যাদি অবতার সকল বৈকুণ্ঠধামে নিত্য বাস করেন। "সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি বসতি। নিরংসাঃ পরমৈশ্বর্য্যাঃ ইতিশাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥" বৈকুণ্ঠাদি বলিতে অযোধ্যাদি ধাম। পরব্যোম মধ্যেই বৈকুণ্ঠাদি ধামে আছেন। কৃষ্ণ বিগ্রহ যেরূপ বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট, পরব্যোম শ্রীভগবৎ ধামও তদ্রূপ সর্ব্বগ অনন্ত এবং বিভু।

তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥৫॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম ॥৬॥
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥৭॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥৮॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥৯॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥১০॥

৫। তাহার, পরব্যোমের। পরব্যোমের উপর কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোকের তিন নাম, দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল।

৬। দ্বারকা মথুরার ঊর্দ্ধে ব্রজলোক (ব্রজবাসীর বাসস্থান) গোকুল। এই গোকুলের আবার তিনটী নাম। গোকুল, শ্বেতদ্বীপ এবং শ্রীবৃন্দাবন। গোকুলের বৈভব প্রকাশ গোলোক। এই কথাটী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিস্তারিত হইয়াছে। যত্তু গোলোক নামস্যাৎ তত্তু গোকুল বৈভবং।

৭। শ্রীগোকুলধাম শ্রীকৃষ্ণ দেহের ন্যায়, সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। সুতরাং পরব্যোমের উপর এবং অধো ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান। পরব্যোমের উপরি গোলোক ও ব্রহ্মাণ্ডে গোকুল নামে একই ধাম বিরাজিত। ঊর্দ্ধ ও অধো ভেদে শ্রীকৃষ্ণলোক, গোলোক ও গোকুল এই দুইরূপে প্রতীয়মান হইলেও এক। মর্ত্ত্যলোকে প্রকটিত শ্রীগোকুলধাম লীলাসারল্যে অধিকতর মহিমান্বিত।

৮। শ্রীবৃন্দাবনের একই স্বরূপ, দুই স্বরূপ নহে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিতে সর্ব্বোপরিস্থ শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছেন।

৯। শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি সদৃশ। এই ভূমির নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। অনেক বৃক্ষ থাকিলে বন বলে। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষমাত্রই কল্পবৃক্ষ। প্রাকৃত নয়নে সাধারণ প্রপঞ্চরূপেই তাহা প্রকটিত হন। যেমন ইন্দ্রিয় শক্তি ব্যতীত বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ হয়না, তেমন প্রেমাঙ্কুর ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবন ভূমির স্বরূপ মাধুর্য্য অবগত হইবার উপায় নাই।

১০। মাত্র প্রেমনেত্রেই স্বরূপতঃ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয়। ভক্তগণ প্রেম-নেত্রে শ্রীবৃন্দাবনে গোপগোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন করেন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে
পঞ্চত্রিংশ শ্লোকঃ—

চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ, লক্ষা-
বৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দ-
মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥

মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥১১॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥১২॥
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির তাঁহা নহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তাসবার স্থিতি ॥১৩॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার
॥১৪॥

১১। নিজরূপ, সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নাদি রূপ। মথুরা ও দ্বারকার বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ, অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী। তুরীয়, মায়াগন্ধহীন। বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত।

১২। গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা এই তিন লোকে শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিগ্রহ স্বরূপ। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ এই তিন লোকে লীলা করিতেছেন।

১৩। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির, যাঁহারা ব্রহ্মে লয় রূপ মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের, তাঁহা, পরব্যোম। ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত গণের বৈকুণ্ঠের বাহিরে স্থিতি হয়।

১৪। প্রকৃতির পার চিন্ময়। সিদ্ধলোক চিন্ময় হইলেও তাহাতে চিচ্ছক্তির বিলাস নাই। পরব্যোম সাবয়ব, সেখানে স্থাবর জঙ্গমাদি নানা মূর্ত্তি আছে। সিদ্ধলোক নিরবয়ব।

[শ্লোক] শ্রীগোকুলের গৃহ সকল চিন্তামণিনির্ম্মিত। সেখানে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। সেইস্থানে যিনি শত সহস্র গোপসুন্দরী কর্ত্তৃক

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥১৫॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥
তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং
সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধাব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ ॥৫॥
সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥১৬॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তিআশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥১৭॥
চিচ্ছক্তিবিলাস এক শুদ্ধসত্ত্বনাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদিধাম ॥১৮॥

১৫। মুক্তি লোক চিন্ময় হইয়াও নির্ব্বিশেষ। ভগবদ্ধাম সবিশেষ। সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে নির্ব্বিশেষ (তেজঃপুঞ্জ রূপে) প্রতীত হয়। কিন্তু ভিতরে সূর্য্যের সপ্ত অশ্বযুক্ত রথ ও অরুণ সারথি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। রূপে পরব্যোমের বাহিরে সিদ্ধলোক কেবল জ্যোতির্বিম্বরূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু পরব্যোমের ভিতরে চিচ্ছক্তি বিলাস গৃহ পরিচ্ছদাদি আছে।

১৬। দ্বারকাস্থ প্রথম চতুর্ব্যূহের প্রকাশ পরব্যোমস্থ চতুর্ব্যূহ। এই পরব্যোমে হয় চতুর্ব্যূহ।

১৭। দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ যেমন তুরীয় ও বিশুদ্ধ; বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহও তেমনই তুরীয় ও বিশুদ্ধ। 'তাঁহা', পরব্যোমে। পরব্যোমের মহাসঙ্কর্ষণ মহা বিষ্ণুর অবতারী।

১৮। চিচ্ছক্তির বৃত্তিকে শুদ্ধ সত্ত্ব বলা হয়। সত্ত্ব দুই প্রকার, ও অপ্রাকৃত। বৈকুণ্ঠাদি ধাম শুদ্ধ সত্ত্বময়।

সম্ভ্রমের সহিত সেবিত হইয়া সুরভী পালন করিতেছেন সেই আদি পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি ভজনা করি ॥৪॥

[শ্লোক] প্রকৃতির অষ্ট আবরণের পারে সিদ্ধলোক। তাহাতে সিদ্ধগণ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া বাস করেন। ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির পরম বৈশিষ্ট্য আছে। ॥৫॥

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় ॥
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥১৯॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥২০॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার।
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিঁহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥

প্রঃ পঃ দ্রষ্টব্য।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে হয় কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥
সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥২১॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো জগৎকারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥২২॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥২৩॥

১৯। এই ভগবদ্ধামের চিন্ময় সর্ববিধৈশ্বর্য্য, সে সমস্ত সঙ্কর্ষণের বিভূতি।

২০। সেই পুরুষের, মহাবিষ্ণুর। মহাবিষ্ণুর অংশী মহাসঙ্কর্ষণ।

২১। এক অংশে, মহাবিষ্ণুরূপে।

২২। তিঁহো—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করাতে মহৎ-স্রষ্টা। পুরে দেহাভ্যন্তরে বাস করেন বলিয়া পুরুষ। এই মহাবিষ্ণুই কারণার্ণবে শয়ন করিয়া বহিঃস্থিত মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন। মায়াতে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক মহত্তত্ত্ব দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে জগতের কারণ মহৎস্রষ্টা পুরুষ বলা হয়।

২৩। মায়াশক্তি জড় বলিয়া চিন্ময় কারণার্ণব স্পর্শ করিতে পারেনা; কাজেই বাহিরে অবস্থান করে। কারণাব্ধির এ পারে মায়ার অধিকার।

সেইত মায়ার দুইবিধে অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥২৪॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা।
॥২৫॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লোহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ ॥
প্রকৃতির কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥২৬॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ
॥২৭॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তেছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥২৮॥

২৪। দুইবিধ অবস্থিতি, উপাদান এবং নিমিত্ত রূপে মায়া দ্বিবিধ। তন্মধ্যে উপাদান রূপে মায়ার নাম প্রধান ও প্রকৃতি। নিমিত্তাংশে মায়াই নাম। সত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। যে কারণকে গ্রহণ করিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহাই উপাদান। যেমন ঘটের মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলের স্বর্ণই উপাদান কারণ। যাহা বিনা বস্তু হয় না, তাহাই নিমিত্ত। যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার।

২৫। প্রকৃতি জড়রূপা। কাজেই তাহাকে জগতের কারণ বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতিকে শক্তি প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের ঈক্ষণে জড়া প্রকৃতিতে চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। তাই প্রকৃতি গৌণ কারণ।

২৬। অজাগলস্তন, ছাগলের গলার স্তনে যেমন দুগ্ধ ক্ষরিত হয় না, তেমনই প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয় না। কৃষ্ণই মূল জগৎ কারণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"

২৭। উপরে উপাদান মায়ার জগৎ কারণ খণ্ডন করিয়া এক্ষণে মায়ার নিমিত্ত কারণত্ব খণ্ডন করিতেছেন। মায়া জগতের নিমিত্ত কারণও নহে। যাতে, যেহেতু নারায়ণ (কারণার্ণবশায়ী) মায়ার কর্ত্তা। যিনি জীবকে মোহিত করিয়া প্রারব্ধ ভোগের জন্য তাহাকে (জীবকে) সংসারে নিক্ষেপ করেন, তিনি জীবমায়া। এই জীবমায়াকেই মায়া বলে। মায়া অংশে, জীবমায়াংশে।

২৮। পুরুষাবতার, কারণার্ণবশায়ি মহাবিষ্ণু।

কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ যৈছে চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥২৯॥
দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥৩০॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৩১॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥৩২॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রাসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥৩৩॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ
৪৫ শ্লোকঃ—

যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭।

২৯। কৃষ্ণকর্ত্তা, পুরুষাবতার রূপে কৃষ্ণই কর্ত্তা। মায়া তাঁহার সাহায্য করেন।

৩০। দূরে হৈতে কারণার্ণব হইতে। অবধান, ঈক্ষণ। আধান, গর্ভধান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

৩১। অঙ্গাভাসে, অঙ্গচ্ছটায়।

৩২। অণ্ড সন্নিবেশ, ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব সংস্থান। ততরূপে, যত ব্রহ্মাণ্ড ততরূপে। পুরুষ, কারণার্ণবশায়ি মহাবিষ্ণু। ইনিই ব্রহ্মাণ্ড সকলে প্রবেশ করেন।

৩৩। সূর্য্যকিরণে গবাক্ষে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু দৃষ্ট হয় তাহার নাম ত্রাসরেণু। ৬টী পরমাণুর একত্র অবস্থানকে ত্রাসরেণ বলে। ব্রহ্মাণ্ডের জালে, ব্রহ্মাণ্ড সমূহ।

[শ্লোক] যাঁহার লোমকূপ হইতে ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি এক নিশ্বাস পরিমিত কাল এই জগতে প্রকটভাবে অবস্থিত করেন, এইরূপ মহাবিষ্ণু যাহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৭।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ
১৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ—

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ
স বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥৮॥

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তার অংশ পুরুষ কলায়ে গণন ॥
যাহাকে ত কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষ অবতারী তিঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥৩৪॥

গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥৩৫॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে সাত্বততন্ত্রে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৯॥

৩৪। সর্ব্বজিষ্ণু—সর্ব্বজয়ী।

৩৫। যাঁর, যে মহাবিষ্ণুর। বিশ্বধাম, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়। মহাবিষ্ণুই সমস্ত বিশ্বের মূল।

[শ্লোক] প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই সমুদয়ে বেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে স্বীয় মানে সপ্তবিতস্তি পরিমিত আমি কোথায়, আর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় শরীরের প্রতিলোমবিবর বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায়? ॥৮॥

[শ্লোক] শ্রীভগবানের পুরুষাখ্য তিনটী রূপ। তন্মধ্যে একরূপ, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ি সঙ্কর্ষণ। দ্বিতীয় রূপ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ি প্রদ্যুম্ন। তৃতীয় রূপ, সর্ব্বভূতান্তর্যামি ক্ষীরোদশায়ি অনিরুদ্ধ। এই তিন পুরুষের স্বরূপতত্ত্ব জানিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় ॥৯॥

যদ্যপি কহয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃডয়ন্তি যুগে যুগে॥১০॥

২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্তা॥
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম॥৩৬॥

আদ্যঅবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম॥৩৭॥

তথাহি দশম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অঃ ৪২ শ্লোকঃ

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবতঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥১১॥

তত্রৈব প্রথম স্কন্ধে ৩য় অঃ ১ শ্লোকঃ—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥১২॥

৩৬। ইহা মহাবিষ্ণুর অবতারের লক্ষণ, স্বয়ং ভগবানের নহে। অবধান, মনোযোগ। যে অংশের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, সেই অংশের নাম অবতার।

৩৭। আদ্য অবতার, প্রথম অবতার। সর্ব্বাশ্রয়ধাম, সর্ব্ব জগতের আশ্রয় গর্ভোদশায়ী প্রভৃতিরও আশ্রয়।

[শ্লোক] যে মহাপুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। যদ্যপি কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি সকলই তাঁহার অবতার তথাপি এই তিনটী শক্তিরূপা এবং মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদিগুণ, একাদশ ইন্দ্রিয় সমষ্টিশরীর, সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গম। এই সমস্ত কার্য্যরূপ অবতার॥১১॥

[শ্লোক] সৃষ্টির আরম্ভে শ্রীভগবান লোকসৃষ্টির নিমিত্ত মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা মিলিত এবং সৃষ্ট্যুপযোগী সচ্চিদানন্দস্বরূপ পৌরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন॥১২॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিঁহো জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥৩৮॥

তথাহি।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া
॥১৩॥

২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তি হয়॥
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা
জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥৩৯॥
সেইত পুরুষ যাঁর অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থবিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চোক্তশ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং
লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥১৪॥

প্রঃ পঃ দ্রষ্টব্য।

সেইত পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয় দুই এক সম॥৪০॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষশয়ন জলে করিল বিশ্রাম॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব অবতারবীজ জগৎকারণ॥

৩৮। তিঁহো, কারণার্ণবশায়ি মহাবিষ্ণু; ইনি [illegible]। প্রকৃতি তাঁহাতে এবং তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকৃতিতে এই উভয় সম্বন্ধ তাঁহার প্রকৃতির সহিত [illegible]। [illegible] তিনি স্বতই প্রকৃতির [illegible] নাই।

৩৯। গীতার [illegible] অঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক [illegible]—

৪০। আয়াম, দীর্ঘ। বিস্তার, প্রস্থ।

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥৪১॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী জগৎ কারণ।
যাঁর অঙ্গে করি স্থিরচরের কল্পন ॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ রামং প্রপদ্যে ॥১৫॥

প্রঃ পঃ

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম ॥
সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী।
জগতের পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥
তবে অবতরী করে জগৎপালন।
অনন্তবৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥৪২॥
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥
সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেম সুখে ॥

৪১। জন্মসদ্ম, জন্মগৃহ।

৪২। তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণু সকল জীবের অন্তর্য্যামী। অংশাংশেরঅংশ, অংশ—কারণার্ণবশায়ী, অংশাংশ, গর্ভোদকশায়ী, অংশাংশের অংশ, ক্ষীরোদশায়ী। অবতংস, চূড়ামণি।

ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষনাম ধরে ॥৩৩॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ লীলা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কোহো করি মানে॥
কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশআশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্বঅবতার-লীলা করি সবারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্তপ্রকাশ।
সেই ভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তার পাদসম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ-প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ১১শ অঃ ২১ শ্লোকঃ

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্যরুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥১৬॥

তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ১৭শ শ্লোক :—
ক্বচিৎ ক্রীড়া পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥১৭॥

৩৩। শেষতা, নির্ম্মাল্য প্রসাদ, উপকারিতা।

[শ্লোক] কৃষ্ণ ও বলরাম বৃষ সাজিয়া তদনুকারি শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ এবং হংস ময়ূরাদির শব্দ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন ॥১৬॥

[শ্লোক] অগ্রজ বলদেব কখনও ক্রীড়া পরিশ্রান্ত হইয়া গোপবালকের

তত্রৈব ১৩শ অঃ ৩৭ শ্লোকঃ —

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা
নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি
বিমোহিনী ॥১৮॥

তত্রৈব ৬৮ অঃ ২৬ শ্লোকঃ —

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥১৯॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে
নৃত্য ॥
এইমত চৈতন্য গোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু-সম-আর্য্য ॥
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য সাধে গৌররায় ॥

অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ
ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তিঁহোত কিঙ্কর ॥
আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন,
কৃষ্ণঅবতারি যেহোঁ তারিল ভুবন ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে
কৃষ্ণকে করাইল নানা-সুখ-আস্বাদনে ॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ।
অবতার কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥

ক্রোড় উপাধান এবং তাঃ শয়ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদসম্বাহন ও বীজনাদি দ্বারা তাঁহাকে নিঃশ্রম করিয়া থাকেন ॥১৭॥

[শ্লোক] এ আবার কোন্ মায়া? কাহা হইতেই বা এই মায়া সমদ্ভূতা হইল? ইনি দৈবী, মানুষী অথবা আসুরী? ইহা বোধ হয় আমার স্বামি শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া অন্যের মায়া নহে, যেহেতু এই মায়া আমারও মোহ জন্মাইতেছে ॥১৮॥

[শ্লোক] লোকপালগণ যাঁহার পদাম্বুজরজ মৌলিযুক্ত মস্তকে ধারণ করেন, যে পদরজ যোগিগণেরও তীর্থস্বরূপ। যাহা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী ও আমি (বলদেব) চিরকাল মস্তকে বহন করিতে অভিলাষ করি, সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাজসিংহাসন অতি তুচ্ছ ॥১৯॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ
৩৯ শ্লোকঃ—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি
॥২০॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম
॥৪৪॥

নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শিমাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা-প্রকাশিতে ॥
উল্লাস উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ॥
অবধূত-গোসাঞির এক ভৃত্য-প্রেমধাম
মীনকেতনরামদাস হয় তার নাম ॥

আমা আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ
মহা প্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে
চাপড়ে ॥
যে নেত্র দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প
॥৪৫॥

নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা-
চমৎকার ॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্রআর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহো করে সেবাকার্য্য ॥
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম
॥৪৬॥

৪৪। কাম, কামনা।

৪৫। মীনকেতন রামদাসের যে নয়নে অশ্রু দেখিতে বাহার মনে হয়, তাঁহার সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রু বহিয়া থাকে। তাঁহার এক অঙ্গে পুলক অন্যান্য অঙ্গে জাড্য এবং কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার একসঙ্গেই দেখা যায়।

৪৬। প্রত্যুদ্গম, অভ্যুত্থান।

[শ্লোক] যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিয়তশক্তি সমূহের প্রকাশ দ্বারা রামাদি মূর্ত্তি প্রকাশে নানা অবতার করেন, যিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥২০॥

এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ
মোর ভ্রাতার সহিত কিছু হৈল বিবাদ
চৈতন্য গোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস ॥৪৭॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎসনে
দুই ভাই এক তনু সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সমান।
অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ॥৪৮॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ
এইত কহিল তাঁর সেবক প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
শ্যামল চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর॥৪৯॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান॥

৪৭। বিশ্বাস-আভাস, বিশ্বাসের মত বোধ হইলেও বিশ্বাসের অভাব।

৪৮। অর্দ্ধ কুক্কুটী ন্যায়, ইহা একটী ন্যায়। এক যবনের এক কুক্কুটী অণ্ড প্রসব করিত। সেই অণ্ড বিক্রয়ের দ্বারা তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। একদিন যবন মনে করিল কুক্কুটীর পশ্চাদর্দ্ধ হইতে যখন অণ্ড প্রসূত হয়, তখন তাহা রাখিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ছেদ করিয়া ভোজন করিব। পশ্চাদর্দ্ধ হইতেই ডিম্ব হইবে। নির্ব্বোধ কুক্কুটী কাটিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ভোজন করিল এবং পশ্চাৎ ভাগ রাখিয়া দিল। ফলে পশ্চাৎ ভাগও নষ্ট হইয়া গেল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে বিশ্বাসের অভাব থাকিলে মহাপ্রভুর প্রতি বিশ্বাস কালে ধ্বংস হইয়া যায়।

৪৯। শ্যামল, শ্যামবর্ণ। শ্যাম বলিতে হরিৎবর্ণ।

কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত তাম্বূল চর্ব্বণ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥৫০॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণের ভৃঙ্গ ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সব প্রেমেতে আবেশ ॥৫১॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর-ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছু নাহি জানি
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহি সর্ব্ব লভ্য হয় ॥৫২॥

৫০। কেহ কেহ বলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গুরু হেতু কৃষ্ণরূপে কবিরাজ গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে। গুরু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ তুল্য হইলেও তিনি কৃষ্ণ হইয়া যান না। আর ব্রজের ভজনে শ্রীগুরু সখী। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "গুরুরূপা সখী বামে।" শ্রীনিত্যানন্দ যদি কৃষ্ণ-রূপেই দর্শন দিতেন তবে তিনি আর নিজ মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেন না। শ্যাম শব্দে হরিৎবর্ণ। শ্রীনিত্যানন্দ যথার্থ স্বরূপেই (পীতবর্ণ) দর্শন দিয়া-ছিলেন। নিত্যানন্দ তত্ত্বে বলরাম। কৃষ্ণরূপে দর্শন দিলে (বলরাম) তত্ত্ব থাকে না। আর গুরু কৃষ্ণরূপে কাহাকেও দর্শন দিয়াছেন, শাস্ত্রমুখে এই কথা শুনা যায় না। কৃষ্ণরূপে দর্শন দিলে নিত্যানন্দের হস্তে রাঙ্গা যষ্টিও থাকিত না, বেণু থাকিত।

৫১। শ্রীনিত্যানন্দ পূর্ব্ব অবতারে বলরাম। নিত্যানন্দ সর্ব্বদা ব্রজ-ভাবেই আবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার পার্ষদগণের গোপবেশ দেখা যাইত।

৫২। শ্রীবৃন্দাবন চিন্তামণি ধাম। প্রাকৃত চিন্তামণিই যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত চিন্তামণি ভূমি যে যাচকের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবেন, তাহাতে কথা কি? প্রাকৃত চিন্তামণি প্রার্থনা করিলে তাহা পূর্ণ করেন, প্রার্থনা ব্যতীত কিছু প্রদানের সামর্থ্য তাহার নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্তামণিভূমি শ্রীবৃন্দাবন না চাহিতেও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলেই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়।

এত বলি মোরে দিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥৫৩॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথমহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির-সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি রস-প্রান্ত ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥৫৪॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥

৫৩। হাতসানি, গলায় হাত।

৫৪। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন বাস হয়। শ্রীরূপ এবং সনাতনাদি গোস্বামিগণের আশ্রয় পাওয়া যায়। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কৃপা হইয়া থাকে। সনাতন গোস্বামীর কৃপা ব্যতীত ভক্তি সিদ্ধান্ত এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপা ব্যতীত ভক্তি রসের প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রজের মধুর রস আস্বাদন হয় না। পরকীয়া ভাবে ব্রজের মধুর রসের ভজনই মহাপ্রভুর কৃপা অবতারের এবং গোস্বামী শাস্ত্রের সার কথা। যদি মধুর রসে চিত্ত আবেশিত না হয়, তবে সমস্তই বিফল। লীলা রস যাহার চিত্তে যত অধিক প্রকাশ পায়, তিনিই তত ভাগ্যবান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার ইহাই ফল। মহাপ্রভুর কৃপা আজ্ঞায় গোস্বামিগণ অশেষ শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া পরকীয়া ভাবে ব্রজের মধুর রসের প্রচার করিয়াছেন। এই রসটী ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র নাই। এই রসটী আস্বাদন করিয়াই গৌরভক্তগণ সমধিক ভাগ্যবান। যিনি এই রসে বঞ্চিত তিনি কখনই গৌরভক্ত নামের যোগ্য নহে। এতাদৃশ জন গৌরভক্ত নামের কলঙ্ক। তিনি বঞ্চিত। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সদ্ভক্তের পরিজ্ঞান হয় এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল সেবা লাভ হইয়া থাকে।

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ কেবা মোরে কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥৫৫॥
প্রেমে-মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার ॥
মো পাপিষ্ঠেরে যে আনিল বৃন্দাবন ।
মো হেন অধমে দিল শ্রীরূপচরণ ॥৫৬॥

৫৫ । ভক্তির ফলেই যথার্থ দৈন্য আসে । আমার মধ্যেও একজাতীয় দৈন্য আছে, তাহা দৈন্যের ছলে অভিমানের অভিব্যক্তি । ইহা কপটতার কার্য্য । কবিরাজ গোস্বামী যথার্থ দৈন্যের সহিতই এই কথাগুলি কহিয়াছেন । এমন মধুর এবং সুন্দর দৈন্য আর দেখা যায় না । গুণের ভারেই হৃদয় এবং মন অবনত হয় । যিনি যত গুণী, তিনি নিজকে ততই গুণহীন মনে করেন । ভক্তের লক্ষণ "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ।"

কবিরাজ গোস্বামী নিজকে অতি দীন মনে করিয়াই বলিয়াছেন জগাই এবং মাধাই হইতেও আমি মহাপাপী । বিষ্ঠার কৃমি হইতেও আমি লঘু । আমার নাম শ্রবণেও পুণ্যক্ষয় এবং নাম গ্রহণেও পাপ হইয়া থাকে । এমন পতিতকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ ঘৃণাহীন হইয়া একমাত্র নিত্যানন্দ ব্যতীত কৃপা করিবার অন্য কেহ নাই ।

হায়রে ! পতিত বলিয়াই নিজকে পতিত বলিয়া ভাবিতে পারি না । যদি নিজকে পতিত বলিয়া ভাবিতে পারিতাম, তবে পতিতপাবন নিতাই চাঁদের কৃপা পাইয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হইতাম । জ্বালা জুড়াইত । এই পতিতের একমাত্র আশা ও ভরসা নিত্যানন্দ ।

৫৬ । শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচরণ লাভ মহাসৌভাগ্যের ফল । শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপায়ই রাধাগোবিন্দ সেবা প্রাপ্তি হয় । ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন । শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগলচরণ ॥" শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয় । সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥" শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী । শ্রীবৃন্দাবন লীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরীর কৃপায়ই মঞ্জরী দেহে সেবা লাভ হইয়া থাকে । "এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে । হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥" ইহাই সাধক দেহে প্রার্থনার সার কথা । সাধকের সর্ব্বদা গুর্ব্বাজ্ঞাত মঞ্জরী স্বরূপ চিন্তা করিতে

শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥
বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।
শ্রীরাধা ললিতাদি সঙ্গে রাস বিলাস।
মন্মথ মন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ৩২অঃ
২ শ্লোকঃ—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥২১॥

দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন।
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ॥
নিত্যানন্দ দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
রাধামদনগোপাল প্রভু করি দিল ॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু বনে।
রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎমোহন ॥
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর করে লীলা গান ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে
৮৭ শ্লোকঃ—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গ ॥২২॥

হইবে। এইরূপ চিন্তার ফলে সাধনের পরিপাক অবস্থায় মঞ্জরী দেহের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তারপরই দেহান্তে বৃষভানুপুরে আহিরী গোপের গৃহে জন্মলাভ। অনন্তর বিবাহ। শ্রীমতীজির দাসীত্ব প্রাপ্তি। তখন "রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখী মাঝে।" ইহা ভাবিতেও আনন্দ। যখন এইরূপ হইবে, তখনের আনন্দ যে কি তাহা এই হত-ভাগোর বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

[শ্লোক] পীতাম্বর পরিহিত বনমালাধারী মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত বদন কমল শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপে গোপীমণ্ডলীতে আবির্ভূত হইলেন ॥২১॥

[শ্লোক] হে সখে! তোমার যদি স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধুসঙ্গে রসরঙ্গের অভিলাষ থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবনে কেশীতীর্থ সমীপে ঈষৎ হাস্য যুক্ত, ত্রিভঙ্গীম বিশাল

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন।
যে অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম মঙ্গল॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥৫৭॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া।
মো হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ দয়া॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ॥
এসব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায়॥৫৮॥

৫৭। এই পয়ারে বৈষ্ণবের লক্ষণ এবং গুণ একাধারে দুইই বলা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণব মাত্রই কৃষ্ণনাম পরায়ণ। শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের প্রাণধন। প্রাণ ব্যতীত যেমন দেহ অসার, নিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন ব্যতীতও তেমনই দেহধারণ ব্যর্থ। বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল ভজন ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না। শ্রীরাস লীলার টীকায় চক্রবর্ত্তী পাদ একস্থলে "অপূর্ব্ব রসিক" বলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন না করিলে "অপূর্ব্ব গৌর ভক্ত" বলা যাইতে পারে। পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গ এবং সখী এবং মঞ্জরী পরিসেবিত শ্রীরাধা-গোবিন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য তত্ত্ব। এখানেই ভজনের মধুরতা। শ্রীগৌরাঙ্গ বাদ দিয়া রাধাগোবিন্দ কিম্বা রাধাগোবিন্দ বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন শাস্ত্র সম্মত নহে। ইহাতে অন্ধকুক্কটীর দশা হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ কিম্বা শ্রীরাধাগোবিন্দ কাহারই কৃপা পাওয়া যায় না।

৫৮। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেই প্রভুর (শ্রীনিত্যানন্দের) অভিপ্রায়ে অর্থাৎ ইচ্ছায় (কৃপায়) শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ জীবন শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল

নয়ন, অধরকিশলয়ে বংশী ন্যস্ত এবং ময়ূরপুচ্ছ পরিশোভিত উজ্জ্বল গোবিন্দ নামক শ্রীমূর্ত্তি বিগ্রহ দর্শন করিও না। এই শ্লোকে নিষেধ মুখে অবশ্য বিধি। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি দেখিলে স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত বিষয় আপনি ভুচ্ছ হইবে, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের দুইটী কথা, একটী বিধিচ্ছলে নিষেধ, যেমন ঋতুমতী পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এবং দেবী পূজায় বলি বিধান। বাসনা সংকোচ করাই এই সমস্ত বিধির উদ্দেশ্য॥২২॥

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

সেবা পরায়ণ ভক্তের পদরেণু এবং পদছায়া লাভ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের চরণরেণু পরম মধুর। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত ভজনীয় তত্ত্বের বোধ হয় না। ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনায় বলিয়াছেন—"কবে কুঞ্জে বৈঠব সে বৈষ্ণব নিকটে।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব
নিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

---:o:---

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
আর দুই শ্লোকে কহি অদ্বৈত মহত্ত্ব।
শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয় —
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥৩॥
প্রঃ পঃ দ্রষ্টব্য।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥

[শ্লোক।] যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ জীবও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হয়, সেই অদ্ভুতচেষ্টা শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যকে বন্দনা করি ॥১॥

যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায়-নির্ম্মাণ॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম॥১॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান হৈয়া॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈত রূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ১৪ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকঃ—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্য-
ধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি
সত্যং ন তবৈব মায়া॥৪॥

পঞ্চম পঃ দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দ ময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর মহা অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ তেঞি অদ্বৈত পূর্ণনাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥
বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥
কমলনয়নের তিঁহো যাতে অঙ্গ অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস॥

১। অনন্তমূর্ত্তি, গর্ভোদশায়ী ইত্যাদি অসংখ্য মূর্ত্তি। 'এক এক মূর্ত্ত্যে,' গর্ভোদশায়িরূপ অনন্তমূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তিতে। শ্রীঅদ্বৈত জগতের মঙ্গলের হেতু। তিনি সমস্ত মঙ্গল গুণের আলয়। তাঁহার সমস্তচেষ্টাই জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত। শ্রীঅদ্বৈতের নাম সর্ব্বদা জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করে।

ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্বনাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার॥
আচার্য্য-গোসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥২॥
এসব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার॥
মাধবেন্দ্র-পুরীর ইঁহো শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাবসম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরম প্রেয়সী-লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তিঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদ্ গণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ-অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারী মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এসব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব-প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥৩॥

২। কমলাক্ষ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতার রাখা নাম। নামঅবতংস, নামরূপ ভূষণ, শ্রেষ্ঠনাম। কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়াও তাঁহার নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রধান অঙ্গ। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ। মহাপ্রভুর হস্ত এবং মুখাদিই অস্ত্র। "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র" শ্লোকের এইখানে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

৩। গুরু, পিতা মাতা, সম, সখা প্রভৃতি। সম, দাসাদি। ইত্যাদি

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেহো প্রেমে করায় দাস্য অনুকার
তিঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুনহ উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তিঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

১০ম স্কন্ধে ৪৭ অঃ ৫৮ শ্লোকঃ—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজা-
শ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ
প্রহ্বণাদিষু ॥৫॥

তত্রৈব ৫৯ শ্লোকঃ—

কর্ম্মভি র্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র
ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দ্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ
ঈশ্বরে ॥৬॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

তত্রৈব ১০ স্কঃ ১৫ অঃ ১৫ শ্লোকঃ—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ
অপরে হতপাপ্মানো বীজনৈঃ
সমবীজয়ন্ ॥৭॥

প্রেমের একটী বৈশিষ্ট্য। নন্দযশোদার আপনাতে শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধি আছে অথচ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি (পুত্রের) সেবাদি রূপ দাস্যভাব। কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবেই এইরূপ হয়। নন্দ যশোদাদি শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন দাস্য ভাবে বিভোর, তখন অন্যে যে দাস্যভাবেই ভজন করিবেন, তাহাতে কথা কি? নন্দ যশোদার এই ভাবটীকে বাৎসল্য ভাবময় দাস্য বলে। মধুররসেও এই দাস্য ভাবটী সর্ব্বদাই আছে। গোপীগণের ভজনও মধুররসের দাস্য ভাবে।

[শ্লোক] হে উদ্ধব! আমাদের মনোবৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদাম্বুজা আশ্রিতা হয়। বাক্য যেন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে এবং শরীর যেন কৃষ্ণপদে নমস্কার ও সেবাদিতে রত থাকে ॥৫॥

[শ্লোক] কর্ম্মদ্বারা ভ্রাম্যমান আমরা যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন মঙ্গলাচরণ ও দানাদি জনিত পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যেন শ্রীকৃষ্ণে আমাদের রতি হয় ॥৬॥

[শ্লোক] কোন কোন গোপবালক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদ সম্বাহন আর কেহ কেহ ব্যজন দ্বারা মন্দ মধুর বায়ু সঞ্চালন করিয়াছিলেন ॥৭॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ৬ শ্লোকঃ—

ব্রজজনার্ত্তিহন্! বীর! যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত!
ভজ সখে! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারুদর্শয়॥৮॥

তত্রৈব ৪৭ অ, ২০ শ্লোক।

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু॥৯॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তিঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অ, ৩১ শ্লোকঃ—

হা নাথ! রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি
মহাভুজ!
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয়
সন্নিধিং॥১০॥

[শ্লোক] হে ব্রজজনার্ত্তিনাসন! হে বীর! তোমার মৃদুহাস্য যাহারা অবলোকন করে, তাহাদের সর্ব্ব সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী। তুমি আমাদিগকে ভজন কর এবং তোমার সরোরুহ সদৃশ চারুবদন দর্শন করাও॥৮॥

[শ্লোক] দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা গুঞ্জনকারী ভ্রমরকে কহিলেন, হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র, গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া এখন কি মথুরায় আছেন? তিনি তাঁহার পিতৃগৃহ কি মনে করেন? শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ ও উপানন্দাদি জ্ঞাতিগণকে তিনি স্মরণ করেন কি? কোন সময়ে এই কিঙ্করীগণের কথা কখনও বলিয়া থাকেন কি? হায়! অগুরু সুগন্ধ ভুজ কখন তিনি আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন?॥৯॥

[শ্লো] শ্রীরাধিকা কহিলেন, হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাভুজ! তুমি কোথায় আছ? আমরা তোমার দীনাদাসী, আমাদিগকে দর্শন দাও॥১০॥

কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিল আচার্য্য হৈঞা সুস্থির॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী।
তাঁহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥৭॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তের আচার॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার।
ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার।
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥৮॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ, ভক্ত বড় করি মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কঃ ১৬ অঃ ১৪ শ্লোকঃ —

কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেব্য শ্রীচৈতন্যও তেমনই সেবনীয়। মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য উভয়কেই ভজন করিতে হইবে। কৃষ্ণ ভজন ব্যতীত মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ থাকে না। সম্প্রদায় বিহীন ভজন নিষ্ফল হয়।

৭। মূল শরীর হইতে বহু শরীর প্রকট করার নাম কায়ব্যূহ।

৮। এই পয়ারে ভক্ত পদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আনন্দই সার কথা। ভগবান হইতেছেন ভক্তের আনন্দদাতা। ভক্ত আনন্দময় শ্রীভগবানকে ভজন করিয়া অধিকতর সুখী।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৩॥

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তার মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্ত ভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব।
ভক্তভাব অঙ্গ করি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ॥৯॥

৯। ভক্তভাবের মধুরাতিশয়ে মুগ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন। আনন্দের অবস্থিতি প্রেমে। প্রেম ব্যতীত আনন্দ লাভ হয় না। প্রেম বস্তুটাই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। প্রেমের আধার শ্রীরাধিকা। তাই শ্রীরাধিকা সকল হইতে মধুর। এই শ্রীরাধার সঙ্গে যাহার যত সান্নিধ্য, তিনি তত সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে থাকেন, তখনই তিনি মদনমোহন। শ্রীমতী মদনমোহনেরও মনোমোহিনী। ভাবমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ একবারেই শ্রীরাধিকা হইয়া গিয়াছেন।

"রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥" এই রাধাভাবটা শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনেই সর্ব্বাধিক মধুরতা। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবাঢ্য, ইহাই তাঁহার তত্ত্ব। "পঞ্চতত্ত্বাত্মক" শ্লোকে স্পষ্টই শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তরূপ বলা হইয়াছে। ভক্ত ভাবময় শ্রীভগবান ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত ভাবটী আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্ব অবতারের মুকুটমণি। এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন—"সব অবতার সার গোরা অবতার। এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥"

যিনি সর্ব্বদাঃ ব্রজের নাগরী (রাধা) ভাবে বিভোর, তাঁহার মধ্যে কখনই নাগরভাব থাকিতে পারে না, তাই শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণ, হে উদ্ধব! তুমি আমার যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র, শঙ্কর স্বরূপভূত, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা, এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও তাদৃশ প্রিয় নহেন। এমন কি আমার আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নহে ॥১৩॥

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিক-
সাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেহস্য প্রেমভক্তি-
বদান্যতা ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার ॥
পঞ্চ তত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥
পঞ্চ তত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃকড়চায়াঃ শ্লোকঃ -
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি
ভক্তশক্তিকং ॥২॥
১ম পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক শেখর ॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজললনা নাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥
একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধকলেবর ॥১॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুতস্বভাব।
আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি।
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥২॥

১। শ্রীচৈতন্য তত্ত্বতঃ ঈশ্বর। কিন্তু তিনি ঈশ্বর হইলেও সর্ব্বদাই ভক্ত-ভাবাবিষ্ট (রাধাভাবাঢ্য) রাধা ভাব না থাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্য থাকে না।

২। তিন তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য্য। এই তিন

[শ্লোক] যিনি অগতির একমাত্র গতি, যিনি সৎ জন্মাদি রহিত নীচগণের অর্থাৎ প্রেমদাতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি বদান্যতা বর্ণন করিতেছি ॥১॥

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে।
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥৫॥

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া-পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষেমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেমমহাজালে॥

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফেরে ভাবকের সনে॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥৬॥
সনাতন গোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুমাস রহিলা॥

৫। মায়াবাদী, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ। কর্ম্মনিষ্ঠ, যাহাদের কর্ম্মে পুরুষার্থ বুদ্ধি—যাজ্ঞিকাদি। কুতার্কিক, গৌতমাদির অনুবর্ত্তী। গোতমাদির পাষণ্ডী, অবৈদিক। ইহারা ভক্তিবহির্ম্মুখ নিন্দক অধম। মহাপ্রভুর প্রেমবন্যাও ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৬। তপন মিশ্র, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা। মহাপ্রভু শূদ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা (ভোগ) করিতেন না। ভিক্ষা করিতেন, ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের গৃহে। মহাপ্রভু কখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনাচরণ করেন নাই। প্রভু বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ

তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম ॥৭॥
ইহা মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন ॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীরগণ ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কার ঘরে
তাহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে ।
দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে ॥
সবা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলা সেই স্থানে ॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্য ভাস ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ।৮॥

এবং গৃহস্থ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাদির যাহা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিবাহাদিও শাস্ত্রমতেই হইয়াছে।

৭। মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে থাকিয়া সনাতন গোস্বামীকে দুইমাস বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর বাক্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষা পাইয়া যেরূপে ভক্তিযাজন করিয়া গিয়াছেন, গোস্বামিগণের আনুগত্যে আমাদিগকে সেই ভাবেই ভজন করিতে হইবে। আনুগত্য ব্যতীত ভজন হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মটী সর্ব্বদাই আনুগত্যময়।

৮। প্রকাশানন্দ পরে নাম হইয়াছে প্রবোধানন্দ। ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীবৃন্দাবনশতক ও শ্রীবৃন্দাবন রসামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার দেহ কালীদহে সমাহিত আছেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির হইতে সেবিত হইতেছেন।

ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ॥
প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোরে বসিতে না যুয়ায়॥১॥

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥

ইনি শ্রীরাধিকার প্রেম সম্বলিত "রাধারস সুধানিধি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। রাধাপ্রেমে ইহার হৃদয় ভরপুর। এই গ্রন্থেও তিনি মহাপ্রভুর জয়গান করিয়াছেন।

"সে জয়তি গৌর পয়োধির্মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তং।
হৃন্নভ উদশীতলয়ৎ যো রাধারস সুধানিধিনা॥"

সেই গৌর পয়োধির জয় হউক, যিনি মায়াবাদ রূপে সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত আমার হৃদয় আকাশ, রাধারস রূপ সুধানিধির দ্বারা শীতল করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ভক্তের প্রধান লক্ষণ, তিনি সর্ব্বদাই রাধারসে বিভোর থাকেন। শ্রীরাধায় যাহার প্রেম নাই, তিনি কখনই গৌরভক্ত নহেন। সর্ব্বাধিক মধুর এবং সার তত্ত্ব শ্রীরাধিকা। এই শ্রীরাধিকার সঙ্গে যাহার যত যোগ তিনি তত মধুর। শ্রীরাধা প্রেম মাধুরীতে মুগ্ধ বলিয়াই স্বভাব সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আরো সুন্দর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ একবারে রাধাই হইয়া গিয়াছেন।

১। হীন সম্প্রদায়, সন্ন্যাশাশ্রমের দশ নামী আছে। গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, আশ্রম বন, অরণ্য, কানন, পর্ব্বত এবং সরস্বতী। এই সন্ন্যাসী-দিগের মধ্যে গিরি ও পুরীর দণ্ড আচার্য্য কাড়িয়া ভারতীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক রাখিয়াছিলেন। আচার্য্য কর্ত্তৃক দণ্ডিত বলিয়া ভারতীসম্প্রদায় হীন বলিয়া পরিগণিত। মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করায় বলিয়াছেন যে আমি হীন সম্প্রদায়; ইহা দৈন্যোক্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা হীন সম্প্রদায় নহে। ভারতীর লক্ষণ—"বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ, দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ।" যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ, সমস্ত ভার যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, দুঃখভার যিনি জানেন না, তিনি ভারতী। না যুয়ায়, যুক্ত হয় না।

সম্প্রদায়ি সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥১০॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥১১॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥১২॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥১৩॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥৩॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ॥
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল
মন॥১৪॥

১০। হীনাচার, ভক্তিমহিমা না জানায় কীর্ত্তন ও নর্ত্তনকে প্রকাশানন্দ হীনাচার বলিয়াছেন।

১১। "মূর্খ তুমি" ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি গুরুদেবের বাক্য। শ্রীগুরুদেব মহাপ্রভুকে কৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবার কথা বলিয়াছেন। এখানে কৃষ্ণমন্ত্র বলিতে গুরুদেব প্রদত্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। এই মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ।

১২। এই কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিলে সংসার মোচন হইয়া থাকে। এই নাম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ হয়। কৃষ্ণমন্ত্রকেই কৃষ্ণনাম বলা হইয়াছে।

১৩। কলিযুগে এই নাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম সর্ব্বমন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। "সর্ব্বমন্ত্র সার নাম" এই বাক্যে ইহা যে তারকব্রহ্ম হরিনাম স্পষ্টই বুঝা যায়।। অন্য মন্ত্রকে নাম বলা হয় না। তারকব্রহ্ম মন্ত্রকে মন্ত্র এবং নাম উভয়ই বলা হইয়া থাকে।

১৪। গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া আমি অনুক্ষণ গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত

[শ্লোক] কলিকালে কেবল হরিনাম। ইহা ভিন্ন গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥৩॥

ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥১৫॥
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার ॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥১৬॥

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥১৭॥

(তারকব্রহ্ম) নাম গ্রহণ করি। নাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইল।

১৫। এই নাম গ্রহণের ফলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না, উন্মত্ত হইয়াছি। এই নাম লইয়া মদমত্তের ন্যায় আমি হাসি, কাঁদি এবং গান করি।

১৬। আমি শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিলাম, গুরু তুমি আমাকে কিরূপ মন্ত্র প্রদান করিলে? এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমি পাগল হইয়াছি।

১৭। এই নাম আমাকে হাসায় এবং কাঁদায়। শ্রীগুরুদেব আমার বাক্য শুনিয়া বলিলেন—আমি যে তোমাকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দিয়াছি, সেই নামের স্বভাবেই তোমার এইরূপ হইয়াছে। এই তারকব্রহ্মনাম যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণে ভাব হইয়া থাকে। ইহাকে কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম বলা হয়। এই প্রেমের নিকট ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ অতি তুচ্ছ। ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ। এই প্রেমানন্দ সিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দাদি কিছুই নহে। কৃষ্ণনামের ফলেই এই প্রেম লাভ হইয়া থাকে। বহু ভাগ্যেই এই প্রেম তুমি লাভ করিয়াছ।

এখানেও কখন বা কৃষ্ণমন্ত্র কখনও কৃষ্ণনাম বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব

শিষ্যকে তারকব্রহ্ম হরিনাম মন্ত্রই দিয়া থাকেন। সুতরাং এখানে যে তারকব্রহ্ম হরিনামের কথা হইতেছে, সন্দেহ নাই।

মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে এই কৃষ্ণপ্রেম বস্তুটী নাই। প্রেম দূরের কথা, তাহার কৃষ্ণস্মৃতিই দেখা যায় না। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান" প্রেম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি। প্রেম বিভু বস্তু, কাজেই ইহা সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী বস্তু সর্ব্বত্রই থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্র থাকিলেও সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ দেখা যায় না, ইহাও তেমনই। তাদৃশ যোগ্যতাপ্রাপ্ত নির্ম্মল হৃদয়েই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। শ্রবণ এবং কীর্ত্তনাদি ফলেই হৃদয় নির্ম্মল হয়। "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ প্রেম বস্তুটী নিত্যই আছেন, কিন্তু যোগ্যক্ষেত্র ব্যতীত তাহার প্রকাশ নাই। কাষ্ঠে অগ্নি থাকিলেও ঘর্ষণ ব্যতীত যেমন তাহা দেখা যায় না, তদ্রূপ প্রেমবস্তুটী বিভূত হেতু সর্ব্বত্র থাকিলেও শ্রবণাদি সাধন ভক্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়েই প্রেমের উদয় হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে প্রেমোদয় হইতে পারে না "শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়" বাক্যে তাহা বলা হইল।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রণতি মাত্রেতে পাপ হইবেক ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিবে উদয়।" ভক্তির উদয়ে নির্ম্মল হৃদয়ের অপেক্ষা, স্পষ্টই বুঝা যায়। এক্ষণে উপায় কি? হৃদয় নির্ম্মল হয় কি করিয়া? হৃদয় কাম ক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ বলিয়াই ভক্তি লাভ হইতেছে না।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"যদি হয় প্রেমভক্তি, তবে হয় চিত্ত শুদ্ধি" এই দুই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কি? সাধন ভক্তি দ্বারাই হৃদয় নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল হৃদয়েই প্রেমের প্রকাশ। সাধনভক্তির দ্বারাই প্রেমভক্তি লাভ হয়। প্রেমভক্তি সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থা। সিদ্ধান্ত হইল, সাধন-ভক্তিতে প্রেমভক্তি লাভ এবং হৃদয় নির্ম্মল। দুইই একসঙ্গে হইয়া থাকে। ইহা কাক তাল সম্বন্ধের ন্যায়। তালের পক্কতা এবং কাক বসিবার অপেক্ষা সম কালেই চাই।

সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলেও সূর্য্যকান্তমণিতেই যেমন উহার প্রভাব

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনুক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশী তার সর্ব্বজন॥
এত বলি পুনঃ শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ২য় অঃ ৩৮ শ্লোকঃ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥৪॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥১৯॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥২০॥

পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ প্রেমবিভূষণ হেতু সর্ব্বত্র থাকিলেও শুদ্ধচিত্তেই তাহার প্রকাশ দেখা যায়।

১৮। এই প্রেম ভক্তগণকে নাচাইয়া এবং আনন্দরূপ অমৃত সাগরে ভাসাইয়া থাকে।

১৯। এই নাম লইয়া তুমি নৃত্য গীত এবং ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন কর। এই কৃষ্ণনাম উপদেশ দ্বারা সকলকে উদ্ধার কর। এই কথা গুলি ভারতী গোঁসাই মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বলিলেন, আমি গুরু বাক্য দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকি। মহাপ্রভু স্বয়ং তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন এই পয়ারে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কাজেই হরিনাম সংকীর্ত্তনীয় নহে, এইরূপ কথা নিতান্ত অন্যায়।

২০। সেই গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত কৃষ্ণনামই আমাকে গান এবং নৃত্য

[শ্লোক] এই প্রকারে ভক্তি আচরণ-শীল ব্যক্তি প্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারা জাতানুরাগ হইয়া শ্লথহৃদয় হয়। তিনি উন্মাদবৎ কখন উচ্চহাস্য করিয়া থাকেন। কখনও ক্রন্দন, চীৎকার গান এবং নৃত্য করিয়া থাকেন॥৪॥

গৌণ বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য॥২৩॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।॥২৪॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥২৫॥

পরম প্রামাণিক। শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহার নাম মুখ্যাবৃত্তি।

"গোঃ" এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই গলকম্বল ও পুচ্ছবিষাণাদি বিশিষ্ট একটি চতুষ্পাদ-জীব বুঝাইয়া থাকে

ইহাই গো শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। মুখ্যা, লাক্ষণিকা এবং গৌণীভেদে শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ।

২৩। মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনার দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহার নাম গৌণবৃত্তি। "সিংহো দেবদত্তঃ" এখানে সিংহ শব্দের মুখ্যার্থ অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষ।

এখানে কল্পনার দ্বারা দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী এইরূপ অর্থ বোধকে গৌণবৃত্তি কহে। গৌণবৃত্তিতে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলেও ভক্তি নষ্ট হয়। লক্ষণা ৮০ প্রকার। সূত্রের অর্থ বর্ণনাকে ভাষ্য বলে।

২৪। 'শঙ্করাচার্য্য' সাক্ষাৎ ভগবান শঙ্করের অবতার হইয়াও কেন এমন কার্য্য করিলেন? শঙ্করাচার্য্যের ইহাতে কোনই দোষ নাই। তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই এইরূপ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ভগবান্ মহাদেবকে কহিয়াছেন—"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

২৫। "বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।" ব্রহ্ম শব্দের এই মুখ্যার্থ দ্বারা বৃহত্ব ও বৃংহণত্ব ধর্ম্ম থাকাতে, নির্বিশেষ পদার্থ না বুঝাইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানকে বুঝাইয়া থাকে।

অনূর্দ্ধ সমান, যাহা হইতে উর্দ্ধ এবং যাহার সমান নাই। যখন সমান বস্তু নাই, তখন উর্দ্ধ শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি করিয়া? শ্রীভগবান অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু। যিনি নিজে বৃহত্তম এবং সকলকে বৃহৎ করেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং

তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তারে কহে নিরাকার ॥২৬॥
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥২৭॥
তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিতজ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥২৮॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥২৯॥

সর্ব্ববিৎ তিনিই ব্রহ্ম। "বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ॥" এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম শক্তি পূর্ণ স্পষ্টই বুঝা যায়। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান।

২৬। চিদ্বিভূতি, চিন্ময় বৈভব। পুরুষ সূক্তমধ্যে যে ত্রিপাদ বিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি। শ্রুতির চিদ্বিভূতির ন্যায় শ্রীভগবানের চিদ্বিগ্রহের কথাও বলা হইয়াছে।

ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবান কখনই নিরাকার নহেন। "বিলাস বিনোদ লীলা বই নাহি যার। নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোনছার ॥"

২৭। শ্রীভগবানের দেহ, ধাম পরিকর সমস্তই চিদানন্দময়। ইহাতে কখনই প্রকৃতি সম্বন্ধ নাই।

শঙ্করাচার্য্য এই সমস্তকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়াছেন। ইহা হইতে পারে না।

২৮। ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ। জীবের স্বরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। প্রজ্বলিত অগ্নিকে অন্ধকার যেমন আবরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াও ঈশ্বরকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকার যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে পরাভব করে, তদ্রূপ মায়া [illegible] থাকে।

২৯। জীব শ্রীভগবানের শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান। কাজেই জীব এবং ভগবান কিছুতেই অভেদ [illegible] দুই শ্লোকে এই বিষয় প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

তথাহি গীতায়াং ৭ম অঃ ৫ম শ্লোকঃ—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬॥

বিষ্ণুপুরাণেচ ষষ্ঠাংশে সপ্তমাংশে ৬০ শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা-তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৭॥

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব ॥৩০॥
ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ ॥৩১॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥

৩০। অণুচৈতন্য জীব ঈশ্বরের শক্তি। শঙ্করাচার্য্য তাহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের মহিমা আচ্ছন্ন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য জীবতত্ত্ব লইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব অর্থাৎ জীবই ঈশ্বর ইহা লিখিয়াছেন তাঁহার মতে অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব এবং মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর। জীবও ঈশ্বরে অভেদ। ঈশ্বরের মহিমা তিনি জীবে স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, অবিদ্যা ও মায়া দুইয়েরই বিনাশ আছে। কাজেই অবিদ্যা নাশে জীবের এবং মায়া নাশে ঈশ্বরের বিনাশ হয়।

বিচার করিলে বুঝা যাইবে শঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর তত্ত্ব স্থাপন করিতে গিয়া সেই তত্ত্বের অপলাপই করিয়াছেন।

৩১। পরিণাম বাদ, ইহার লক্ষণ—

"অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা।"

বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম কুম্ভ ও সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রে সদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন ইহাই বলায় পরিণামবাদই কথিত

[শ্লোক] হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা তাহা হইতে ভিন্ন আর একটী আমার জীবভূত প্রকৃতি (শক্তি) আছে। এই শক্তিটী জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥৬॥

[শ্লোক] বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা, (অন্তরঙ্গা) অবিদ্যা অপরা (তটস্থা) ও কর্ম্মসংজ্ঞা (বহিরঙ্গা) তৃতীয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি ॥৭॥

বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান ॥৩২॥

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম।৩৩॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥৩৪॥

নানা বস্তু রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥৩৫॥

হইয়াছে। ব্যাসদেব ভ্রান্ত হইয়াই পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা বলা নিতান্ত অন্যায়।

পরিণামবাদে ঈশ্বরে বিকারিত্ব দোষ ঘটে, এই আশঙ্কায়ই শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"অবস্থান্তর ভানন্তু বিবর্ত্ত রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেহপ্যস্যসৌব্যোম্নিতলম্যালিন্য কল্পনাৎ॥"

স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও অবস্থান্তরবৎ প্রতীতের নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। ইহা নিরবয়ব পদার্থেও দৃষ্ট হয়, যেমন আকাশে তল অর্থাৎ অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণি কটাহতুল্যত্ব এবং মালিন্য। এইরূপ জ্ঞান অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

বিষ্ণুই ঈশ্বর বিশ্বরূপে পরিণত হইলে তাঁহার নির্বিকারত্ব থাকে না। যাহার বিকার আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ব্যাস ভ্রান্ত, ইহা মনে করিয়াই শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদের পরিবর্তে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

৩২। নশ্বর দেহে আত্মা বলিয়া বুদ্ধিই বিবর্ত্তবাদ। আমিই ভগবান এইরূপ জ্ঞানকেই বিবর্ত্তবাদ বলা হয়। অবশ্য শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে বিবর্ত্তবাদেরও কথা দৃষ্ট হয়, তাহা বৈরাগ্যের জন্য। "আত্মকৃতে" সূত্রের গোবিন্দভাষ্য—"এবমপিক্কচিৎ তদুক্তির্বিরাগায়েবেতি তত্ত্ববিদঃ।"

৩৩। যাহা চিন্তা শক্তির অতীত তাহাকেই অবিচিন্ত্য বলে। অবিচিন্ত্য শক্তি যুক্ত শ্রীভগবান ইচ্ছা বশতঃ জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার রূপ।

৩৪। জগদ্রূপে পরিণত হইলেও স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি বিকার প্রাপ্ত হন না। প্রাকৃত চিন্তামণিকেই এই বিষয় দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করা যায়।

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥৩৫॥

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥৩৬॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥৩৭

৩৫। প্রাকৃত চিন্তামণি হইতে নানা রত্ন উৎপন্ন হইলেও চিন্তামণি স্বরূপে অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত বস্তুতেই যখন এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি আছে, তখন ঈশ্বর যে বিশ্বরূপে পরিণত হইলেও স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৩৬। উপক্রম এবং উপসংহারাদি দ্বারা গ্রন্থের যে তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, তাহার নাম মহাবাক্য। প্রণব সমস্ত বেদের নিদান অর্থাৎ কারণ। প্রণব হইতেই বেদ সকলের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রণব ঈশ্বরের স্বরূপ এবং সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়। ভাগবত বলেন—"ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শেত্যাদি" প্রণব বেদরাশিকে উদ্গীরণ ও উপসংহার করেন। শ্রুতি বলেন "এতদ্বৈ সত্যকামপরঞ্চাপরঞ্চব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ওঁকার।" প্রণব পরব্রহ্মের মূর্ত্তি। 'অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥" অকার শব্দে সর্ব্বলোক নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। উকার শব্দে শ্রীরাধিকা। মকার শব্দে জীব। গীতায়ও প্রণবকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইয়াছে। "ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম।" ওঁ তৎ এবং সৎ" ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ। প্রণব পরমেশ্বরের বাচক। এইজন্য প্রণবই মহাবাক্য। "তত্ত্বমসি" বেদের একস্থানে প্রসঙ্গাধীন গুরুদেব শিষ্যকে বলিয়াছেন। গুরুদেব শিষ্যকে সাধারণ ভাবে বলিলেন, তুমি পরমাত্মার তটস্থ শক্তি। কিন্তু ছান্দোগ্যের উপক্রম এবং উপসংহারাদিতে ব্রহ্মেরই উদ্দেশ আছে। ষষ্ঠ প্রপাটকেও সেইরূপই দৃষ্ট হয়। বেদের কোন স্থানেই উপক্রমাদি ষ তাৎপর্য্যার্থে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য নির্দ্দেশ নাই। সকল বেদার্থের স "তত্ত্বমসি" বাক্যের সমন্বয় না থাকায় ইহা কখনই মহাবাক্য হইতে পারেনা। তত্ত্বমসি বেদের একদেশে মাত্র কথিত হওয়ায়, ইহা সর্ব্ববেদে কথিত প্রণবের আশ্রিত হইয়াছে।

৩৭। প্রণবই সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বমসি বেদের একদেশে মাত্র কথিত হওয়ায় তাহা শ্রীভগবানের উদ্দেশ হইতে পারে না।

প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥৩৮॥
সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যাবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥৩৯॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥

এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥
এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসিগণ ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥

৩৮। ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা যাহার তাৎপর্য্যার্থ নির্ণীত হয়, তাহার নাম মহাবাক্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চারি বেদের চারিটী শাখা হইতে চারিটী মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", যজুর্ব্বেদ শাখায় "অহং ব্রহ্মাস্মি", সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাগত 'তত্ত্বমসি' ও অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।"

শঙ্করাচার্য্য যে এই চারিটী মহাবাক্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। এই চারিটী বাক্য বেদের একদেশ কাজেই মহাবাক্য হইতে পারে না। "সর্ব্বং প্রণব একাত্মে" ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত বেদের নিদান, ঈশ্বর স্বরূপ ও বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য।

৩৯। অভিধান, মুখ্যাবৃত্তির দ্বারা কীর্ত্তন। গীতা "বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেব-বেদ্যঃ"

সর্ব্ব বেদের অভিধেয় কৃষ্ণ। "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" বেদ, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে আদি মধ্য ও অন্তে শ্রীহরিই গীত হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবতে "মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং" বেদ আমাকে বিধান এবং অভিধান করে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি" এই শ্রীকৃষ্ণই অগ্রে ছিলেন। "কৃষ্ণ এব পরো দেব স্তংধ্যায়েদিতি" ইত্যাদি বচনও আছে

গঙ্গা না বুঝাইয়া তীর বুঝাইতেছে। শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধিত বস্তুর প্রবৃত্তিকে লক্ষণা বলে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ।" এখানে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গা না বুঝাইয়া তীর বুঝাইতেছে।

আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥৪০
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান।
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ৪১॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের ভগবান সে সম্বন্ধ ॥৪২॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥৪৩॥
ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায় ॥৪৪

৪০। স্বতঃ প্রমাণ বেদ, যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে দীপাদির আবশ্যক করে না, তেমনই বেদকে আর কিছু দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। বেদের প্রমাণ বেদই। বেদ দ্বারা অন্য শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হয়।

বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ প্রচার করিলে স্বতঃ প্রমাণতা থাকে না।

মহাপ্রভুর বিচার শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ কহিলেন, তুমি যে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ খণ্ডন করিয়াছ ইহা বিবাদ অর্থাৎ মিথ্যা নহে। আচার্য্যের অর্থ যে কল্পিত, ইহা আমরা জানি, তথাপি নিজ সম্প্রদায়ের লোক দুঃখ পাইবে বলিয়া তাহা মানিয়া থাকি।

৪১। তুমি মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা শক্তি প্রদর্শন কর। মহাপ্রভু সূত্রের মুখ্য অর্থ করিতে লাগিলেন। যিনি স্বতঃ বৃহৎ ও অন্যকে বৃহৎ করেন তিনিই ব্রহ্ম। বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবান। তিনি কখনই নির্ব্বিশেষ নহেন। এই ভগবানই পরতত্ত্ব।

৪২। ভগবানের ঐশ্বর্য্য তত্ত্বতঃ চিদানন্দময়, এখানে মায়া নাই। সকল বেদ শ্রীভগবানের কথাই বলেন।

৪৩। শ্রীভগবানের চিৎশক্তি ও চিদাকার না মানিলে অর্দ্ধস্বরূপ না মানায় তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের মাত্র সত্তা স্বীকার করেন, আকার ও শক্তি প্রভৃতি স্বীকার করেন না। শক্তিহীন ব্রহ্মের কোনই মূল্য নাই।

৪৪। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রবণাদি সাধন ভক্তিই পরম উপায়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসম্বাহনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।"

সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধন ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥৪৫॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥৪৬॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম
এই তিন অর্থ সর্ব্ব সূত্রে পর্য্যবসান ॥৪৭॥
এই মত সর্ব্ব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন।
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ।
এই মতে তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিল প্রসাদ ॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥

৪৫। শ্রবণাদি সাধন ভক্তিই সর্ব্ববেদে অভিধেয় (কর্ত্তব্য) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধন ভক্তিতেই প্রেমভক্তির উদ্গম হয়। বেদ শাস্ত্র ধর্ম্মাদিকে চতুর্ব্বর্গ বলিয়া প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) রূপে স্থাপন করিয়াছেন।

৪৬। প্রেম ক্রমে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনুরাগ রূপে প্রকাশিত হন। অনুরাগের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কামিনী কাঞ্চনাদিতে (আসক্তিতে) মন থাকে না। যতদিন পর্য্যন্ত কামনা বাসনা প্রভৃতির তাড়না থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে প্রকৃত অনুরাগ হয় নাই। অনুরাগী ব্যক্তির বিষয়ে মন থাকে না। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—
"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন ॥"
শ্রীভগবদ্ভক্তিতে সমস্ত বিষয় বাসনা বিদূরিত হয়। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায় প্রেমোদয়ে সর্ব্ব বাসনা, বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয়, ও প্রেম প্রয়োজন, এই তিনটী বিষয় সমস্ত বেদান্তসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকললোক হয় মহাভিড়ে ॥
বাহু তুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত ভরি ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥ ৪৮
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥ ৪৯
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান ॥ ৫০॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥

৪৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বরূপেই প্রেম দান করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্বের উপাসনা ব্যতীত প্রেম লাভ হইবে না।

৪৯। দুই সেনাপতি, শ্রীরূপ এবং সনাতন গোস্বামী। ভক্তি প্রচার কার্য্যে এই দুইজনই প্রধান। শ্রীরূপ গোস্বামী বয়সে ছোট হইলেও আগে মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়াছেন, তাই সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোস্বামিগণের আনুগত্যেই ভজন করিতে হইবে। গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতীত ভক্তি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না।

৫০। পঞ্চতত্ত্বের মহিমা জ্ঞানেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যাহারা এই পঞ্চতত্ত্বের উপাসনায় বিমুখ, তাহারা শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য বিহার।
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান নিরূপণং
নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

৫১। গ্রন্থকার সর্ব্বদাই গোস্বামীর আনুগত্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম আনুগত্যময়।
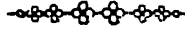
অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে
জড়োপ্যয়ং ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥১॥
মূক কবিত্ব করে যাসবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে।
এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তাসবার বিদ্যাপাঠ ভেক কোলাহল ॥২॥
এসব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য
তারে জানি ॥৩॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার।

১। এই সমস্ত পয়ারে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করা হইয়াছে। [illegible] সহিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা।

২। “এ সব” পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত শ্রী[illegible] যাহারা উপাসনা করেন না, তাহাদের বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহলের ন্যায় অসার।

৩। দ্বাপর যোগে জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণ বিষ্ণুর পূজা করিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন না, এইজন্য তাহারা যেমন দৈত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিয়া যাহারা শ্রীচৈতন্যের পূজা করেন না, তাহারাও দৈত্য।

[শ্লোক] যাঁহার কৃপা[illegible] করিতেছি, সেই ভগবান শ্রী[illegible]

উপাদি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ
অঃ ১৮ শ্লোকঃ—
রাজন্! পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন
ভক্তিযোগং ॥৩॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥৬॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গাবয় ॥৭॥

পুত্রকে চকচকে কাচের বস্তু দিয়া থাকেন। কিন্তু পুত্র বড় হইলে পিতা যেমন তাহাকে ডাকিয়া মোহর প্রদান করেন, তেমনই বিষয়াদি অভিলাষ যুক্ত সাধককে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন না। কিন্তু ভক্ত যখন গাঢ় আসক্তির ভূমিকায় আরূঢ় হন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে প্রেম প্রদান করেন।

এই স্থানটীর ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণে শ্রীচৈতন্যের দয়া এবং কৃষ্ণভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই কথাটী মনে না রাখিলে পরবর্ত্তী পয়ারের অর্থ বুঝা যাইবে না।

৬। হেন প্রেম, দুর্লভ এই কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বস্তুটী কখনও অযোগ্য স্থলে গোপন করিয়া রাখেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য এই কৃষ্ণপ্রেম সকলকেই অবিচারে প্রদান করেন। তিনি মহাপাপী জগাই মাধাইকেও প্রেমদান করিয়াছেন। অন্যের সম্বন্ধে আর কথা কি? এই গুণেই শ্রীচৈতন্য পতিতের পরম ভরসা।

৭। শ্রীচৈতন্য স্বতন্ত্র (স্বাধীন) ঈশ্বর বলিয়া নিগূঢ় ভাণ্ডারের প্রেম অবিচারে বিলাইয়াছেন। এই প্রকার প্রেমদাতা অবতারের নামটী স্মরণ এবং গ্রহণ করিলেও অদ্যাপি কৃষ্ণ প্রেম লাভ হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ

[শ্লোক] হে রাজন্! ভগবান মুকুন্দ তোমাদের ও যদুদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্যদেব, প্রিয়, এবং কুলপতি। এমন কি তিনি দৌত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ প্রদান করেন না ॥৩॥

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥৯॥

অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনই অপরাধ পূর্ণ মলিন হৃদয়ে কৃষ্ণনাম বীজের অঙ্কুর হয় না। অপরাধী আমি এই জন্যই কৃষ্ণপ্রেম লাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

সেবাপরাধ চৌষট্টি প্রকার। নামাপরাধ দশ প্রকার। সেবাপরাধ দৈনন্দিন স্তোত্র পাঠ এবং নামাদি গ্রহণে অনায়াসে ক্ষয় হয়, কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয় না। নিরন্তর নাম গ্রহণ এবং ভক্তি অঙ্গের বিশেষ রূপে অনুষ্ঠানে নামাপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে। নামাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা কর্ত্তব্য। নিম্নে নামাপরাধ লিখিত হইল।

১। সতাংশনিন্দা, ২। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবস্য নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং, ৩। গুরববজ্ঞা, ৪। শ্রুতিতদনুগতশাস্ত্রনিন্দনং, ৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমিদমিতি মনন, ৬। তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনং, ৭। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ, ৮। অন্যশুভক্রিয়াভিঃনাম—সাম্যমননং, ৯। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ, ১০। নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপ্যপ্রীতিরিতি।

১। সাধুনিন্দা, ২। বিষ্ণুনামাদি হইতে শিবনাম নিজ স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন, (শিবকে পৃথক ঈশ্বর জ্ঞান করা) শিব কৃষ্ণেরই গুণাবতার ইহা বুঝিতে হইবে। ৩। শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি, ৪। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা, ৫। হরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পনা, ৭। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, ৮। অন্য শুভ কর্ম্মের সঙ্গে হরিনামের তুল্যত্ব চিন্তন, ৯। শ্রদ্ধাবিহীনকে নামোপদেশ, ১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণেও তাহাতে অপ্রীতি।

৯। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পরম দয়ার গুণে অপরাধীর অপরাধ বিচার করেন না। এখানে "নাম লইতে" অর্থে কৃষ্ণ নাম লইতে। পূর্ব্বে যে নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, সেই নামের কথাই বলা হইয়াছে।

কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে গৌর নামের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। অপরাধী কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলে প্রেম প্রাপ্ত হন না, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধীকে প্রেম প্রদান করেন না; কিন্তু শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ

অপরাধীর অপরাধ না ধরিয়া প্রেম দিয়া থাকেন। জগাই মাধাই বাসুদেব প্রভৃতিই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর শ্রীচৈতন্য "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে প্রেম লাভের উপায়ও বলিয়াছেন। "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায় তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥"

এই সমস্ত পয়ারে যে কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য এবং শ্রীচৈতন্যের পরম কৃপালুত্বের কথাই বলা হইয়াছে, ত দ্বিতীয়ার নবদশ পরিচ্ছেদে অনুবাদ বাক্যে গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন। "অষ্টমে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ। এক কৃষ্ণ নামের মহা মহিমা কথন॥" গৌর নামের মহিমা বর্ণন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে রাম, নারায়ণ এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চৈতন্য এবং কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্যের কোন তারতম্য শাস্ত্রে দেখা যায় না। এই স্থানে গৌর এবং কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্যের তারতম্য করা হয় নাই। আর এখানে শুধু শ্রীচৈতন্যের কথা নহে, নিত্যানন্দের কথাও বলা হইয়াছে।

পরম করুণা হেতু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃষ্ণ নাম গ্রহণকারীকে অবিচারে প্রেম প্রদান করেন, ইহাই পয়ার বাক্যের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া প্রেম দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য এই সমস্ত বিচার করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের দয়ার মহিমাই এখানে বলা হইয়াছে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।"

শ্রীগৌরাঙ্গের এই অপরিসীম করুণা লক্ষ্য করিয়াই কবি গাহিয়াছেন—
"কি কহব শত শত তুয়া অবতার। একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥"

কৃষ্ণ অবতার হইতেও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কৃপাতিশয্যের অনন্ত প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য হইতে গৌর নামের অধিক মাহাত্ম্য কোথাও দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় করুণা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে প্রকটিত করিয়াছেন। যদি তিনি গৌর রূপে অবতীর্ণ না হইতেন, তবে তাঁহার অনন্ত করুণার পূর্ণতম পরিচয় পাওয়া যাইত না।

কৃষ্ণনাম অপরাধ থাকিতে প্রেম দান করেন না, গৌর নাম অপরাধ থাকিতেও প্রেম দান করেন, সুতরাং কৃষ্ণনাম লইবার প্রয়োজন নাই, গৌর নামই লইব, এইরূপ কথা অপরাধই বৃদ্ধি করে। এই পয়ারে কৃষ্ণ নাম

এবং গৌর নামের মাহাত্ম্য তারতম্য করা হয় নাই, এই কথাটী বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম এবং গৌর নাম উভয়ই প্রেমদ। কৃষ্ণ বলিতে গৌর এবং গৌর বলিতে কৃষ্ণ যদি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি না পায়, তবে বুঝিতে হইবে কৃষ্ণ এবং গৌর তত্ত্বের যথার্থ পরিজ্ঞান হয় নাই। গৌরলীলাকে লইয়া কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলাকে লইয়াই গৌরলীলার পূর্ণতা। কোনও শাস্ত্রে স্বতন্ত্র রূপে গৌর নামের মহিমা বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য দিয়াই গৌর নামের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম এবং গৌর নামের তুল্য মাহাত্ম্য। উভয় নামই মধুমাখা।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভজন সম্বন্ধেই কবিরাজ গোস্বামী এই কথা গুলি বলিয়াছেন—"অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধ বাহু হৈয়া। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥"

যদি কেহ এই বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্ক করেন, তাই বলিতেছেন, শ্রীভগবৎ ভজন বিষয়ে দয়াই প্রধান কথা। যে অবতারে যত অধিক দয়া, সেই অবতার তত ভজনীয়। যদি শ্রীভগবানে পূর্ণ করুণার অভিব্যক্তি না থাকে, তবে পতিতের ভরসা কোথায়?

শ্রীগৌরাঙ্গের পরম কৃপার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। গৌরনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রকরণের উদ্দেশ্য নহে। আর গৌরনামের মাহাত্ম্যাধিক্য সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে বা পরে গ্রন্থকার কিছুই বলেন নাই। উপক্রম ও উপসংহারাদি দ্বারাই শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণনাম এবং গৌরনাম মাহাত্ম্যের তারতম্য কোন শাস্ত্রেই বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু দয়া মাহাত্ম্যের বিচার গোস্বামী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কৃপাধিক্যেই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মধুরতা।

"ক সা নিরঙ্কুশ কৃপা কতদ্বৈভবমদ্ভুতম্।
ক সা বৎসলতা শৌরে যাদৃক তবাত্মনি॥"

গৌরদেহে যাদৃশ দয়া, অদ্ভুতবৈভব এবং বাৎসল্য ভাব শ্রীকৃষ্ণ দেহে তাদৃশ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একবস্তু। দেহভেদেই দয়ার ভেদ। শ্রীচৈতন্যের দয়াও কৃষ্ণেরই দয়া, কৃষ্ণের দয়াও শ্রীচৈতন্যেরই। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি থাকিলে নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ হইবে।

অত্যন্ত দয়াল প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥১০॥

অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ আনি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥১১॥

বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন॥১২॥

১০। উপরোক্ত পয়ার সমূহে শ্রীগৌরাঙ্গের দয়ার কথা বলিয়া এক্ষণে তদ্ভজনের কথা বলিতেছেন। "উদার" অর্থ দানশীল, দাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ "অত্যন্ত উদার" অর্থাৎ অতিশয় দাতা। এখানেও শ্রীগৌরাঙ্গের পরম বদান্যতার কথাই বলা হইয়াছে। এমন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজন না করিলে আর উদ্ধারের উপায় নাই।

১১। এখানে শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে। চৈতন্যমঙ্গল বলিতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত। এই গ্রন্থের পূর্ব্বে নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের সিদ্ধান্তেই কবিরাজ গোস্বামী অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীগৌরাঙ্গের নাগর ভাবের সমর্থন করেন নাই। "অতএব যত মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গ নাগর হেন কেহ নাহি বলে॥"

বৃন্দাবন দাসের মুখে শ্রীচৈতন্যই বক্তা। কাজেই নাগরভাব শ্রীগৌরাঙ্গেরও গ্রাহ্য নহে। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থেও নাগর ভাবের বর্ণনা নাই।

১২। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পিতৃ নাম কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণীর বৈধব্য অবস্থাতে তাহার জন্ম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভু প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণে নারায়ণীর গর্ভ হয়। অলৌকিক বলিয়া অনেকে এই ঘটনা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মাত্র অলৌকিকত্ব

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥১৩
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সংকোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণ সদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ দেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥

হেতু ইহা বিশ্বাস না করিবার কারণ নাই। মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাই অলৌকিক। চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণী যে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন তাহা কি অলৌকিক নহে? সদ্য আম্র বৃক্ষে ফলোৎপাদন এবং ব্যাঘ্রাদির কৃষ্ণ নামে নৃত্য প্রভৃতিও অলৌকিক। এই বিষয় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। তিনি মাতা নারায়ণীর নামেই পরিচিত।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননী নারায়ণী ব্রজলীলায় কিলিম্বা নাম্নী ধাত্রী ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে—দ্বাপরের বেদব্যাসই কলিতে বৃন্দাবন দাস। ব্রজের কুসুমাপীড় সখা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

১৩। "অতএব ভজ" এই বাক্যে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দের দয়ার কথা বলিয়া তাঁহাদের ভজনের কথা বলিয়াছেন। "অতএব" শব্দে পূর্ব্ব কথার অর্থ সঙ্গতি হয়। পূর্ব্বে যে গৌর নিত্যানন্দ নামের মাহাত্ম্য না বলিয়া তাঁহাদের দয়ার কথাই বলা হইয়াছে এই পয়ারেও তাহা বুঝা যাইতেছে। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজন করিলে সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হইবে এবং ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে।

যথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
তিঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাহিঞি॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভুগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাহিঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আর যত বৃন্দাবনবাসি ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁসবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাঁই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ।১৬॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥১৭॥

১৬। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অনুমতি হইলে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষাংশ বর্ণিত হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে।

১৭। শ্রীরূপ এবং রঘুনাথ প্রভৃতি ছয় গোস্বামীর শ্রীচরণের কৃপা বলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। গোস্বামিগণের আনুগত্য ব্যতীত ব্রজধামে প্রবেশের উপায় নাই। ব্রজ কাননের কোকিল বড়ই দুর্লভ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞা-রূপকথনং নামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

———:০:———

নবম পরিচ্ছেদঃ।

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলাগুণ।
জানি বা না জানি করি আপন শোধন ॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥২॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী

[শ্লোক] যাহার কৃপায় কুক্কুরও পরম সুখে মহাসাগর পার হয়, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি ॥১॥

[শ্লোক] যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালাকার ও স্বয়ংই প্রেমকল্পতরু এবং তাহার ফলের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় লইলাম ॥২॥

জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥১
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হয়্যা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধমূলাশ্রয় ॥২॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥৩॥

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেত করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥৪॥

১। কৃষ্ণপ্রেমপুর, কৃষ্ণ প্রেমের সমুদ্র। মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই কৃষ্ণ প্রেমের প্রচার। "ভক্তি কল্পতরু" বলিতে স্বয়ং মহাপ্রভু। পুরী গোস্বামী হইতে প্রেমের প্রথমারম্ভ বলিয়া অঙ্কুর বলা হইয়াছে।

২। অঙ্কুর পুষ্ট হইল, ঈশ্বরপুরী হইতে ক্রমশঃ শুদ্ধ ভক্তি মার্গ (রাগানুগা) বিস্তৃত হইতে লাগিল। আগেও শুদ্ধাভক্তি ছিল, কিন্তু বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ঈশ্বরপুরী হালিসহর নগরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পুষ্ট অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ হয়। শ্রীচৈতন্য মালী হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিতে স্কন্ধ অর্থাৎ বৃক্ষ হইলেন। তিনি সকল শাখার মূল আশ্রয়।

৩। মূল, বৃক্ষের নিম্নের শিকড়। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয় জনকে নবমূল বলা হইয়াছে। এই নয়টী মূল আবার মাধবেন্দ্রপুরী হইতে বাহির হইলেন। পরমানন্দ পুরীর জন্ম স্থান ত্রিহুত। নিকসিল, বাহির হইল। এই নব মূল বৃক্ষকে নিশ্চল করিলেন। ইঁহাদেরই প্রভাবে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত রূপ ঝঞ্ঝাবায়ু মূল ভক্তি বৃক্ষকে নড়াইতে পারে নাই।

৪। গুড়ির উপরে যে প্রধান ডাল, তাহাকে স্কন্ধশাখা বলে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দকে স্কন্ধশাখা বলা হইয়াছে।

একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করে করি পর উপকার।৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ২২ অঃ ২৮ শ্লোকঃ—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥৩॥

বিষ্ণুপুরাণে—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪॥

[illegible] মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ২২ অঃ ২৩ শ্লোকঃ—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৫॥

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার॥

৭। ইহা মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য। পরোপকারেই জীবনের সফলতা। ভক্তিধর্ম্ম প্রচারই প্রকৃত পরোপকার।

[শ্লোক] সর্ব্বদা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও উপদেশাদিদ্বারা জীবগণের উপকার সাধনেই দেহিদিগের জন্মের সফলতা ॥৩॥

[শ্লোক] ইহলোকে ও পরলোকে যাহাতে প্রাণিগণের উপকার হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা তাহারই অনুষ্ঠান করিবে ॥৪॥

[শ্লোক] প্রাণিগণের জীবিকা স্বরূপ এই তরুগণের জন্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুজনের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতে প্রার্থীগণ কখনই বিমুখ হয় না ॥৫॥

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হৈল সকল॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥
প্রভু মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এইত কহিল কল্পবৃক্ষ বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরু বর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

—:০:—

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম বিবরণ ॥
চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব কারও না হয় নিশ্চয় ॥
যে যে মহান্ত করিব তা সবার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥
অতএব তাঁ সবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত ।১॥

১। অকথ্য কথন, বাক্য দ্বারা যাহা বর্ণনা করা যায় না, তাহাই অকথ্য কথা। শ্রীচৈতন্যকে মালী এবং বৃক্ষ উভয়ই বলা হইয়াছে। মুখ্য শাখার অর্থাৎ ভক্তগণের। আর পয়ারে ইঁহাদিগকে পারিষদ এবং শ্লোকে "শাখারূপান্ ভক্তগণান্" বলিয়াছেন। ইহার পরে আবার পয়ার বাক্যে বলা হইয়াছে—"এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ। "সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ" ইত্যাদি। কেহ কেহ যে এখানে শাখা শব্দের অর্থ শিষ্য বলেন, তাহা নিতান্ত ভ্রম। আদ্যোপান্ত পরিচ্ছেদটী পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শাখা শব্দের অর্থ স্থল বিশেষে পারিষদ, ভক্ত এবং শিষ্য এই তিনটীই হয়। এখানে শাখা শব্দের অর্থ পারিষদ ও ভক্ত।

[শ্লোক] শ্রীচৈতন্য চরণকমলের ভক্তরূপ মধুকরগণকে বারম্বার প্রণাম করি। যাঁহাদের যে কোন প্রকার আশ্রয় করিলে কুক্কুরও তদ্গন্ধযুক্ত হয় ॥১॥

[শ্লোক] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক প্রেমরূপ [illegible] শাখারূপ ভক্তগণকে বন্দনা করি ॥২॥

শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন॥২॥

২। শ্রীবাস পণ্ডিত এবং শ্রীরাম এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের দুই শাখা। মহাপ্রভুর শাখা বলিতে ভক্ত বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে এই বিষয় প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সহোদর শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি এবং দাস দাসীগণ মহাপ্রভুর শাখা (ভক্ত) শ্রীবাস এবং শ্রীরামের উপশাখা। ইহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান কুমারহট্টে। কুমারহট্ট হালি সহরের নিকট। ইহারা মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন হইত। শ্রীবাসের গৃহ কৃষ্ণ কীর্ত্তনের রাসস্থলী। কীর্ত্তন রাসে এইবার শরত বসন্ত, দিবা রাত্র, পূর্ণিমা অমাবস্যা এবং বালক বৃদ্ধের বিচার নাই। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন কলিযুগের রাসলীলা। রাসেও নৃত্য, কীর্ত্তনেও নৃত্য। রাসে বংশীধ্বনি, শ্রীকীর্ত্তনে হরিধ্বনি। বংশীধ্বনিতে যমুনা উজান বহিতেন, হরিধ্বনিতে সুরধনী উজান বাইতেন। "হরিনামের ধ্বনি শুনে যমুনা উজান ধায়।" বংশীধ্বনিতে গোপীগণ মিলিত হইতেন, কীর্ত্তন ধ্বনিতে ভক্তগণ আসিয়া মিলিতেন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার লীলাদি শ্রীবাসের গৃহেই হইল।

"[illegible] অবতার যেন বাসুদেব ঘরে।
প্রকট বিহার সব নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথ গৃহে হইল এই অবতার।
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে সকল বিহার॥"

এখনও শ্রীবাসের গৃহে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন হইতেছেন। "সদা" শব্দে নিত্য বুঝাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা নিত্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের "নমঃ ত্রিকাল সত্যায়" শ্লোকই এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান তিন কালেই সমভাবে বিদ্যমান। এইজন্যই পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেব প্রভৃতি মহাপ্রভুর বর্ত্তমান কলিযুগে আবির্ভাবের পূর্ব্বেও রাসমার্গে কৃষ্ণভজন পাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মাত্র এই একবার আসেন নাই। এক ব্রহ্মাণ্ডে না আর ব্রহ্মাণ্ডে

নিত্যই অনাদি কাল হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেই ব্রজের উন্নত উজ্জ্বল রসের প্রচার। এইজন্যই "অনর্পিতচরিং-চিরাৎ" বলা হয়। ব্রজপ্রেম নিত্য বস্তু। কাজেই ইহা চারি যুগেই ছিল। তবে অন্য যুগে ইহা আস্বাদনের পাত্র অধিক ছিলেন না। জয়দেব প্রভৃতি ব্রজের ভজন মহাপ্রভু হইতেই অন্য কলিযুগে পাইয়াছেন। লীলা অপ্রকটের পর কালক্রমে এই ব্রজের ভজন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। মাত্র নিত্যপার্ষদ হেতু জয়দেবাদিতে এই প্রেমটী দেখা যাইত। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা অনাদি। অনাদি না হইলে লীলার নিত্যত্ব থাকে না। এই লীলার বিরাম নাই। "এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।" এখনও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতেছে।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

অদ্যাবধি বলিতে কেবল কলিযুগের শেষ নহে। সত্যাদি যুগেও শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইবে, তবে তাহা অপ্রকট ভাবে। মাত্র কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলা হয়।

সত্যাদি চারি যুগের লীলা ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই হইতেছে। এক ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই হইতেছে। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন সত্যযুগের লীলা অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে তখন ত্রেতাযুগের, দ্বাপর ও কলিযুগের লীলা হইতে পারে। তবে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই লীলা গুলি অনুক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্যের পর ত্রেতার, তৎপর দ্বাপর এবং কলিযুগের লীলা হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল নিত্যই ঘূর্ণিত হইতেছে। এই লীলা মণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যায় ক্রমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ চক্রবৎ এই লীলাচক্র ফিরিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীভগবৎ লীলাকে নিত্য বলা হয়। আজও এক ব্রহ্মাণ্ডে [illegible]লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা এবং আর এক ব্রহ্মাণ্ডে গৌরলীলা [illegible]। নচেৎ প্রকট লীলায় নিত্যত্ব থাকে না। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই নিত্য।

পয়ারের "সদা সংকীর্ত্তন" সদা শব্দটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে।

চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা ॥৩৩॥
শ্রীআচার্যরত্ন নাম এক বড় শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা ॥
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা, জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥

৩৩। এই চারি ভাই সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। গৌরচন্দ্র ব্যতীত অন্য দেব দেবীর উপাসনা করিতেন না। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন না, ইহা কুতর্ক। শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতীত গৌরভজন হইতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া গৌর ভজন করেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব জানেন না। শ্রীবাস নারদ ঋষির অবতার। চৈতন্যভাগবতেই শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে—"আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকীর্তন। উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন।" শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীবাস বোলয়ে শুন নিমাই পণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণ ভজন তুমি করহ ত্বরিত। কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্যে গোঙাও। রাত্রিদিন নিরবধি কেন বা পড়াও॥ পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভজনের তরে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে।" যিনি নিজে মহাপ্রভুকেও কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণভজন করিতেন না, হাসির কথা। চৈতন্য ভাগবতের অন্যান্য পয়ারেও শ্রীবাসের কৃষ্ণভক্তির মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে।

"তবে নৃত্য করিয়া চলিল, শ্রীনিবাস। কৃষ্ণরসে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস।"

"কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস। আচম্বিতে ধ্যান ফল সম্মুখে প্রকাশ॥"

"কৃষ্ণ সেবা করে নিতি সেনা ভক্তগণ। সর্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরণ॥

"সর্বকাল চারি ভাই লয় কৃষ্ণনাম। ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥

"জ্যেষ্ঠ সেবা পরায়ণ শ্রীরাম পণ্ডিত। দুইজন মিলি গায় কৃষ্ণ গুণগীত।

কৃষ্ণপ্রেমে দুই ভাই গোষ্ঠীর সহিতে। প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কাঁদিতে॥

পুত্রশোক দূরে গেল শ্রীবাস গোষ্ঠীর। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সবে হইলা অস্থির॥"

শ্রীবাস যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন, এই সমস্ত পয়ার বাক্যে আর সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তিঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম আর নাঞি ॥৪॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যার নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ ॥
প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা ॥৫॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন
দুইজনে খটমটি লাগয়ে কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর।
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার ॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাহার শ্রবণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যারে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড
প্রভুর উপরে যিঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইল নদিয়া ॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভু পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত ॥
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥
শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি ॥

৪। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ শাখা। তিনি লক্ষ্মীরূপা (শ্রীরাধিকা) তাঁহার সমান শ্রীগৌরাঙ্গের গণে আর কেহ নাই। গদাধরের চরিত্র বড়ই মধুর। গদাধর পণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার ভ্রাতার বংশ ভরতপুরে আছেন।

৫। মহাপ্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে বলিলেন, তুমি আমার এক পাখা। আর এক পাখা পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম। ইঁহার জন্মস্থান সেটিরি।

নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয়॥৬॥

জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র॥৭॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥

৬। দুই প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। এই দুইজন নন্দনাচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত, ইনি বৈদ্য বংশোদ্ভব। ইঁহার পূর্ব্ববাস শ্রীহট্টে। ইনি মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী এবং সুগায়ক। ইঁহার কীর্ত্তনে মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। ইনি ব্রজের মধুকণ্ঠ। বাসুদেব দত্ত ইঁহার সহোদর।

৭। যশোহরের অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে সুমতি ঠাকুরের ঔরসে গৌরীদেবীর গর্ভে ১৩৭১ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে হরিদাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। ছয় মাস বয়ঃক্রমে হরিদাস পিতৃমাতৃ হীন হন। জনৈক সহৃদয় মুসলমান তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। এইজন্য হরিদাস আপনাকে যবন বলিয়া মনে করিতেন। ইনি অপতিত ভাবে নিত্যই তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মার অবতার বলিয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম হরিদাস বলা হয়।

অদ্বৈত প্রভু একদিন তাঁহার পিতৃ [illegible] হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ পাত্র [illegible] ব্যবস্থা, অদ্বৈত প্রভু ব্রাহ্মণ হইতেও অধিক [illegible] ভোজন করান। এই ব্যাপারে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেইদিন ভোজন করিলেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন না হওয়ায় অদ্বৈত প্রভু উপবাসী রহিলেন।

তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ৮॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ
প্রতিবর্ষ প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এতিন স্বরূপে
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাবরূপে॥

পরদিন অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সিধা লইলেন। সেইদিন দৈবাৎ বর্ষা হইল। ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে অগ্নি পাইলেন না। সকলে হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন হরিদাসের নিকটে একটী মৃৎপাত্রে অগ্নি রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের প্রভাব বুঝিতে পারিলেন।

৮। মুরারি গুপ্ত, ইঁহার বাড়ী শ্রীহট্টে। ইনি জাতিতে বৈদ্য। অদ্যাপি শ্রীহট্টে ইঁহার বংশ আছে। ইনি হনুমানের অবতার। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন, কিন্তু গুপ্ত ভাবে কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে, "গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডার।" মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মুরারি বৈসয়ে গুপ্ত ইঁহার হৃদয়ে। এতেকে মুরারি গুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে। ইনি মহাপ্রভুর লীলা গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম মুরারি গুপ্তের কড়চ। মুরারি গুপ্তকে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন—"ভজিবে পরমব্রহ্ম নরাকৃতি তনু। ইন্দ্রনীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু॥ নব গোরোচনা গর্ভ গর্ব্বজিনি দ্যুতি। বৃষভানুসুতা নাম পরম প্রকৃতি॥" সংকীর্ত্তন ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাও গিয়া। করিহ আমারে ভক্তি শুন মন দিয়া।" (চৈতন্যমঙ্গল) মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণভজন করিতেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে—"সর্ব্বাবতারে যতেক ভক্ত যে তে. কবাব ব্রজানুগত মধুর রসেতে॥" মহাপ্রভুর এই প্রতিজ্ঞা সকল

যাহাতে প্রকট ভক্তে দেখে নির্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যার আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছে ত রাখিল॥
তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এসব আনন্দ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
প্রভু প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তার নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান পণ্ডিত।
যার দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত॥

জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যারে কৈল পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামীজন।
সবেই চৈতন্য প্রিয় চৈতন্য প্রাণধন॥

[illegible] মহাপ্রভুর কৃপায় অন্য অবতারের ভক্তগণও রসভজন করিতেন।

আত্মবৃত্তি, চিকিৎসা।

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥
অনুপম মল্লিক শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥
তার মধ্যে রূপসনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥
মালির ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল॥
আসিন্ধুনদী তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥৯
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥১০॥
এইত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিল চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥১১॥

৯। গুপ্তসেবা, শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর লীলা বর্ণনায় আনন্দ প্রদান।

১০। ভৃগুপাত, পর্ব্বত হইতে পতন।

১১। দাস গোস্বামী রাগানুগা সাধকের আদর্শ। রাত্রি দিন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ এবং মানস সেবাই রাগানুগা ভজন। একাধারে বৈরাগ্য এবং ভক্তির মধুর সমাবেশ দাস গোস্বামীর চরিত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর চরণে প্রীতির ফলেই ব্রজে রাগানুগা ভজনে রতি হইয়া থাকে। রাগানুগা ভজনই মহাপ্রভুর অবতারের এবং গোস্বামী শাস্ত্রের সার কথা। এই ভজনে লীলা স্মরণই প্রধান। "সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায় মনে করিয়া সুসার।"

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনদিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥১২॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন॥
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে যেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর॥
শ্রীনাথ মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র-ভগবান্॥
সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল নয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥

পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুরসারঙ্গদাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল
বংশী॥১৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইল।
শ্রীরামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌড় দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ
কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥

১২। দাস গোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা ভজনের শিক্ষাগুরু। রাগানুগা ভজন বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু। রাগানুগা সাধকের শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি লীলা গ্রন্থের আস্বাদন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। রাগানুগা ভজন বলিতে স্ত্রীলোক লইয়া ভজন নহে। তাহা নরকের পথ।

১৩। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ, ষোলজন বহন করে এমন কাষ্ঠ খণ্ড।

নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানা রঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু তা সবার কথন।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে সব ভক্তগণ॥
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন॥
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওঢ্র শিবানন্দ॥

ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥
মাধবীদেবী শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধকালে দোঁহে তার আজ্ঞা পাঞা॥
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে সঙ্গে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোঁসাঞি মনুষ্য গহনে।
মনুষ্য ঠেলি-পথ করে কাশী বলবানে॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিঁহো ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওঢ্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥

সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল।
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগত কৃষ্ণপ্রেম জলে॥১৪॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন॥১৫॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

১৪। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ সকলকে কৃষ্ণ প্রেমজলে ভাসাইয়াছেন। কৃষ্ণ-প্রীতিই গৌরভক্তের লক্ষণ। যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তিনি কখনই গৌর ভক্ত নহেন। যিনি কৃষ্ণ ভজন করেন তিনিই মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা শচী। যে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি।"

১৫। সংক্ষেপে এখানে মহাপ্রভুর ভক্তগণের কথা কহিলাম। এই প্রকারে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে মহাপ্রভুর ভক্তের কথাই বলা হইয়াছে, শিষ্যের কথা নহে। পর পরিচ্ছেদাদিতে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভৃতির শাখা বিশেষ রূপে বর্ণনা করিবেন। সেখানে শাখা শব্দের অর্থ শিষ্য।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ শাখা
বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ ।

নিত্যানন্দ পদাম্ভোজভৃঙ্গান্
প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে
কতিচিন্ময়া ॥১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৎ প্রেমামর
শাখিনঃ ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্
গণান্নুমঃ ॥২॥

শ্রীনিত্যানন্দের বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর ।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর ॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ ।
প্রেম ফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন ।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা ।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত ।
বেদধর্মাতীত হঞা বেদধর্মে রত ॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপামহিমা হইতে ।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস ।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়ে
যাইতে ।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥
অতএব দুইগণে দুঁহার গণন ।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে যে তুলি কৈল
বাঁশী ॥
গদাধর দাস গোসাঞি ভাবে পূর্ণানন্দ ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে ।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥

[শ্লোক] প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ পদকমলের মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া মুখ্য কয়েক জনের নাম লিখিতেছি ॥১॥

[শ্লোক] সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ কল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধস্কন্ধ স্বরূপ অবধূত চন্দ্রের শাখারূপ গণদিগকে প্রণাম করি ॥২॥

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়।
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তার ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহা শক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥

বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম রসাস্বাদী :
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর॥
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোঁসাঞি॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দগুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥

বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রভু প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ পদ বিনা নাহি জানেআন
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন কবিরাজ ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্য মীনকেতন রামদাস ॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
সর্ব্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই ॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহা বল ॥১॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র-বদন!
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫০॥

শ্রীনিত্যানন্দের গণ ব্রজপ্রেম এবং কৃষ্ণ দান করিতে পরম সমর্থ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ স্কন্ধশাখা
বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসার-
ভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে
চৈতন্যজীবনান্॥১॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নমঃ॥২
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল তার লেখা নাঞি॥
চৈতন্য মালির কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগত ভরিল॥
সেই জল স্কন্ধের করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার॥
প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার।
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির গুরু কেশব ভারতী
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি
জগদ্গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার

[শ্লোক] সারাসার মত গ্রাহী অদ্বৈতচরণারবিন্দের ভক্তরূপ মধুকরগণের মধ্যে অসার গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রাণ সারগ্রাহি ভক্তগণকে প্রণাম করি॥১॥

[শ্লোক] শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের দ্বিতীয়স্কন্ধরূপ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের শাখারূপগণ দিগকে প্রণাম করি॥২॥

কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের-সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নৃত্য করে গোপাল বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িলা দেহে নাহিক সম্বিত॥
দুঃখী হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হৈঞা আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল বলি বোল 'হরি হরি'॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য ব্যবহার সব তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
সেইত পত্রির কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে॥
সে পত্রিতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছেন ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হইল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।

আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেত করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর কথা দুঁহে সে জানিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কেন কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন
বিষয়ির অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লইব নাম॥
মালী দত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব কারণ॥১
সৃজাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিলা।

১। অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আগে শ্রীচৈতন্যকে মানিয়া পরে মানেন নাই।

কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।২
জলাভাবে কৃশশাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্য রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥
কেবল এ গণপ্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য বিমুখ যেই সেইত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি
চৈতন্য বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যগণের মোর কোটি নমস্কার
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এইত কহিল আচার্য্য গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥৩।
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য, কবি দত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥৪॥
শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিশ্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥
শ্রীহরি-আচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তি শিবানন্দ শাখাতে উত্তম।
মদনগোপাল গায়ে যাহার বিশ্রাম॥
অমোঘ পণ্ডিত হরিগোপাল চৈতন্যবল্লভ
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন॥

২। স্কন্ধ অদ্বৈতাচার্য্য।

৩। শ্রীঅদ্বৈতের শাখা গণনা করিয়া এক্ষণে পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখা গণের মধ্যে মহোত্তম। গৌর পরিকরে পণ্ডিত গোস্বামীর স্থান সকলের উপরে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন "তিঁহো লক্ষ্মীরূপা তার সম আর নাই।"

৪। বড় মহাশয়, মহাত্মা। পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বল্লভ ও চৈতন্যদাসাদি সকলই কৃষ্ণপ্রেমময়।

পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৫॥
এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন।
যাঁ সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন।
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম ॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধশাখা
বর্ণনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

৫। এখানে পণ্ডিত গোস্বামীর শাখার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গদাধর পরিবারের সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া জানেন। শ্রীগদাধরের গৌরাঙ্গ প্রীতি তুলনাহীন। তদনুগত জনও শ্রীগৌরাঙ্গে একান্ত প্রীতি সম্পন্ন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোপ্যয়ং ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।

[শ্লোক] সেই প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যিনি প্রসন্ন হইলে মাদৃশ অধম ব্যক্তিও সদ্য তদীয় লীলাবর্ণনে যোগ্য হয় ॥১॥

জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥১॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত পূর্ণ চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় হৈল উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে কবিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি কবিব বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥
গার্হস্থে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষলীলার দুই নাম ॥
আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্রকরি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥
সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন-পূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥২॥
তথাহি—বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগান্তরে, চতুর্দ্দশ শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে।
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে, বাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো হ্যভবৎ ॥৩॥

১। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদবের কড়চাই গৌরলীলার মূল গ্রন্থ। কবিরাজ গোস্বামী প্রধানতঃ এই দুইজনের সূত্র অবলম্বনেই চরিতামৃত লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের বাড়ী ছিল, শ্রীহট্টে। এখনও শ্রীহট্টে মুরারি গুপ্তের বংশধর আছেন।

[শ্লোক] সকল সদ্গুণে পূর্ণা সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥২॥

[শ্লোক] বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে চৌদ্দশত সাত

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্র গ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইঞা॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥
বাল্য ভাবছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ববন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ডবয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসংকীর্তন॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা "কৃষ্ণেতে" তাৎপর্য্য
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য॥
যারে দেখে তারে কহে 'কহ কৃষ্ণনাম'।
'কৃষ্ণনামে' ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম॥
কিশোরবয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে।
লওয়াইল সর্বলোকে কৃষ্ণপ্রেমনামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলামুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশবর্ষ অন্ত্যলীলানাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া
সূত্রকরি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত॥

শকাব্দায় রমণীয় ভাগীরথী তীরস্থ নবদ্বীপে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ সময় শচীগর্ভরূপ মহাসমুদ্র হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥৩॥

দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত-মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িলা
যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥
আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥
আগে অবতারিল যে যে গুরু পরিবার
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান॥
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্গুণ সাগর॥

তার পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসঙ্খ্য নিজভক্তের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত আচার্য্যের স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবেরগণ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নামস কীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইব তারণ॥
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার।
তবেত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা
করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥
কৃষ্ণের আহ্বাহন করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥
অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥

তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান তেঁহ বলদেবধাম ॥২॥
বলদেবপ্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার ॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ১৫ অঃ ২৫ শ্লোকঃ—
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথাপটঃ ॥৪॥
অতএব প্রভুর তেঁহ হৈলে বড ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥
পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি অন্যরীত।
জ্যোতির্ম্ময়-দেহ-গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন বস্ত্র ধান ॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥৩॥
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।

২। বলদেবধাম, বলদেবের প্রকাশ।

৩। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, জীবের জন্ম গ্রহণের ন্যায় ভগবদাবির্ভাব নহে। শ্রীভগবান প্রথমে পিতৃ হৃদয়ে উদিত হন। পরে পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে (উদরে নহে) গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মও এইরূপেই হইয়াছিল। "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।" স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মনস্যাবির্ব্বভর জীব নামিব ন তস্য ধাতু সম্বন্ধ।" মনে আবির্ভূত হওয়াতে জীববৎ তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই শ্রীভগবৎ দেহ মেদ মজ্জা অস্থি সম্ভব নহে। অপ্রাকৃত দেহেই তাঁহার লীলা হইয়া থাকে।

[শ্লোক] হে মহারাজ! বস্ত্র যেমন তন্তুতে ওত প্রোত থাকে, তদ্বৎ এই বিশ্ব যে অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই অনন্ত জগদীশ্বর বলরামের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে ॥৪॥

পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ ॥৪॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে" ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগত ভরিয়া লোক কহে "হরি হরি"।
সেইক্ষণে "গৌরকৃষ্ণ" ভূমি অবতরি ॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥
হরি বলি নারীগণ দেই হুলাহুলী।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥
প্রসন্ন হইল দশদিক প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥

———:০:———

যথারাগ।

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপাকরি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্যকরে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ধ্রু॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান ॥৫॥
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান ॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥৬॥

৪। ষড়বর্গ লেত্র, হোড়া, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশ। অষ্টবর্গ, শুভাশুভ ফল সূচক জন্মকালীন রাহু ভিন্ন অষ্টগ্রহের চক্র।

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ততিতি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্রভরি, ব্রাহ্মণীর বেশধরি,
আসি সবে করেন দর্শন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, তার নাম মালিনী
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়িবউলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ॥৭॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরী,
হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনিফোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন॥৮॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি ।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্নগণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিব সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥৯॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব বর্ণনংনাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

— :০: —

৫। উপরাগ, গ্রহণ। ৬। ভাদ, গূঢ়তত্ত্ব। ৭। খাড়ুবউলি, কর্ণাভরণ। বজ্রভমুদ্রা পাশুলি, রৌপ্য নির্ম্মিত পাদাভরণ। অঙ্গদ, তাড়। কঙ্কণ, করভূষণ। মলবন্ধ, বাঁকা মল। ৮। ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, স্বর্ণ জড়িত ব্যাঘ্রনখ, কণ্ঠাবরণ। ভুনিফোতা পট্টপাড়ী, রেশমী পাইর চাদর। ৯। ধুনী, নদী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলাসূত্রের গণন ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং ॥২॥

বাল্যলীলায় প্রভুর আগে উত্তানশয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্নিতচরণ ॥১॥
গৃহে দুই জন দেখি লঘুপদচিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয় ॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তিঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তীর বলেন হাসিয়া।
লগ্নগণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥

১। উত্থান, চিৎ। চিহ্নিত চরণ, ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্ন যুক্ত চরণ।

[শ্লোক] যাঁহাকে কোনপ্রকারে স্মরণ করিলেও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সুসাধ্য হয় এবং যাঁহার বিস্মৃতিতে সুখকর কার্যও দুষ্কর হয় সেই শ্রীচৈতন্যকে ভজন করি ॥১॥

[শ্লোক] শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি, যে লীলা লৌকিকী হইয়াও ঈশ্বর চেষ্টা যুক্ত ॥২॥

তথাহি সামুদ্রকে তৃতীয় শ্লোকঃ।
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্ত ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো
মহান্ ॥৩॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ ॥
এইত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইহাঁ হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর এইত কারণ ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম ॥
তবে কত দিনে কৈল পদ চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি কৈল বিবধ খেলন ॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া ॥
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল মাটি কেনে খায় ॥
কান্দিয়া বলেন শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা
দোষ ॥
খই সন্দেশ অন্ন যতেক মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ
বিচার ॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল
তোরে ॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে
মোরে ॥

[শ্লোক] যাঁহার নাসা, ভুজ, কপোলের উর্দ্ধভাগ নেত্র এবং জানু এই পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত ও রোম, এই পাঁচটী সূক্ষ্ম। নেত্র পাদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ, এই সপ্ত স্থান রক্তবর্ণ। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং মুখ, এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত। গ্রীবা, জঙ্ঘা, এবং মেহন এই তিনটী অঙ্গ হ্রস্ব কটি, ললাট এবং বক্ষঃ এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটী গম্ভীর, এই অসাধারণ বত্রিশটি লক্ষণ যাহাতে দেখা যায় তিনিই মহাপুরুষ ॥৩॥

এবেত জানিলু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥
ব্যাধিছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে ॥২॥
শিশুগণ লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥
কেনে চুরি কর কেন মরেহ শিশুরে।
কেন পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ ॥
কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥
বাহির যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা অপূর্ব্ব সকল ॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পুজিতে
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই
আমা সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায় ॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত আছে।

ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
কোন কিছু জানে ইহাতে বা দেবাবিষ্ট হয়॥
আনিয়া নৈবেদ্যে তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এইমত চাপল্য সব লোকের দেখায়।
দুঃখ কার মনে নহে স'ব সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়॥
দুঁহা দেখি দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাচ্ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ২২ অঃ ১৯ শ্লোকঃ—

সংকল্পো বিদিত সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চন।
ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যোভ-বিতুমর্হতি॥৪॥

এই মত লীলা দুঁহে করি গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পরে॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্র গেলা পলাইয়া॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্তহাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হইলা॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা গঙ্গাস্নান
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥

[শ্লোক] হে সাধ্বীগণ! তোমাদের মৎপ্রাপ্তি নিমিত্তই কাত্যায়নীর অর্চ্চনা, ইহা অজ্ঞাহেতু তোমরা না বলিলেও আমি জানিয়াছি। আমি ইহা অনুমোদন করিলাম, তোমাদের অভিলাষ সত্য হউক ॥৪॥

মিশ্র বলে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই ॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসন করিয়া ॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥
মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান
ভৎ'সন তাড়ন কর পুত্র করি মান ॥
মিশ্র কহে দেবসিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্ম মর্ম্ম ॥
বিপ্র কহে এই যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥
মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥
এই মতে দুহেঁ করেন ধর্ম্মবিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত ॥
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥
বাল্যলীলা সূত্রে এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

——:০:——

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

কুমনাঃ সুমনস্তং হি যাতি যস্য
পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং
ভজে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

তথাহি।

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতি-
সুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা
মনোহরা ॥২॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে তাহি দিব যা তুমি মাগিবে
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না
খাইবে ॥১॥

১। এখানে অন্ন বলিতে ভক্ষ্য দ্রব্য। শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদ ভোজনও নিষিদ্ধ। ভক্তিসন্দর্ভ—"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।" ফল, মূল এবং জল প্রভৃতি আটবী দ্রব্য ব্রত ভঙ্গ করে না। শ্রীএকাদশী ব্রত না করিলে বৈষ্ণব বলা যায় না। শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরেও শ্রীএকাদশীর উপবাস দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ মহারাজের একাদশীর কথা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। শচীমাতাও একাদশী করিতেন।

[শ্লোক] কুমনা ব্যক্তিও যাঁহার চরণযুগলে একটী মাত্র পুষ্প অর্পন সুমনা হয়,-সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥১॥

[শ্লোক] বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের মনোহর পৌগণ্ড-লীলা অতি সুবিস্তৃত ॥২॥

শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি বিবাহ দিতে কৈল মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥
আমিত করিব তোমা দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন॥
এক দিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানী
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥

আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দুঁহার বাড়িল অতি শোক॥
বন্ধুবান্ধব আসি দুঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ৭ম অঙ্কঃ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

মহাপ্রভু জননীকে বলিয়াছেন—

"এক নিবেদন মাতা আমার রাখিবা।
একাদশী দিনে মাতা অন্ন না খাইবা॥"

মহাপ্রভু জননীর চরণে প্রার্থনার ছলে ভক্তমাত্রকেই একাদশীর উপবাসের উপদেশ দিয়াছেন। শচী জগন্নাথের গৃহে শালগ্রাম বিগ্রহ ছিলেন। শচী মাতা ভোগ লাগাইয়া মহাপ্রসাদই পাইতেন। মহাপ্রভু যে উপবাস দিনে মহাপ্রসাদ পাইতেই নিষেধ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যিনি মহাপ্রভুর বাক্য অবহেলা করেন, তিনি ভক্ত নামের একান্ত অযোগ্য।

তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে ॥৩॥
দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্ব্ব সিদ্ধভাব দুঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইলা॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীরনন্দন॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন দাস।
এইত পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ॥
পৌগণ্ডলীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

[শ্লোক] পণ্ডিতেরা কেবল গৃহকে গৃহ বলেন না। গৃহিণীকেই গৃহ কহিয়া থাকেন। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই সমস্ত পুরুষার্থের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্র
বর্ণন নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

—:০:—

ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।
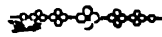
কৃপাসুধা সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি
নীচগৈব সদাভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং
ভজে ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥

[শ্লোক] যাঁহার করুণারূপ অমৃত নদী বিশ্বকে সম্যক্ আপ্লাবিত করিয়াও নিরন্তর নিম্নাভিমুখী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥১॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্তিমত্যা
গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথবাগ্দেব্যা দিশাং-
জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥২॥

এইত কৈশোর লীলা সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্রতপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন ॥
তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে
নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো নাহিক সংশয় ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
নামসংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন
প্রভুর অন্তর লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন? পাঠান কাশীপুরী
এই মত বঙ্গদেশে কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা
প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি ॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধনজন।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥
শিষ্যগণ লয়ে পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করেন দোষ গুণের বিচার ॥

[শ্লোক] যিনি গৃহিণীলাভে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী এবং দিগ্বিজয়িজয়চ্ছলে বাগ্দেবী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন, সেই কিশোর লীলা বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥২॥

সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।
গঙ্গারে বন্দন করি প্রভুরে মিলিলা॥
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া॥
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল, ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি।
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবশিশু পড়ুয়া নবীন॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিল॥
শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল

তথাহি দিগ্বিজয়ি বাক্যং—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণ ॥৩॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল॥
প্রভু কহে দেববরে তুমি যৈছে কবিবর
তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতিধর॥

যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হওয়াতে অতি সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন, যিনি সুরনরগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় পরিপূজিতা এবং যিনি ভবানীভর্ত্তা শ্রীমহাদেবের জটাজুটে বিহার করিতেছেন সেই গঙ্গাদেবীর গুণ নিরন্তর দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে ॥৩॥

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥১॥
প্রভু কহে কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে ॥২॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার॥
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥
প্রভু কহে অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥
কবি কহে কহ দেখি কিবা গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি শুন না করিহ রোষ॥
পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার ॥৩॥
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন।
বিরুদ্ধ মতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥৪॥
গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকের মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়॥

১। "দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব" এই অংশে উপমালঙ্কার। বিচিত্র সাদৃশ্যের নাম উপমা। এক অক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে অনুপ্রাশ বলে। মাধুর্য্য ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণ। প্রথম পাদে পঞ্চ ত-কার তৃতীয় চরণে পঞ্চ র-কার, অনুপ্রাশ।

২। নূতন নূতন উল্লেখ শালিনী বুদ্ধির নাম প্রতিভা।

"প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখ শালিনী প্রতিভামতা"

৩। পঞ্চদোষ, অবিমৃষ্ট, বিধেয়াংশ, বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম ও পুনরাত্ত।

৪। প্রাধান্যে বিধেয়াংশ নির্দ্দিষ্ট না হইলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ বলা হয়। দুই স্থানে এই দোষ আছে।

যে বাক্য বিরুদ্ধবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহাকে বিরুদ্ধমতি বলে। যে ক্রমে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অন্যথা হইলে ভগ্নক্রম। ভগ্নক্রম (ক্রমভঙ্গ) রচনার নিয়ম নহে। বাক্য সমাপ্তির পর পুনরায় কথনের নাম পুনরাত্ত।

বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥৫॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে—

অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহাঁ দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ অর্থ গেল ক্ষয়॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥
ভবানীভর্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীর ভর্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধ মতি কেহ শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান ॥
বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসাঙ্গ পুনঃ বিশেষণ
অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্ত দূষণ ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম ॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
একদোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে নিন্দিত ॥

তথাহি ভরতমুনিবাক্যং।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং ॥৫॥

৫। "মহত্তঃ ইদং" এই স্থানে প্রাধান্যে বিধেয়াংশ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সেই জন্য একটি অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ। "দ্বিতীয়" শব্দে আর একটি দোষ। "ভবানীভর্তৃ" এই স্থানে বিরুদ্ধমতি। "যদেনা" শব্দে ভগ্নক্রম। "অদ্ভুত গুণা" এখানে পুনরাত্ত। ইহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী পয়ারে আছে।

[শ্লোক] অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তু) না কহিয়া বিধেয় (অজ্ঞাতবস্তু) কহিবে না। যে বাক্যের আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই বাক্য কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না ॥৪॥

[শ্লোক] ভূষণ দ্বারা বিভূষিত সুন্দর শরীর ধবল কুষ্ঠের দ্বারা যেরূপ কুৎসিত হয়, তদ্রূপ রসালঙ্কার যুক্ত শোভমান কাব্যও দোষযুক্ত হইলে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে ॥৫॥

এ ব্যাখ্যা করিল মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞির মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এমন অর্থ করিলে প্রকাশ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় সেই বলি বাণী॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু দ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয়॥
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশু দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥
বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময় তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥
তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য বাণী॥১০॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব করণে শক্তি তাঁহা সে বাখানি॥
শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥
এইমতে নিজঘরে গেলা দুইজন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈলা তার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥১১॥
এসব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বর্ণিল ইহঁ বিশেষ প্রকাশ॥

১০। বিনয় বাক্যে সকলকে সন্তুষ্ট করা মহাপ্রভুর চরিত্রের একটী বিশেষ কথা। মানী ব্যক্তির মানরক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

১১। বিদ্যার মতন অপূর্ব্ব বস্তু আর নাই। দিগ্বিজয়ী বিদ্যার দ্বারা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। যাঁহারা প্রকট অবতারে মহাপ্রভুর প্রধান কৃপাপাত্র, তাঁহারা সকলেই পরম বিদ্বান।

চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎ
প্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম॥
বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ সম্ভোগনৃত্য
কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি
যৌবনে॥২॥
যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্যচন্দন॥
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥
বায়ুব্যাধিচ্ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥
তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেমপ্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন।

[শ্লোক] যাঁহার প্রসাদে যবনগণও সুমনা হইয়া কৃষ্ণনাম-প্রজল্পক হইয়াছেন, সেই স্বেচ্ছাময় শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করি॥১॥

[শ্লোক] বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন এবং প্রেম ও নাম প্রদানে যৌবন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ শোভিত হইতেছেন॥২॥

অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ॥
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন ॥
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণুধর ॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞিের ব্যাসপূজন
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ ॥
তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥
তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥
বরাহ আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে।
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরেণাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং—

হরের্ণাম হরেণাম হরেণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥৩॥

সপ্তম পঃ দ্রষ্টব্য।

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্ণাম উক্ত তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥১॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞানযোগ কর্ম্ম তপ আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন এবকার ॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব ॥
সদা নাম লইব যথা লাভে সন্তোষ।
এমত আচার করি ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যং—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা
হরিঃ ॥৪॥

১। জড়লোক, জড়বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তি। পুনরেবকার, পুনরায় এবকার।

[শ্লোক] তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং অমানি এবং পরকে মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবে।

ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠরোগে হৈঞাছোঁ ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভুঞ্জে না যায় পরাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামে আইলা॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা করুণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে তোর হৈয়াছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোর হৈবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে॥
ফিরি গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গাঘাটে পাঞা॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছোঁ মনোদুঃখ।
পৈতা ছিঁড়ি শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস॥
প্রভুর শাপবার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ॥
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান॥
হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান॥

জ্ঞান কর্ম্ম, যোগ, ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কঃ ১৪ অঃ
১৯ শ্লোকঃ—

উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—
ন সাধয়তি মাং যোগো সাংখ্যং ধর্ম
উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা
ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৫॥

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ৮১অঃ
১৪ শ্লোকঃ—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ
শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং
পরিরম্ভিতঃ ॥৬॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিত॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥
রক্ত পীতবর্ণ নাহি অষ্টিবল্কল।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীরনন্দন।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥
অষ্টিবল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্র নাম পড় শুনিতে মন হৈল॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥

[শ্লোক] হে উদ্ধব! ভক্তি যদ্রূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং ত্যাগ তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥৫॥

[শ্লোক] সুদামা কহিলেন, আহা! কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? বিপ্র কুলপাত বলিয়া তিনি আমাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥৬॥